তারা।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(মথুর সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪ সাল।

মূল্য ১৷৹

নাট্যোল্লিখিত পাত্র ও পাত্রী।

পাত্র।

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, পুণ্য, পাপ, শ্রীরাম,
লক্ষ্মণ, বিধাতাপুরুষ, মানসমূর্ত্তি, বনদেব,
ভূত গণ, যক্ষগণ, জটায়ু, যোগচিত্ত (জনৈক-
ঋষি), মতঙ্গ (জনৈক ঋষি), সুষেণ
(তারার পিতা), বালী, সুগ্রীব,
মায়াবী ও দুন্দভি, (দৈত্যদ্বয়),
হনুমান, জাম্বুবান, তার,
নল ইত্যাদি বানরগণ,
জনৈকঋষি, অনুচরগণ;
ইত্যাদি।

পাত্রী।

দুর্গা, তপস্বিনী শবরী, মানসী, (মানস মূর্ত্তির
কন্যা), বনদেবী, প্রতিধ্বনি, তারা, উমা,
রাণী (তারার মাতা), দৈত্যরাণী (মায়া-
বীর পত্নী), দৈত্যবালাগণ, বানরী-
গণ, অনলবালাগণ, মায়াবিনী-
গণ, ঋষিকন্যাগণ
ইত্যাদি।

বিজ্ঞপ্তি।

প্রাতঃস্মরণীয়া সতী তারার আদর্শ চরিত্র অতিশয় দুজ্ঞেয়। পৌরাণিক চিত্র প্রায়ই গাঢ় অন্ধকারাবৃত। সাধারণ মানবচক্ষু তাহার সুমধুর সৌন্দর্য্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। তবে সত্য সংস্কারে অদ্যাপি সেই সকল চিত্রগুলি—ব্যক্তিবিশেষের নিকট অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, কোথাও বা তাহার মলিনতাও দেখা গিয়া থাকে। আমি তাহাই সর্ব্বস্থানে সমুজ্জ্বল রাখিবার নিমিত্ত দুজ্ঞেয় সতী তারার চরিত্র জনসাধারণে প্রচার করিলাম। ইহার জন্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে বহুশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক্ষণে অন্ততঃ যাঁহারা তারার চরিত্র সমালোচনায় নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই ঘৃণার ভাব কতকটা দূরীকরণ হইলে আমি আমার শ্রমসাফল্য বিবেচনা করিব।

পোঃ, কল্যাণপুর
জেঃ, হাওড়া।

শ্রীহরিপদ শর্ম্মা।

তারা।
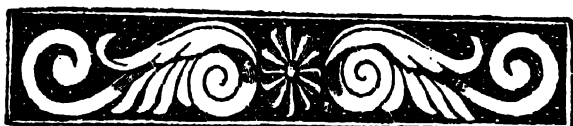
(পৌরাণিক নাটক)
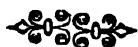
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(দৈত্যপুরোদ্যান)

দৈত্যরাণী, দৈত্যরমণীগণ ও মায়াবীদানবের প্রবেশ।

দৈত্যরমণীগণ। গীত।

এস এস হে বঁধু মধু যায় বহিয়ে যায়।
ব'স ব'স হে বঁধু হিয়ার আসনে নাগররায়।

করিব পূজা মদনফুলে,
আরতি করিব নাগরী মিলে,
দান দিব হে কুলমানশীলে, তোমারি আশায়।
বঁধু হবে আজি সাধের বাসর,
জাগিব হে মোরা জাগিবে ভ্রমর,
রাজি হবে ভোর, মাতিবে আসর, ঐ কোকিল দিতেছে সায়।

মায়াবী। অয়ি পদ্মাক্ষি কমলে চারু ইন্দুমুখি!
কহ প্রাণাধিকে! কিসের উৎসব আজি
কি আনন্দে এত মগ্ন দানব-মহিলা?
কেন এত আদিভাবে পুরুষ-অর্চ্চনা?
কোন্ রঙ্গে সবে প্রিয়ে, সেজেছ রঙ্গিণি?

রাণী। বাৎসরিক মদন-উৎসব আজি নাথ!
তাই করিতে প্রাণেশ-পূজা—
আহ্বান ক'রেচি তোমা প্রমোদ উদ্যানে।
বৈস হৈম-সিংহাসনে,
চিরদাসী আমি—বসি পদতলে,
প্রাণ ভ'রে পূজিব হে নাথ—
মল্লিকা মালতি ফুলে ও পদযুগল।

মায়াবী। চির-ফুটন্ত-মল্লিকে অয়ি বিধুমুখি,
পিতামহ-বিরচিত বিচিত্র পুরীতে—
তুমি প্রাণাধিকে, চির-দীপ্তিমান মণি,
উজলিছ চিরদিন মায়াবী-হৃদয়!

তবে ফুলে আর কোন্ তৃপ্তি দিবে সতি!
সম্ভাষণে মহাপূজা সাধিত তোমার।

রাণী। তবু নাথ, আছে যাহা রীতি পূর্ব্বাপর,
সেই রীতি সাধিবারে বাসনা দাসীর,
তাই এ মিনতি পদে।

মায়াবী। হৃদয়রঞ্জিত ধন, এত সাধাসাধি
এ ত নয় প্রণয়-পদ্ধতি, পূর্ব্ব নীতি—
সাধ লো অবাধে কোন বাধা নাহি তায়!

রাণী। তবে আয় সহচরি, নে লো ফুলহার,
দে লো উপহার পায় প্রেম-ভক্তি-ভরে।
রমণীর পতি চেয়ে কিবা শ্রেষ্ঠ আর?
যেন জনম-জনম পাই হেন স্বামী ধন।

দৈত্যরমণীগণ। গীত।

যেন জনম জনম পাই ঐ রাঙা পায়—হে প্রেমময়।
তুমি পরম শরণ মম প্রীতি-অশোক-অভয়।
তুমি মম আঁধার নিলয়ে ধ্রুব জ্যোতি,
সুখ-মোক্ষদাতা গুণাকর পূজ্যপতি,
তুমি হে গুরু বন্ধু সুহৃদ্ সখা পতি,
তুমি গুণের সাগর প্রাণেশ্বর—মম আনন্দ আলয়।

রাণী। (সচন্দন পুষ্পঅর্ঘ্য লইয়া)
তুমি পতি মহাগুরু জগতে প্রচার,
প্রেমের জলধি নাথ, প্রেম-অবতার।

অবলার চিরগতি সুখমোক্ষদাতা,
হে পতি, তুমিই সত্য নারীর বিধাতা।
তুমি ধর্ম্ম, তুমি অর্থ, সর্ব্বস্ব আমার,
প্রিয় পতি! তাই পদে কোটী নমস্কার।
সর্ব্বদেব-স্বরূপায় সর্ব্বতীর্থময়ায় চ।
সতীসর্ব্বস্বরূপায় স্বামিনে গুরবে নমঃ॥

মায়াবী। ওঠ—ওঠ প্রাণেশ্বরি, থাক্ নমস্কার,
তুমি আমি এক প্রাণ জান না কি সতি!
তুমি আমি আধা আধা, দোঁহে পূর্ণ কায়,
নমস্কার তবে কারে কর লো ধরায়?

সহসা দ্রুতপদে বালীর প্রবেশ।

বালী। বা, তুমি এখানে রসকেলি ক'র্‌চ ধন! আর আমি মাঠে মাঠে উধাও হ'য়ে বেড়াচ্ছি মাণিক! আরে আরে, চল, চল, সুন্দরি! তুমি বালীর হৃদয়েশ্বরী হ'য়ে বিহার ক'র্‌বে চল।

[দৈত্যরাণীকে লইয়া বেগে প্রস্থান।

সকলে। একি—একি—অদ্ভুত কৌতুক!

নেপথ্যে রাণী। দানবরাজ! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, সতীর সতীত্ব বুঝি নষ্ট হয়!

মায়াবী। একি—একি অদ্ভুত ঘটনা আচম্বিতে,
স্বামি-হৃদি হ'তে কাড়ি লয় নারীধন!
এ কোন্ দুর্জ্জন পাপী ঘোর অত্যাচারী?

মূর্খ, জানে না কি মায়াবী-দানবে?
জানে না কি মায়াবীর মায়া ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া?
থাক সতি, থাক প্রিয়ে, থাক দৈত্যরাণি,
ভয় নাই, ভয় নাই! মায়ার প্রভায়—
রহিবে অটুট তব সতীত্ব রতন।
পাবে মূর্খ অচিরায় এর প্রতিফল!
ভাই রে দুন্দভি, আয় ত্বরা আয়,
গৃহরত্ন দৈত্যরাণী ল'য়ে যায় চোরে!

[বেগে প্রস্থান।

বেগে দুন্দভির প্রবেশ।

দুন্দভি। হাঁরে—হাঁরে, কি হ'য়েচে? দাদা ডাক্‌ছিল নয়? তোরা একটা গান গা! আমি বাজাই ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

দৈত্যরমণীগণ। আর আমোদের গা ক'রে গান শুনে কাজনি মাণিক! দৈত্যরাণীকে কে একটা বীর এসে হ'রে নিয়ে গেছে।

দুন্দভি। ব'লিস্ কি রে?

দৈত্যরমণীগণ। হাঁ রে মাণিক!

দুন্দভি। সত্য না কি রে? দাদার বৌকে নিয়ে গেচে হ'রে কি রে?

দৈত্যরমণীগণ। সত্যই ত! তাই ত দানবরাজ ডাক্‌ছিল।

দুন্দভি। আরে, দাদার বৌ যে রাণীরে!

দৈত্যরমণীগণ। হাঁরে, তাই রে মাণিক!

দুন্দভি। তাই না কি রে, দাদা দানবরাজ, কম্‌নে গেল রে ?

দৈত্যরমণীগণ। এই পথে রে মাণিক !

দুন্দভি। তাহ'লে চোরা বেটাও ত এই পথে গেছে রে ?

দৈত্যরমণীগণ। হাঁ রে—হাঁ রে—মাণিক !

দুন্দভি। তাহ'লে যুদ্ধ হ'বে বল ?

দৈত্যরমণীগণ। নিশ্চয় মাণিক !

দুন্দভি। তবে ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ডুমা ডুম্ !

বৌকে নিয়ে গেছে হ'রে,
দাদা ডেকেচে তাই মোরে
হবে যুদ্ধ ধূমাধূম্,
তবে ডুম্ ডুমা ডুম্ ! ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।

দৈত্যরমণীগণ। এই পথে চল রে মাণিক ! এই পথে চল !

তোমার দাদার বৌকে নিল হ'রে,
তোমার জীবনে কি ফল ?

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বন-পথ)

বেগে মায়াবী দানবের প্রবেশ।

মায়াবী। কৈ পত্ন্যাপহারী পাপিষ্ঠ কোথায় গেল ! কেউ

দেখেচ কি? হে বৃক্ষ লতা পর্ব্বত! তোমরা ত এখানে চিরকাল অক্ষয়ভাবে দণ্ডায়মান আছ, কেউ দেখেচ কি, আমার পত্ন্যাপ-হারী পিশাচ কোথায় লুক্কায়িত হ'ল? একি সকলেই যে মৌন! তবে পাপিষ্ঠ কি সকলেরই বাক্‌শক্তি রোধ ক'রেচে? না তার ভয়ে তার কথা ব'ল্‌তে সকলে এত সঙ্কুচিত হ'চ্চে? আচ্ছা, থাক্ থাক্, সে উপায় বিধান আমিই ক'র্‌চি এখনি মায়াবী-দৈত্যের মায়া-প্রভাবে এ বন প্রদেশ ঘোর অন্ধকারাবৃত হ'য়ে যাবে। পশু পক্ষী সকল জীবেরই দৃষ্টি-শক্তি শূন্য হবে। দেখি পাপাত্মা! তুমি কিরূপে আমার পত্নী হরণ করে এ বনপ্রদেশ হ'তে পলায়নে সমর্থ হও? এস মায়াবিনীগণ! আমার আজ্ঞায় এখনি ঘোর তামসময়ী মূর্ত্তিতে এ বনভূমি ঘোর অন্ধকারময়ী কর। আমার পত্ন্যাপহারী বর্ব্বরের এইক্ষণেই দৃষ্টি-শক্তি হরণ কর। এই ত সমস্ত বন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হ'ল। এখন দেখি, দুর্ব্বৃত্ত কোথায়?

[বেগে প্রস্থান।

মায়াবিনীগণের প্রবেশ।

মায়াবিনীগণ। গীত।

ঘুমে ঘুমে আয় মায়াবিনি।
আয় ছুটে আয় আঁধার যামিনী॥
কাল রংয়ের তুলি করি হাতে,
চল যাই—চল যাই গোটা বন মাখাতে,

ঘোর আঁধার ঢাকুক কানন,
চোখের মাথা থাক্ সকল প্রাণী॥
যা রে যা রে যা কানন নিঝুম্ হয়ে যা,
বেয়াড়া আঁধারে ঢাকা দে রে গা,
আয় কাল মেঘ—করি সাঁ সাঁ সাঁ,
ঝাঁ ঝাঁ ক'রে কাজ সেরে আমরা পালাই চল স্বজনি।
আমরা ঘরের খেয়ে চরাই বনের মোষ,
করি না ক মনে কিছু আপশোষ,
মনে মনে মনে তুমি দিতে পার দোষ,
বুঝলে কি কর্ম্ম, মোদের এ ধর্ম্ম,
কর্ম্ম কেমন বোঝ যাদুমণি॥

[প্রস্থান।

মৃত দৈত্যরাণীকে লইয়া বালীর প্রবেশ।

বালী। দুরাচার মায়াবি! তুই মায়া-প্রভাবে সমস্ত বন অন্ধকার ক'রে মনে ক'রেচিস্, কামরূপী বানর বালীর দৃষ্টিশক্তি শূন্য ক'রবি। তা পার্‌বি না। বালীও মায়া-প্রভাবে তার দৃষ্টিপথ আলোকময় ক'রে মনোরথ সুসিদ্ধ ক'রবে। কিছুতেই তুই ভুজঙ্গমুখগ্রস্ত ভেকুকে পুনর্গ্রহণ ক'র্‌তে সমর্থ হ'বি না। সাধ্য কি? সাধ্য কি যে, বালীর হস্ত হ'তে পুনর্ব্বার তোর স্ত্রীকে লাভ ক'র্‌তে পারিস্? কিছুতেই না। এখন এস, দৈত্যরাণী! কিস্কিন্ধ্যাধিপতি বানররাজ বালীর মনোরথ পূর্ণ ক'রবে এস। (বক্ষ হইতে নামাইয়া) একি এ যে একেবারে অচৈতন্য! সুকো-মল লতিকা যে প্রখর উত্তাপে বিশুষ্কা হ'য়ে গেচে! আহা মরি

রে, তবু তার লাবণ্য কি মনোহর! সুন্দরি! বাহুপীড়নে এই দুর্বৃত্তকে শাসন কর। চন্দ্রাননি! একি, এ যে একেবারে আড়ষ্ট, সম্পূর্ণ মৃতের লক্ষণ! অ্যাঁ! তবে কি দৈত্যরাণী মৃত? সত্যই ত, শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ! প্রাণবায়ু আর নাই! হায় হায়, ক'র্‌লাম কি? উপভোগের পদার্থ মনে ক'রে স্বর্গীয় রত্নকে ধরাচ্যুত ক'র্‌লেম! অহো, ধিক কামান্ধ বানর, মনের দৌর্ব্বল্যে কামপীড়িত হ'য়ে আজ স্বর্গীয় রমণীর প্রাণ সংহার ক'র্‌লি! অহো! সুন্দরি, বুঝ্‌লাম, তুমি যথার্থ সতী! আপন সতীত্ব রক্ষার জন্য আপন জীবন আজ বিসর্জ্জন দিয়েছ! যাও সতি, যেখানে সতীত্বের সিংহাসন অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আলো ক'রে র'য়েছে, সেই অনন্যসাধারণ দেবভোগ্য স্থানে গমন ক'রে সেই সিংহাসনে উপবেশন কর গে যাও। মহাপাপী কামান্ধ বানর আমি, আমি আমার কর্ম্মের অনুতাপ আপনি ভোগ ক'র্‌তে বিষ্ঠাক্রিমিময় নরকে বাস ক'র্‌তে থাকিগে। এখন উভয় সঙ্কট! অমৃতে গরল উঠ্‌ল! বিনা কারণে মায়াবী-দৈত্যের ঘোর শত্রু হ'লেম! উপায়? কর্ম্মীর আবার উপায় কি? হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম করা চাই। তা ব'লে কর্ম্মে পশ্চাৎপদ হ'ব না। তাতে মায়াবীর যা ইচ্ছা হয় ক'রুক। আমার বাসনা পূর্ণ না হ'লেও তার বাসনা আমি অবশ্যই পূর্ণ ক'র্‌ব। ঐ না গভীর গর্জ্জন! নিশাকাল পেয়ে দৈত্য ভীষণ বল লাভ ক'রেছে। কিন্তু তা ব'লে বালী ভীত নয়। এই বালী অটল পর্ব্বত সমান দণ্ডায়মান রৈল, কারো সাধ্য থাকে, অগ্রসর হ'ক্।

মায়াবীর প্রবেশ।

মায়াবী। এই যে, এই যে সেই আমার পত্ন্যাপহারী পাপিষ্ঠ!

বালী। হাঁ মায়াবি, আমি পাপিষ্ঠ হ'লেও তোমার সতী সাধ্বী পুণ্যবতী রমণী, পাপিষ্ঠের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে স্বর্গীয় লোকে গমন ক'রেচেন! ঐ দেখ; ঐ দেখ, সেই ভুবনমোহিনী মৃত অবস্থায় এই সমস্ত বনভূমি আলোকময় ক'রে শয়ন ক'রে আছেন।

মায়াবী। উচ্ছিষ্ঠ! উচ্ছিষ্ঠ! আমি তার মুখ দর্শনও করি না! কিন্তু তোর শাস্তি হওয়া চাই। পত্ন্যাপহারীর শাস্তি হওয়া চাই।

বালী। এখনও ব'ল্‌চি, প্রতিনিবৃত্ত হ'।।এখনও তুই আমার জ্ঞানের চ'ক্ষে ক্ষমার যোগ্য! কিন্তু ভদ্রতার সীমার বাহিরে এ'লে তোর জীবন রক্ষা দুর্ঘট হ'য়ে উঠ্‌বে।

মায়াবী। কি, কি, এত দাম্ভিকতা! ওরে বন্য পশু! মায়াবী-দৈত্যের নিকট তুই এখনও বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌চিস্! আয় দুর্বৃত্ত! তোর বন্য শক্তির পরিচয় গ্রহণ করি। (সবেগে আক্রমণ)

বালী। তবে মায়াবি! বন্যপশুর পরাক্রম দেখ্। (উভয়ের ঘোর যুদ্ধ)

মায়াবী। বন্য পশুর কি অদ্ভুত শক্তি! ভাই দুন্দভি!

বালী। (যুদ্ধ করিতে করিতে) অহো দৈত্যের কি অসীম

তেজ! আত্মরক্ষা করা কঠিন হ'য়ে প'ড়্‌লো! মায়াময় দানব মায়া-প্রভাবে আমাকে ক্রমেই ক্ষীণবীর্য্য ক'রে তুল্‌চে! কি করি? ক্রমেই পাপিষ্ঠকে কিষ্কিন্ধ্যার নিকট ল'য়ে যাই। তাহ'লে অনুচর বানরগণের সহানুভূতি পাবো! ভাই রে সুগ্রীব!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বেগে দুন্দভির প্রবেশ।

দুন্দভি। দাদা আমার কম্‌নে গেল, ব'ল্‌তে পার কেউ?
ও ডাঃ—ডাঃ—ডাঃ—ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।
দাদার বৌকে নেছে হ'রে, চোরা বেটার প্রাণটা নোব,
রক্ত খাব, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।
হাঁকার দিয়ে আস্‌চি হেথা,
একি একি বৌটা আছে প'ড়ে,
এযে ঘাটের মড়া হা—হা—হা—(রোদন)
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাজাই আমি ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
ওরে ওরে সে চোরা বেটা কম্‌নে গেল,
কনকলতা বৌটা নিল, তার প্রাণটা নোব,
রক্ত খাব—ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
ঐ না একটা বিট্‌কেল পুরুষ, আস্‌চে একেঁ বেঁকে—
আরে বেটা, তুই আস্‌চিস্ কোথা থেকে?
বেটা যেন কাণা, দেখ্‌তে পায় না, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

বিধাতা পুরুষের প্রবেশ।

গীত।

কর্ম্ম-সূত্র আমি বেঁধে ঘোরাই জীবে দেখ্‌ছিস্ কি।
আমি জীবের ভাগ্যলিপি ভাগ্যের ফল দিয়ে থাকি॥

দুন্দভি। আরে আরে, বা, বা, বা, ভাগ্যই বটে রে ভাগ্যই বটে! তুই বুঝি সেই ভাগ্যলিপি? হাঁ রে, তাই বলি ভাগ্যলিপি! দাদার ভাগ্যে এমনটা কেন লিখ্‌লি! সোণার প্রতিমা বৌ, তার মত কি ছিল কেউ? তাকে নিল চোরায় হ'রে, তাতেই গেল বৌ মরে। তা না হ'লে অমন সমস্ত বয়সে ম'র্‌তে কি বৌ? ওরে ওরে ওরে, অনেকক্ষণ আমার বাজনা হয় নি, তাই বলি রে ভাগ্যলিপি, ডুম্ ডুমা ডুম্, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

বিধাতা। গীত।

আপন কাজে আপন ভাগ্য দোষী তাতে কেউ ত নয়,
সুখ দুঃখ তাইতে ঘটে, ভাব্‌লেই তা বুঝা যায়,
বাঁচা মরা আগু পেছু তাও কর্ম্মে হয়,
আমি তোমার কর্ম্ম তোমায় দিয়ে দেখাই জীবে নিজে দেখি।

দুন্দভি। তা, তা, তুমি বেশ কর, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
দাদা কোথা ব'ল্‌তে পার ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
বৌটা রৈল হেথায় প'ড়ে, দেখ্‌লে না ক' দাদা!
কোথায় গিয়ে ল'ড়্‌ছে মেতে আমি হ'য়েচি গাধা।
বৌটাকে কি করি আমি ব'ল্‌তে পার ভাই,

তাই না ক'রে দাদার কাছে ছুটে চ'লে যাই।
ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

বিধাতা পুরুষ। গীত।

সতীর ভাগ্যের লেখা, ওইতো যেতেছে দেখা,
লভিবেরে সতী-সিংহাসন,
সতী মা সতীর তরে, আসিছে কৈলাস ছেড়ে,
নিতে সতী পরম রতন,
যাও সতি! সতী কীর্ত্তি রাখি।

[প্রস্থান।

সহসা দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। কৈ মা, কৈ মা, সতি, আয় মাগো আয়,
মার্ কোল থাকিতে মা কেন গো ধূলায়?
পতিপূজা করি সতি! যে পুণ্য অর্জ্জন
ক'রেচ মা, সেই পুণ্যে পাও সিংহাসন।
অই সতী-সিংহাসন আছে তোর তরে,
দেখ্ চেয়ে চল্ মাগো প্রফুল্ল অন্তরে।

[দৈত্য রাণীকে লইয়া প্রস্থান।

দুন্দভি। বা, বা, বা, বৌটা দেখ্তে দেখ্তে কম্নে স'রে প'ড়্ল! বা, বা, বা, কে এল—কম্নে নিয়ে গেল, মোটেই কিছু দেখ্তে দিলে না! বা, বড় মজা ত! বা বড় মজাই ত হ'য়ে গেল! তবে বাজাই আমি ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

নেপথ্যে মায়াবী! ভাই রে দুন্দভি! ভাই রে!

দুন্দভি। বা, বা, ঐ না দাদা ডাকে, ও দাদা,
যাই আমি! ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।
ও দাদা, যাই আমি, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।
ঘোর যুদ্ধ লেগেচে, তাই দাদা ডাক্‌চে!
যাচ্চি যাচ্চি, রোস বেটারা প্রাণটা নোব,
রক্তখাব, রক্তখাব, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্?

[বেগে প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে মায়াবী, বালী, সুগ্রীব, ও দুন্দভির বেগে প্রবেশ।

দুন্দভি। ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্, খুব লেগে যা, খুব লেগে যা,
ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্! দাদা গো চোরা কোন্‌টা?
চোরাটার হাড় খাব, মাস্ খাব, খাব রক্ত আর,
ডুগ্‌ডুগি বানাব দাদা, শেষে চামড়ায় তার,
ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

বালী। মায়াবি এই বার আত্মরক্ষা কর্! সুগ্রীব! ভাই, তুমি পশ্চাতে এস।

মায়াবী। ভাই দুন্দভি আর পার্‌চি না।

বালী। দেখ্ রে মায়াবি দুষ্ট! বানর-বিক্রম!

সুগ্রীব। এইবার দৈত্য-অহঙ্কার হবে চুর মার্!

দুন্দভি। দাদা, আর পার্‌চি না, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

দাদা গো লুকিয়ে পালাই চল, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

মায়াবী। সেই ভাল ভাই।

দুন্দভি। দাঁড়া দুষ্ট! এসে তোদের রক্ত খাব, আর ডুগ-ডুগি বাজাব, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

[মায়াবী সহ প্রস্থান।

সুগ্রীব। আর্য্য, পলায়ন ক'রেচে দানব।

বালী। বড় ক্ষুধা পেয়েচে সুগ্রীব!

সুগ্রীব। (চারিদিক দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) কি আশ্চর্য্য আর্য্য!
এ হেন আশ্চর্য্য কভু না হেরি!
হেরি চারিদিক, ফলশূন্য হ'য়েচে বিপিন!

বালী। চল ভাই, হই অগ্রসর। (গমন)
একি রে সুগ্রীব! কি আশ্চর্য্য ভাই,
কোন বৃক্ষে কোন ফল নাই!
অহো ভাই বুঝিলাম, আজ বাদী বিধাতা নিশ্চয়
তা না হ'লে হায়!
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সম এ বৃহৎ বনে,
অন্বেষণে না মিলিছে কোন ফল?

গীত।

কি আশ্চর্য্য ভাই, বনে ফল নাই, হায় হায় রে একি বা ঘটিল।
হ'ল লক্ষ্মী লক্ষ্মীবিহীনা ভাই রে, সাগরও আজ শুকাইল॥
বনে ফল নাহি হায়, ক্ষুধাতে জীবন যায়, কি হবে উপায়,—

হেন বাদ ঘটে যদি, নিশ্চয় বিধাতা বাদী, ভাই রে—
নৈলে পার হ'য়ে দুস্তার সিন্ধু, কেন তীরে তরণী ডুবিল॥

সুগ্রীব। চ'লুন এই পথে আর্য্য!

বালী। ও পথ, এ পথ কোন্ পথ ভাই!

বিধাতাপুরুষের পুনঃ প্রবেশ।

বিধাতাপুরুষ। উভয়েই এক পথ, সংসারের পথ!

বালী। কে আপনি মহাশয়!

বিধাতাপুরুষ। পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন?

বালী। ফল পাই কোন্ পথে?

বিধাতাপুরুষ। এই সংসারের পথ ধরি যাও কর্ম্ম-জ্ঞানবীর!
পাবে পরে দুই পথ কর্ম্ম-জ্ঞান পথ নামে,
ফল তাহে দেখিবে প্রচুর।
কিন্তু এই দুই পথ যথায় মিলিত,
তথায় পাইবে এক অপূর্ব্ব সুন্দর ফল—
জীবের দুর্লভ ফল ভক্তি যার নাম!
যদি সেই ফল লভিবারে সাধ থাকে মনে,
তবে ভাই দুই জনে হও রে ধাবিত—
লভ গিয়া কর্ম্মে-জ্ঞানে সেই ভক্তি-ফলে।

[প্রস্থান।

বালী। অদ্ভুত রহস্য ভাই!
চিরোজ্জ্বল মণি যেন পলকে লুকাল,

চল ভাই, চল, দেখ—দেখ—
সেই দুই পথ অই দেখা যায়!
ভাই রে সুগ্রীব, দেখ দেখ অদ্ভুত রচনা!
দুই পার্শ্বে দুই রম্য পথ, রাজপথ সম।
সারি সারি ফলপূর্ণ বিটপীর শ্রেণী,
অনুমানি যেন অতিথির সম্বর্দ্ধনা তরে,
নত শিরে বৃক্ষরাজি আজ আছে দাঁড়াইয়া।

সুগ্রীব। (স্বগত) তাই ত কহিল কি মহাজন?
কর্ম্ম জ্ঞান-পথে আছে ভক্তি-ফল?
(প্রঃ) হাঁ আর্য্য! নিশ্চয়ই ইহা বিধাতৃ কৌশল!

বালী। ধন্য ধন্য ভগবন্! প্রণিপাত পায় তব!
সকলই পার তুমি।
অনুগত যেবা, দাও তারে সুদুস্তারে ভেলা,
মরুভূমি'পর দাও সুশীতল বারি,
ক্ষুধিত জনায় এ ত তুচ্ছ ফল দান!
এস ভাই, দুই জন যাই দুই পথে,
ক্ষুধায় হ'য়েছি ক্ষিন্ন,
প্রাণ পূরে চল ফল করিগে আহার।

[দুইপথে দুইজনের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(মানসকুণ্ড)

যক্ষগণের প্রবেশ।

যক্ষগণ। গীত।

মানসে যা জাগে, যদি অনুরাগে,
মানসে সে সাধে মানস তা পোরে।
মানসে যা চায় মানসে তা পায়,
বৃথায় মানুষে আবেশে ঘোরে॥
মানসের বারি কর যদি পান,
মানসের ক্লেশ হয় অবসান,
মরা মানুষের আসে তাহে প্রাণ,
মান সে মানসে ধ'রে॥

[প্রস্থান।

যোগচিত্ত, সুষেণ ও রাণীর প্রবেশ।

যোগচিত্ত। মহারাজ! শুনচেন—যক্ষগণের মানস-সঙ্গীত! ঐ অদূরেই পদ্মযোনি ব্রহ্মার সৃষ্ট মানসকুণ্ড। ঐ দেবদুর্ল্লভ মানসকুণ্ড সর্ব্বদাই অশরীরী যক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত! সাধনা ও ক্রিয়াশীল মনুষ্য ভিন্ন কেহ ঐ মানসকুণ্ডের পবিত্র জল পান ক'রতে পান না। এমন কি, ঐ যক্ষগণের মানস-মহিমা-সঙ্গীত শ্রবণেও অক্ষম হন। আপনি ও রাজ্ঞী নিজ নিজ পুণ্যবলে সহ-

জেই এতদূর অগ্রবর্ত্তী হ'য়েচেন, এক্ষণে আপন আপন সাধনা-প্রভাবে ঐ মানসকুণ্ডের পবিত্র বারি পান ক'রে মনোরথ পূর্ণ ক'রুন।

সুষেণ। সকলই ত জানেন প্রভো! তারার সুযোগ্য পাত্রের জন্য কত দেশে কত দূত পাঠালেম, কেউ ত মনোমত পাত্রের অনুসন্ধান ক'র্‌তে পার্‌লে না! তাই ভাব্‌চি, কনক-প্রতিমা ললিতলাবণ্যের মধুময়ী লহরী তারাকে বুঝি আমি জগতে সুখিনী ক'র্‌তে পার্‌লেম না। আমার কিসের রাজ্য-ঐশ্বর্য্য? কারে নিয়ে আমার সংসার? তারাই আমার আশ্রয়, তারাই আমার জলপিণ্ডের ভরসা, তারাই আমার জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা।

যোগচিত্ত। সবই জানি মহারাজ! সবই জানি। আপনাদের জীবন-পরিধির কেন্দ্ররূপিণী তারা!

রাণী। হাঁ—হাঁ ঠাকুর! সে তারা সুযোগ্য পাত্রে অর্পিত হ'লেই আমাদের ইহজন্মে বাসনা সকল ক্ষয় হয়! এ সংসারে আর কিছু কামনা নাই ঠাকুর!

যোগচিত্ত। মা, আপনাদের কামনা এই খানেই আজ পূর্ণ হবে। আপনারা এই মানসকুণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইজন উপবেশন ক'রে কাল প্রতীক্ষা ক'রুন, যাকে প্রথম দর্শন ক'র্‌বেন, সেই তারার সুযোগ্য স্বামী। কোন দ্বিধা বিবেচনা না ক'রে তাকেই তারা অর্পণ ক'র্‌বেন। আর ইহাও জান্‌বেন, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আপনারা আপনাদের জামাতা প্রাপ্ত হবেন। এক্ষণে চ'ল্‌লাম,

আশা করি, বাসনা পূর্ণ হ'লে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে মহারাজের দর্শন লাভে বঞ্চিত হব না।

[প্রস্থান।

সুষেণ। মহিষি! এখন মহর্ষির বাক্যানুসারে কার্য্য করি এস। তুমি মানসের উত্তর পার্শ্বে উপবেশন করগে, আর আমি দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করি। দেখি, মানস আমাদের মানস পূর্ণ করেন কিনা?

রাণী। (উপবেশন পূর্ব্বক) হে মানস! তোমার মহিমা প্রকাশ কর! যে গৌরবে তুমি ভুবনবিদিত, লোকপূজিত, মহিম-মণ্ডিত, সে গৌরব তোমার আজ অক্ষত থাক্।

সুষেণ। হে মানস! তুচ্ছ জীব ত অতি তুচ্ছ, দেবেন্দ্রাদি হ'তেও উচ্চ—এমন সিদ্ধ দেবর্ষিগণও তোমার উপাসনায় রত; তুমি মহৎ হ'তে মহত্তর, বহু হ'তেও মহত্তম! তুমি বাসনাশীল জীবনের নিষ্কামত্বের মহাপীঠ স্বরূপ। হে মানস! আমার বাসনা পূর্ণ কর।

রাণী। হে মানস! আমার প্রাণাধিকা তারার সুযোগ্য পাত্র দান কর। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

সুষেণ। হে মানস! আমার বাসনার ভিত্তিরূপিণী তারার মনোমত স্বামী প্রদান কর। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

বালীর প্রবেশ।

বালী। ভগবৎ-কৃপায় পাইনু অজস্র ফল!

পেনু বল ফলাহারে।

সুষেণ। হে মানস, হবে না কি বাসনা পূরণ ?
কুমারী তারায়—
পাব না কি সুপাত্রে বরিতে ?
একি এ—কে আসে ?
ভুবনমোহন রূপ, কন্দর্প স্বরূপ—
অঙ্গে হেরি ভূপ-চিহ্ন সব
আজানুলম্বিত বাহু—আকর্ণ বিস্তারি চক্ষু,
তিলফুল জিনি নাশা ! যদিও নীরব ভাষা,
তবু যেন নায়কের প্রবেশ দর্শনে—
বিমুগ্ধ দর্শকগণে ! এই কি মানস !
প্রদানিলে মোরে তারার সুযোগ্য বর ?
হে মানস, তাই যেন হয়, তাই যেন হয়,
এই যোগ্য পাত্রে প্রদানি তারায়—
ধরায় সুখ্যাতি লভি—
করিবারে পারি যেন তারায় সুখিনী।
কে তুমি যুবক !
যে হও সে হও, পাল অনুরোধ—
অলোকসামান্যা বামা তনয়া আমার—
তারা নামে ভুবনমোহিনী,
রূপে বালা বিদ্যুৎবরণী—
পাণি তার বীর করিয়ে গ্রহণ,
সম্পূরণ কর আশা সুষেণ রাজার !

বালী। মহারাজ! আপত্তি কি তাহে?

সুষেণ। বাছা, একমাত্র কন্যা মোর তারা!
তবে চল বাছা, চল ঐ পথে, রাজ্ঞী আছে—
জামাতৃ মানসে, কহি গিয়ে চল তারে শুভ সমাচার!
কর বাছা মানসের বারি পান!

(বালীর মানসবারি পান)

রাণী। দিবা অবসান প্রায়—
অস্তাচলে যায় দিনমণি
হে মানস! কোথা পূরে অধিনীর আশা?

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। দৈব অতি সুপ্রসন্ন আজি,
তরুরাজি ফলশূন্য থাকি—
দিল ফল দৈবের আগ্রহে!

রাণী। মরি মরি কে আসে ও সুন্দর যুবক।
নরলোকে অমর পুরুষ!
হে মানস! এই কি আমার—
তারার সুযোগ্য বর?
আহা! হেন ভাগ্য ক'রেচে কি তারা?
এ ত নয় সাধারণ নর, কিম্বা গন্ধর্ব্ব নিশ্চয়,
মহাশয়, কর মোর মানস পূরণ,

তারা কন্যা করিয়ে গ্রহণ!
কন্যা মোর রূপে বিশ্ববিজয়িনী—
লক্ষ্মীস্বরূপিণী—

গীত।

লক্ষ্মীরূপা নন্দিনী আমার গুণে সরস্বতী।
অনুপমা সুষমা হেরি লজ্জা পান মা অরুন্ধতি।
সুশীলা সরলা বালা, জানে না অশান্তিজ্বালা,
দিয়ে তারে ফুলমালা, ধরায় লভ সুখ্যাতি।
যোগ্য বরে দিতে তারে, এসেছি মানস ক'রে,
সাধিতে মানস তাঁরে, পূরাও মানস সুমতি।

সুগ্রীব। নাহি মাগো, বাধা তায়।
সুশীলা সরলা বালা দুর্ল্লভ মা এ ধরায়

সুষেণ। (বালী সহ স্ব গমন পূর্ব্বক)
হের রাণি! তারার সুযোগ্য বর!

রাণী। মহারাজ! আমিও তারার যোগ্য বর
পাইয়াছি মানস সমীপে!
হের মহারাজ! কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি!

সুগ্রীব। একি আর্য্য! আপনি এখানে?

বালী। ভাই! ভাই! তুমিও এখানে?

সুষেণ। অদ্ভুত রহস্য!
আপনারা দুই সহোদর?
হে ঈশ্বর! একি হ'ল,

উঠিল যে অমৃতে গরল!
এক কন্যা দুই বরে অর্পিব কেমনে?
হায়! হায়! এ ভুবনে রটিল অখ্যাতি!
হিতে হ'ল ঘোর বিপরীত!
হে মানস! কহ দেব!
কোন্ পাপে হেন শাস্তি হ'ল অভাগার!
কোন্ পাপে এ সংসারে তারা অভাগিনী!

সহসা মানস মূর্ত্তির আবির্ভাব।

মানসমূর্ত্তি। হে রাজন্! তুচ্ছ চিন্তা পরিহর,
নহ তুমি অজ্ঞান বালক,
রাজ্যের পালক হও,
ভাবি দেখ সৃষ্টির রচনা,
জন্ম মৃত্যু বিবাহ ঘটনা,
মানবের বুদ্ধি অগোচর।
তবে কেন হে রাজন্!
অকারণ তারার বিবাহে ভাব?
পূর্ব্বজন্মকৃত তারার সাধনা.
সে কর্ম্ম বাসনা ইহকালে হবে ভোগ তার।
তাহে অধিকার কিবা আছে ভাবনার!
যাও মহারাজ!
যোগচিত্ত মুনির আশ্রমে;

তব গুরু সন্নিধানে,—
সংশয় করিবে ভেদ গুরু।

সুষেণ। কে আপনি মহাত্মন্!
অন্তর্য্যামী হবেন নিশ্চয়!
দেহ সত্য পরিচয়,
সংশয় করহ দূর!

মানসমূর্ত্তি। মহারাজ! পদ্মযোনি ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট—
আমিই মানস কুণ্ড!
যার তীরে আপনি অতিথি।
বহু পুণ্যে হে রাজন্!
পাইলে দর্শন মোর।
যাও এবে সবে নীরব ভাষায়,
যাহার যে আশা, মানস তা করিল পূরণ।

[মানস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মানসমূর্ত্তি। জটিল সমস্যা বটে!
আমার নিকটে কেন এ মানস করে?
এক তনয়ার দুই বর,
পিতা চায় এক বরে,
মাতা চায় আর বরে,
কি করিব আমি?
সাধ্য কার বিধাতার গতি রোধে?

বুঝিলাম, কিন্তু সরলা মানসী—
মানস-তনয়া মোর ঘটাইবে আজি অনর্থ এখন!
ঐ বুঝি আসে পাগলিনী!

মানসীর প্রবেশ।

মানসী। পিতা! প্রণমি শ্রীপদে! (প্রণাম)
দূর হ'তে সব কথা শুনিয়াছি আমি।
ভেবেছিনু ছাই, দূর হ'য়ে যাই,
পুনঃ এনু দুই চারি কথা কহিবারে!
কেন পিতা, ঘটাইব অনর্থ এখন?
কেন পিতা, পাগলিনী আমি?

মানসমূর্ত্তি। ও অভিমানিনি, অভিমান কর্ ত্যাগ!
জানিস্ ত মাগো—কি ঘটনা ঘটিল সহসা,
এল' রাজা সুষেণ সুমতি রাণীসহ,
আমার পবিত্র তীরে—
শিবভক্তা তারার সুযোগ্য পাত্র হেতু।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে দিনু বর—
তারার হইবে বর তুই,
সতী তুই ভাব মাগো, তারার দুর্দ্দশা!
তাই ভাবি মনে, তোরে মোর হইল স্মরণ।
অমনি গো বাহিরিল মুখ হ'তে—
সরলা মানসী কি করে এখন মোরে!

মানসী। পিতঃ! পাপে ভয়, —
এই কথা সর্ব্বলোকে কয়,
সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখিবে আপনি, "পাপ-ফণি"
অর্জ্জি তুমি সেই পাপ, পাও মনস্তাপ
বৃথা মোরে কর অনুযোগ!

মানসমূর্ত্তি। না মানসি! আমি কেন বৃথায় দোষিব?
কর্ম্মের পীড়নে লভে রাজা রাণী তনয়ার দুই স্বামী।

মানসী। তবে পিতা, এক নারী দুই পতি তার,
কোথা কার হ'য়েছে এমন?
সনাতন হিন্দুধর্ম্মে কে শুনেছে কোথা?
জেনে শুনে নারী প্রাণে কেন দাগা দিলে অকারণ?
কেন তারে ফেলিলে নরক-কূপে?
হায় হায় তারা—
অবলা সরলা নারীকুলে হবে কলঙ্কিনী?
একি শুনি—এক পতিচিন্তা নারীর ধরম,
এক পতিপদে রতি—নারীর করম,
এ নিয়ম পালিবে কেমনে নারী—
দুই পতি যার?
হায় হায়, ন্যায়ধর্ম্ম গেল অধঃপাতে!
সতী-চরিত্রেতে পড়িল কলঙ্ককালি!
কে আর করিবে সতীনামে পূজা?
সতী নাম উঠিল ভারত হ'তে!

সতী গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়ে গেল!
অহো পিতা! বুকে ব্যথা দারুণ বাজিল!
স্থির আর রহিবারে নারি—
শূন্যময়ী হেরি বিশ্বপুরী.
কোথা যাই, কাহারে সুধাই,
কে আমারে দিবে সদুত্তর?
কেমনে সতীর হবে দুই বর,
কিসে রবে সতীর মহিমা—
কিসে রবে সতীর গরিমা?
ওঠ সতি! জেগে ওঠ সব,
কর বিশ্বজুড়ে কর এই রব,
সতী আজ ডুবে নরকের জলে,
সাধ্য যদি থাকে নে গো তুলে কোলে!
দে গো দে গো তারে প্রবোধ সান্ত্বনা,
আর গো সহিতে পারি না যাতনা,
পিতা—পিতা—যাই, যাই,
মানসীর দেহে আর প্রাণ নাই,
যাই একবার কোথা অভাগিনী,
কোন্ পূজা করে দিবস যামিনী,
যাই পিতা, দেখে আসি একবার তারে।

[বেগে প্রস্থান।

মানসমূর্ত্তি। আহা! সরলা মানসী, হ'ল বুঝি পাগলিনী!
কি করিব অবোধিনি!
বিধাতার বিধি নহে খণ্ডিবার!

[অন্তর্দ্ধান।

বিধাত্রাপুরুষ ও অনুচরগণের প্রবেশ।

গীত।

আমরা ভগার চেলা, আমরা ভগার চেলা।
পোকা মাকড় থেকে আমরা রাজার সঙ্গে করি খেলা॥
তোমরা তারার তরে মিছে কেন ক'র্‌ছ ঘিন্ ঘিন্,
তার আশা ভরসা সকল ফরসা হ'য়ে গেছে ষেটে্‌রা পুজোর দিন.
হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,
দেখ না কি পুরুত ঠাকুর দিয়ে দোয়াত কলম তালপাতা
বলে—ভাগ্যপুরুষ লিখ্‌বে আজি ছেলের ভাগ্যে যা হবে তা,
সেই দিন ত সব করেছি—হাঃ হা: হাঃ—
তারার ভাগ্যে লেখা দুইটা পতি কপাল চিরে দেখ,
হিজি বিজি মোদের লেখা—দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে ত—
হিজি বিজি লেখা হাঃ হাঃ হাঃ—
সে মুছ্‌লে ধুলেও উঠ্‌বে না ক' এমনি লেখার ঠেলা,
আমাদের এমনি কলম ঠেলা—হাঃ হাঃ হাঃ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(যোগচিত্তাশ্রম)

যোগচিত্ত, সুষেণ, রাণী, বালী ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

যোগচিত্ত। মহারাজ! আপনি ও রাজ্ঞী উভয়েই যখন বাক্‌দান ক'রেচেন, তখন তারাকে উভয় পাত্রেই সমর্পণ ক'র্‌তে হবে!

(নেপথ্যে)—ছদ্মবেশী মানসী। বলি এ শাস্ত্রের বিধানদাতা কে হে! তিনি যোগী না ভোগী?

যোগচিত্ত। একি—আমার আশ্রমে আমার বাক্যের প্রতিবাদ করে কে?

(নেপথ্যে)—ছদ্মবেশী মানসী। যেই হ'ক্ না কেন, অশাস্ত্রীয় বাক্যে সকলেরই প্রতিবাদ ক'র্‌বার ক্ষমতা আছে।

যোগচিত্ত। সাবধানে কথা কও! আমার বাক্য অশাস্ত্রীয়?

(নেপথ্যে)—ছদ্মবেশী মানসী। নয়? কোন্ শাস্ত্রে এক রমণীর দুই পতির বিধান আছে মহাপুরুষ!

যোগচিত্ত। তুমি যেই হও, ক্রুদ্ধ হ'ও না, আমার সম্মুখে এসে প্রতিবাদ কর, তা হ'লেই আমি সন্তুষ্ট হ'ব।

ছদ্মবেশী মানসী। (সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক) কারও সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে আমার নিজের

সুবিধার জন্যই আমি সম্মুখে যাচ্ছি, এই এলাম। এখন বল, কোন্ শাস্ত্রে এক নারীর দুই পতির বিধান আছে?

যোগচিত্ত। তাহ'লে তুমিই অগ্রে বল, কোন্ শাস্ত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মহাপাপ নাই—বলে? কোন্ শাস্ত্রে বাক্‌দত্তা কন্যা ভিন্ন-পাত্রে অর্পিত হ'তে পারে ব'লেছে?

ছদ্মবেশী মানসী। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ! তর্কের প্রয়োজন কি? শুন্‌তে চাই, তোমার মুখেই শুন্‌তে চাই, বল, তাহ'লে বল, সতীর পত্যন্তর গ্রহণে সতীত্ব নষ্ট হবে না?

যোগচিত্ত। কেন তুমি জান না, সততাই সতীর লক্ষণ!

ছদ্মবেশী মানসী। পত্যন্তর গ্রহণে কিরূপে সততা রক্ষা হবে ব্রাহ্মণ?

যোগচিত্ত। কামেন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য যে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করে, সে নারীর সতীত্ব রক্ষা না হ'তে পারে, কিন্তু যে রমণী পিতৃ-মাতৃ-সত্যের অনুরোধে আপনার মহৎ ব্রত ভঙ্গ ক'রে জগতে পিতৃ-মাতৃভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন ক'র্‌তে অগ্রবর্ত্তিনি হয়, সেই সচ্চরিত্রা সুশীলা নারীর সতীত্ব কখনই নষ্ট হ'তে পারে না। বরং সে রমণী সমগ্র রমণী জগতের অগ্রণী। সে বানরী, রাক্ষসী, পিশাচী, মানবী হ'লেও প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গরাজ্যের মহাদেবী। এই ত গেল প্রথম কথা। তারপর শোন, আগন্তুক অতিথি—তারপর শোন, শাস্ত্রেই দেখ্‌তে পাবে, সতী কুন্তী পতির আদেশে পত্যন্তর গ্রহণ ক'রে সন্তানোৎপাদন করিয়েছিলেন, তাতে সতীর সতীত্ব গেল না কেন? পতির আজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌বার

জন্য। তেমনি কুমারী কন্যা পিতা মাতার অনুগতা, পিতা মাতার আজ্ঞায় তারা যদি কর্ত্তব্যবোধে এ বিষয়ে সহজে সম্মতি দান করে, তাহ'লে তার ন্যায় জগতে আর দ্বিতীয় সতী কে? মতিমন্! শুধু পতিপদ চিন্তা ক'র্‌লেই সতী হওয়া যায় না; সতীর বহুবিধ লক্ষণ আছে।

ছদ্মবেশী মানসী। ভাল, ভাল, আরও শুন্‌তে চাই ব্রাহ্মণ, আরও শুন্‌তে চাই; তাহ'লে কন্যার বৈধব্য-যন্ত্রণার ভয়ে পিতা মাতা ত কন্যার প্রতি বহু পতিরও আদেশ দিতে পারেন।

যোগচিত্ত। ওঃ—এতক্ষণ তুমি ধরা পড় নাই, এবার তুমি ধরা প'ড়েছ। তুমি মানস কুণ্ডের—মানসকন্যা মানসী! মাগো! অপরাধ মার্জ্জনা কর্, সতী তুই, সেই জন্য মা, তোর প্রাণে আজ বড় আঘাত লেগেচে, তাই এসেচিস্। কিন্তু মা, এতে সতীর মাহাত্ম্য যাবে না। এইরূপ পত্যন্তরগ্রহণ কেবল তারার জন্য। তারার পিতা মাতা অজ্ঞানকৃত বাক্যের সততা রক্ষার জন্য দায়ী। সকলই ত জানিস্ জননি! এ স্থলে সর্ব্বগুণশালিনী তারা পিতা-মাতার সত্য রক্ষা ক'র্‌তে না পার্‌লে সুশীলা তারার বিমল চরিত্রেই কলঙ্ক প'ড়বে। প্রাতঃস্মরণীয়া সতী ব'লে জগতে সে আর অমূল্য আখ্যা গ্রহণে অধিকারিণী হ'তে পার্‌বে না! তাই বোধ হয়, এরূপ বিধান, বিধাতার ইচ্ছা।

মানসী। বিধিদাতা মহর্ষে, সর্ব্বান্তর্য্যামী হ'য়েও বিধির ইচ্ছা ব'লে অবোধিনীকে বুঝাচ্চ? যদি বিধি-ইচ্ছা হয়, তাহ'লে প্রভু, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্! আর যদি সত্যের অনুরোধে বিধি-

দাতা মহর্ষি, তোমার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে সে ইচ্ছাও পূর্ণ হ'ক। তবে অনুরোধ—আশীর্ব্বাদ কর, অবলা সরলা তারার মনের গতি উচ্চ হ'ক! সে দুই পতিকে যেন এক পতি জ্ঞান ক'রে এক পতি-পদ ধ্যানে তার নারীজীবনের সদ্গতি লাভ করে।

যোগচিত্ত। তাই হবে মা, তাই হবে। মানসি! তুই যে মানস রাজ্যে মহিমময়ী মহারাণী, তার আবার অভাব কি গো? যাও মা, যাও, বেদময়ী ভক্তিরূপিণী তারার সহযোগিনী হও গে যাও। তার পর সেই ভক্তিতে প্রথমতঃ কর্ম্মরূপী বালী, পরে জ্ঞানরূপী সুগ্রীব মিলিত হ'লেই তারার ভক্তি-পথের সকল আবিলতাই দূর হ'য়ে যাবে।

মানসী। তাই হ'ক, তাই হ'ক মহর্ষি! সেই আবিলতা দূর ক'র্‌বার জন্যই আমি তারার মানসক্ষেত্রে মূর্ত্তিমতী হ'তে চ'ল্লেম। এখন আপনার বিধি যা হয়, তাই করুন, আমি আসি।

[প্রস্থান।

রাণী। প্রভু! প্রতিভাময়ী রমণীটী কে?

যোগচিত্ত। মাগো, মানসী, মানসী! একদিন ত ব'লেছি, মা, এ কল্পনাময় জগৎ, জীব কল্পনা-সমুদ্রে ভাস্‌ছে! এ রমণীও সেই কল্পনারূপিণী মানসী।

সুষেণ। প্রভো! আমরা এই সতী সুন্দরীর তেজঃপ্রভায় একেবারে বিভোর হ'য়ে গেছি। যাই হোক্, এক্ষণে প্রাণাধিকা তারার বিবাহের বিধি প্রদান ক'রে আমাদের পাপভয়কম্পিত চিত্তকে সুস্থির করুন।

যোগচিত্ত। মহারাজ! অগ্রে বালীর সহিত তারার বিবাহ হোক্, বালীই তারার সতীধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌বেন। পরে বালীর অবর্ত্তমানে সুগ্রীব শ্রীমতীর সতীধর্ম্ম রক্ষায় নিযুক্ত থাক্‌বেন। কিন্তু তারা বালী ও সুগ্রীবকে দ্বিরূপ চিন্তা ক'র্‌তে পার্‌বেন না। তা হ'লেই আপনারা আপনাদের সত্য রক্ষা ক'রে জগতে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় ক'র্‌বেন এবং তারাও জগতে অদ্বিতীয়া প্রাতঃস্মরণীয়া সতী ব'লে ঘোষিত হবে। ঐ দেখ বৎস! আমার সাধ্বী পত্নী যোগেশ্বরী তারাকে পাত্রস্থ ক'র্‌বার জন্য আয়তি ঋষিকন্যাগণকে ল'য়ে এই স্থানেই উপস্থিত হ'চ্চেন। এই গোধূলি লগ্নেই তারার শুভ বিবাহ হবে। এস সাধ্বি! আমিও পাত্র ল'য়ে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চি।

যোগেশ্বরী, তারা ও আয়তি ঋষিকন্যাগণের প্রবেশ।

যোগেশ্বরী। প্রভো! মহারাজ আর মহারাজ্ঞী মানস গমনের সময় তারায় রক্ষা ক'র্‌বার জন্য আমায় প্রদান ক'রে গিয়েছিলেন, আমি সেই জন্য দেবী-প্রতিমা ঋষিকন্যাগণের নিকট তারায় রক্ষা ক'রেছিলাম। পরে যখন শুন্‌লাম, মহারাজ সুপাত্র লাভ ক'রে আপনার পদ বন্দনার জন্য আশ্রমে সমাগত হ'য়েছেন, তখন মনে ক'র্‌লাম, শ্রীমতী তারার শুভবিবাহ এই আশ্রমে সমাহিত হ'লেই আমাদের আহ্লাদের কারণ হয় এবং তারার রক্ষয়িত্রী ঋষিকন্যাগণেরও অভিপ্রায় তাই। সেই জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আপনার বা মহারাজের কোন অনুমতি না ল'য়ে তারায়

পাত্রস্থ ক'রতে এসেচি। এতে যদি কোন অপরাধ হয়, তাহ'লে প্রভু! অবোধিনী নারীজ্ঞানে ক্ষমা ক'র্‌বেন। মহারাজ! মা মহারাজ্ঞি, তারা আপনাদের কন্যা, আমরা কেবল তারার কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী। সুতরাং—

সুষেণ। মা, আমাদিগকে লজ্জা দেন কেন, আমাদের বহুপুণ্য যে সাবিত্রীরূপিণী মহাদেবী আজ আমার তারাকে পাত্রস্থ ক'র্‌বেন। আজ জীবন ধন্য মা! আজ জীবন সার্থক মা! মা, এখনি আপনার বাসনা পূর্ণ করুন।

রাণী। জননি! তারার বিবাহতত্ত্বের কথা অবগত আছেন কি?

যোগেশ্বরী। কতক জানি বৈ কি মা! এই কর্ম্মরূপী মহা-পুরুষ বালীই আমাদের তারার প্রথম স্বামী। এস কর্ম্মবীর! ভক্তি-রূপিণী তারার পাণিগ্রহণ কর। (বালী ও তারার কর সংলগ্ন করণ ও মস্তকে ধান্য-দূর্ব্বা প্রদান পূর্ব্বক) দীর্ঘ জীবন লাভ কর, তারার সতীধর্ম্ম রক্ষা কর। আর জ্ঞানরূপী সুগ্রীব! থাক, কিছুদিন এই ভাবে থাক। ভক্তিরূপিণী তারা অজ্ঞানা, কিছুদিন কর্ম্মসংযোগে কর্ম্মশালিনী হোক, পরে তুমিই তারার শেষ গতি! আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ ক'রে চির অমর হও।

আয়তি ঋষিকন্যাগণ। গীত।

দে দে ফুলমালা, রে অবোধ বালা, জীবন মরণে বরণ ক'রে নে গুণের পতি।
এ রতনে, মানস-আসনে, বসায়ে যতনে পূজা কর্ গো সতি॥

দিবস যামিনী ধেয়ান কর গো পতির রাজীব পায়, সুখ দুখ তোর কিছু নাহি
আর সকলি বিকায়ে তায়,কলের পুতলী হইয়ে চল্ গো সে যে পথে লইয়ে যায়,
তবে ত জীবনে দেখিবি আলোক, পাইবি পুলক-জ্যোতি ॥
নতমুখী হ'স পতির চরণে আদেশ তারে করিস্ না,
হ'সরে পতির শ্রান্তিনাশিনী শান্তিদায়িনী বাসনা,
নাই তোর আর পূজা জপ তপ নাই কোন সাধনা,
শ্রীপতিচরণ সর্ব্বস্ব নারীর পতিই নারীর পরম গতি ॥

যোগচিত্ত। তারা, আমি তোরে আর কি আশীর্ব্বাদ ক'র্ব মা, যা ধ্যান-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি, তা আমার আশীর্ব্বাদেরও সীমা অতিক্রম ক'র্‌ছে। তবু আশীর্ব্বাদ করি, তুই মা তারা, রমণী জগতে অতুলনীয়া হ', আর তোর নামে যেন রজনী সুপ্রভাতা হয়। মহারাজ, এক্ষণে বরকন্যা ল'য়ে অদ্য আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করুন, পরে কল্য প্রভাতে স্বরাজ্যাভিমুখে গমন ক'র্‌বেন।

সুমেণ। যে আজ্ঞা মহর্ষে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কৈলাস)

অদূরে জয়া ও বিজয়ার ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি।

শিব ও দুর্গার প্রবেশ।

শিব। আজ এত ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি কেন দুর্গে!

দুর্গা। মর্ত্ত্যে আজ এক নূতন সতী নূতন ব্রত আরম্ভ কর লেন, সেই জন্য।

শিব। সে নূতন সতীর নাম কি পার্ব্বতি।

দুর্গা। সুষেণরাজ কন্যা তারা।

শিব। তার আবার নূতন ভাবের নূতন ব্রত কি ভবানি!

দুর্গা। কর্ম্ম বিধানে সে সতীর দুইপতি হ'য়েছে।

শিব। সে আবার বানর জাতির নূতন কি মহিষি!

দুর্গা। কেন প্রভো! বানররমণী কি সতী হয় না?

শিব। না, না, তা ত ব'ল্‌ছি না শিবানি, জাতি ও বর্ণা-নুসারে ধর্ম্মের রূপ ভেদ হয়। সুতরাং সেই অনুসারে বানর-রমণীর দুই পতিরও ব্যবস্থা আছে, তাতে তাদের সতীত্বের অঙ্গ হানি হয় না।

দুর্গা। তা হয় ত অন্য বানরীর পক্ষে হ'তে পারে, কিন্তু তারার ন্যায় সচ্চরিত্রা দিব্যজ্ঞানবিশিষ্টা বানরীর পক্ষে তা হ'তে পারে না।

শিব। দুর্গে! এবে তুমি ভুল ব'ল্‌ছ, তারা যতই কেন সচ্চরিত্রা, সুশীলা, পুণ্যবতী হোক্ না, তথাপি সে পূর্ব্বজনীন্ কর্ম্মে বানরকুলে উদ্ভূতা হ'য়েছে, সুতরাং তাকে বানরের জাতি-বর্ণানুসারে সমুদায় কার্য্যই সম্পূরণ ক'র্‌তে হবে, সেই তার ধর্ম্ম। তার অন্যথাচরণ ক'র্‌লে বরং তার প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করা হবে না। তখন সতি, সে সতীর আবার নূতন ব্রত কি?

দুর্গা। সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ যোগবিদ্ মহাজ্ঞানি! আপনার আবার অবিদিত কি ব'লুন? কেন প্রভো! আপনি কি উত্তমা নারী তারার সচ্চরিত্রতার কথা জানেন না? সে বানরী হ'লেও তার চরিত্র যে দেবী-চরিত্রের আদর্শ! সুতরাং তার পক্ষে দ্বিপতি ভজনা করা কি প্রকারে হয় প্রভো!

শিব। দুর্গে! তোমায় আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, জাতি বর্ণা-নুসারে ধর্ম্ম। উচ্চ বর্ণের ধর্ম্মের সহিত নিকৃষ্ট বর্ণের তুলনা হ'তে পারে না। উৎকৃষ্ট জীবের সহিত নিকৃষ্ট জীবের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ

পার্থক্য আছে, একাসনে সকল জাতি-ধর্ম্মের স্থান দেওয়া উচিত নয়, সেই জন্যই ভগবান প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে ব'লেছিলেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরো ধর্ম্ম ভয়াবহ"। তখন পার্ব্বতি, তারা অশেষ গুণশালিনী জ্ঞানবতী হ'য়ে আপন জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌বেন কেন? আমার বিশ্বাস, তারা আপন জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে জগতে যশস্বিনী হবারই প্রয়াস পেয়েছেন। আর হয় ত ভবিষ্যলোকচক্ষের নিকট কলঙ্কের কালি দূর ক'র্‌বার জন্যই দুই পতিকে এক পতির রূপ চিন্তা ক'র্‌ছেন। আর বিধিদাতা মহাপ্রভুও তারাকে জগতে আদর্শ সতী ক'র্‌বার জন্য পিতামাতার সত্য রক্ষা দ্বারা তারার সাধনাপ্রসূত অক্ষয় গৌরব অক্ষত্ত রাখ্‌লেন।

দুর্গা। সূক্ষ্মদর্শিন্! আমরা সামান্যা জড় মূর্খা রমণী, তখন এ রহস্যতত্ত্ব কেমন ক'রে বুঝ্‌ব প্রভো! তবে দ্বিপতির এক-রূপ ধ্যান, বড়ই কঠিন সমস্যা, বড়ই জটিল নাথ! আর তারার ন্যায় সচ্চরিত্রা রমণী তাহা প্রতিপালনে সমর্থা হবে, এই কারণে আজ ভগবতীর আনন্দ। তজ্জন্যই ঐ শুনুন্ প্রভু! চারিদিকেই সতীকুল আনন্দে শঙ্খধ্বনি ক'র্‌ছে।

(জয়া ও বিজয়ার পুনঃ শঙ্খধ্বনি)

শিব। সত্যই সতি! তারা সতীরূপিণী সাক্ষাৎ ভক্তি।

দুর্গা। তাহ'লে প্রভু! বানরেন্দ্র বালী কে?

শিব। বালী সাক্ষাৎ কর্ম্ম।

দুর্গা। সুগ্রীব কে?

শিব। সুগ্রীব জ্ঞানরূপী। সেই জন্যই পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের সহিত তাঁর মিত্রতা হবে। সেই জন্যই মহাতেজঃশালী সূর্য্য-অংশে সুগ্রীবের জন্ম।

দুর্গা। বালীই যদি কর্ম্ম হ'ন, তাহ'লে বালী অত ঘোর অত্যাচারী কেন?

শিব। কর্ম্মের প্রকৃতিই এই। কর্ম্ম সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম ভেদে দ্বিবিধ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে জড়িত, কর্ম্ম যখন অজ্ঞানে জড়িত তখন ঘোর অত্যাচারী, আবার যখন জ্ঞানে মিলিত, তখন সুশান্ত, সুশীল।

দুর্গা। এখন কর্ম্মরূপী বালীতে জ্ঞানরূপী সুগ্রীব ত মিলিত, তখন বালী মায়াবী-দৈত্যপত্নী হরণ ক'র্‌লে কেন?

শিব। সে জ্ঞানরূপী সুগ্রীবের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে মায়াবীতে আসক্ত হ'য়েছিল ব'লে।

দুর্গা। ভক্তিরূপিণী তারা কুকর্ম্মরত বালীকে পতীত্বে বরণ ক'র্‌লেন কেন?

শিব। জ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্মেই ভক্তি ভজনা করেন। জ্ঞান-রূপী সুগ্রীব সংযোগে কর্ম্মরূপী বালী ভক্তিরূপিণী তারার পতি হ'লেন।

দুর্গা। আবার জ্ঞানরূপী সুগ্রীবকে ভজনা ক'র্‌বেন ত?

শিব। জ্ঞান সংযুক্ত কর্ম্মগত হ'লেই মাত্র জ্ঞানে ভক্তি অবস্থান করেন। তেমনি কর্ম্মরূপী বালী অবর্ত্তমান থাক্‌লেই ভক্তিরূপিণী তারা জ্ঞানরূপী সুগ্রীবকে আশ্রয় ক'র্‌বেন, কেমন পার্ব্বতি! এই বন্ধনে আবদ্ধ ক'রেই বেদদক্ষ মহর্ষি যোগচিত্ত

তারার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন ক'রলেন কিনা বল দেখি? আমার কথায় এ সকলেরই ত মিলন হ'চ্চে দুর্গে!

দুর্গা। সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! এ যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব!

শিব। আধ্যাত্মিকাময়ি! এ আধ্যাত্মিকতা শুনেই যে বিস্মিত হ'চ্চ! তুমি কে শিবানি! শিবময়ি, শুভঙ্করি, ভক্তিরূপা আদ্যাশক্তি! তুমি কে দুর্গে! দুর্গতিনাশিনি—সুখমোক্ষবিধায়িনি—যোগমায়ে—যোগেশ্বরি! তুমি কে জগজ্জননি? কোন্ মায়ায় আজ কৈলাস-রঙ্গমঞ্চ পবিত্র ক'র্চ? কোন খেলায় আজ মূর্খ ভোলায় পাগল ক'রে নিয়ে বেড়াচ্চ? সর্ব্বান্তর্য্যামিনি! না জান কি? সব জেনে শুনে যে আপন মায়ায় আপনি ভুলে যাও। এরও যে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব অতি অদ্ভুত, অতি বিচিত্র!

গীত।

সব বিচিত্র তোমায় শিবে, শিবের চিত্ত না পায় ভেবে।
ভবের চিত্র মায়ার ক্ষেত্র তায় তুমি যে কেন্দ্রভাবে॥
যন্ত্ররূপা তুমি যন্ত্রিণী, মন্ত্রময়ী তুমি মন্ত্রিণী,
তন্ত্রে কুলকুণ্ডলিনী ভ্রান্ত জনে কি বুঝ্‌বে তবে॥
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মরূপা, চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা,
যে বুঝে তায় তোমার কৃপা, হয় কৃতার্থ সেই গো ভবে॥

দুর্গা। প্রভু! তাও যে আপনাদের ইচ্ছা!

শিব। আপনাদের মধ্যে প্রভুর ইচ্ছাও তাই বটে, কিন্তু ইচ্ছাময়ি, তারও ত তুমি মূলশক্তি। সে শক্তি-হারা হ'য়েই ত প্রভু আজ বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্চেন।

শিবময়ি! তোমার মূলশক্তিই যদি না হবে, তাহ'লে প্রভু আমার রাজপুত্র হ'য়ে রাজা হ'তে যান; এমন সময় তাঁর কেন বনবাস! আহা শঙ্করি! প্রভু আমার বনবাস যন্ত্রণা কিরূপ ভোগ ক'র্‌চেন দেখ!

দুর্গা। কি ব'ল্‌লে, কি ব'ল্‌লে শঙ্কর! আমি আপনার প্রভুকে বনবাস দিয়েছি? না তিনি স্বয়ং ভূভারহরণকারণ আপন ইচ্ছায় লক্ষ্মী সঙ্গে নরদেহে জন্মগ্রহণ ক'র্‌লেন! তারও মন্ত্রণাদাতা আপনারা? আপনি আর পিতামহ ব্রহ্মা আর সমগ্র দেবতা একত্র হ'য়ে এই না পরামর্শ স্থির ক'রেছিলেন? কেন প্রভু, স্মরণ নাই কি, যখন দেবতাগণ দুর্দ্দান্ত রাবণের ঘোর অত্যাচারে প্রপীড়িত হ'য়ে রোদন-স্বরে বৈকুণ্ঠের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত প্রকম্পিত ক'রেছিল, যখন আপনার প্রভু নারায়ণ সেই আর্ত্তনাদে অমরকুলকে "নভেতব্যং" বলে অভয় প্রদান ক'রেছিলেন, তার পরেই যখন স্বর্গসভায় দেববৃন্দের বিরাট সমাবেশ হ'ল, তখন কি আমি তাঁকে কোনরূপে উত্তেজিত ক'রেছিলাম? না আমিই তার নিয়ন্ত্রী হ'য়েছিলাম? বরং আমি তার ঘোর বাদিনী ছিলাম, আমার প্রিয়ভক্ত রাবণ তার ধ্বংস ক্রিয়ার মন্ত্রণার জন্য আমি তাতে কিছুতেই সুখী ছিলাম না।

শিব। তাহ'লেই হ'ল, তোমার ভক্ত রাবণ হ'তেই ত প্রভুর আমার নরদেহ স্বীকার?

দুর্গা। কেন প্রভো! রাবণ কি আমার একারই ভক্ত? আশুতোষ! আপনার বরেই ত রাবণ জগতে অদ্বিতীয় ও দুর্দ্ধর্ষ।

শিব। তারও মূল ত তুমি? তুমি না হ'লে ত আর কিছু-রই কারণ হয় না? পার্ব্বতি! সকলই বুঝি, কিন্তু বুঝে কোন কাজ ক'র্‌তে পারি না! তা না হ'লে আস্থে! একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ কি! ঐ দেখ! ঐ নয়—সেই পঞ্চবটী! ষড়ৈশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠশায়ী প্রভু আমার হীন রাজভূষণে অশ্রুময় দরিদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে চীরবল্কল পরিধান ক'রে আছেন। দেখ শিবে! বিরাটরূপী অনন্ত পুরুষ লক্ষ্মণের অবস্থা! সুধন্বী দিবারাত্রি বিনিদ্র চ'ক্ষে পঞ্চবটীর ভীষণ হিংস্রজন্তুর ভয় ত্রাণের জন্য কি ভাবে কি উদ্‌ভ্রান্ত পক্ষীর ন্যায় কুটিরদ্বারে দণ্ডায়মান! দেখ্‌ছ কি কল্যাণি! স্বর্ণজড়িত বহ্নিশিখারূপিণী স্বয়ং লক্ষ্মী অযোনিজা জনকনন্দিনী সীতার মূর্ত্তি! আর না, আর না, পার্ব্বতি, সব ভুল হ'ল! সব ভুল হ'ল! যোগমঞ্চ স্থানভ্রষ্ট হ'ল! আহা আহা রে—রাবণবধের পূর্ব্বভাগ কি রোমাঞ্চকর দৃশ্য! না, না প্রভু না! প্রতিনিবৃত্ত হ'ন, প্রতিনিবৃত্ত হন্‌! নন্দি! নন্দি! ত্রিশূল আন্‌! ত্রিশূল আন্‌! আমি স্বয়ং আজ দুরাত্মা রাবণ বধের জন্য অগ্রবর্ত্তী হ'চ্চি! নবদূর্ব্বাদলবরণ রাম! বৈকুণ্ঠ-বিহারি! বৈকুণ্ঠে যাও। যাও অনন্ত পুরুষ, স্বধামে গমন কর, ক্ষীরোদ-তনয়া কমলা, যাও মা যাও—প্রিয় পতি ল'য়ে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মি! বৈকুণ্ঠে বিহার করগে। আমি যে আছি মা, অকৃতী সন্তান তোর আমি, আমি যে আছি ! আমি থাক্‌তে তোদের কেন এত ক্লেশ ক'র্‌তে হবে জননি! দে নন্দি,

দে আমার ত্রিশূল দে! আমি আজই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল ক'র্‌তে বাহির হব। (গমনোদ্যত)

দুর্গা। (ধারণপূর্ব্বক) কোথা যাবেন প্রভু! একেবারে যে আত্মবিস্মৃত হ'চ্চেন?

শিব। না দুর্গে, না, আত্মবিস্মৃত হইনি! প্রাণে বড় কাতরতা এসেছে! আহা শিবে! প্রভুর আমার অবস্থা দেখেছ? তাই যেতে চাই. ভৃত্য আমি- প্রভুর এ অবস্থা দেখে ভৃত্যের কি এরূপ নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য?

দুর্গা। আবার ভুল্‌ছেন কেন প্রভু! প্রভুর যে রামনাম প্রচার জন্য এ রাম-অবতার পরিগ্রহণ। ভোলা! শুধু রাক্ষসকুল নির্ম্মূল ক'র্‌বার জন্য যে তার অবতারত্ব স্বীকার নয়। রাম নামে ও রামমূর্ত্তি দর্শনে কত পাপী তাপীর যে মুক্তি হবে। ত্রেতায় পরব্রহ্ম নামই যে রাম নাম! সাধুর বাসনা পূরণের জন্যই যে প্রভুর রামাবতার। তবে ভব, ভ্রান্ত হ'য়ে এখনই কেন রাম-লীলার অবসান ক'র্‌তে প্রয়াসী হন্?

গীত।

কেন ভ্রান্ত ভব, না বুঝ শ্রীরাম অন্ত।
শ্রীকান্ত বৈকুণ্ঠপতি লীলার ছলে সীতাকান্ত॥
রাম কি সামান্য রত্ন, নিত্যময় পূর্ণব্রহ্ম,
সুখ দুঃখ তাঁর কি ভিন্ন, নির্ব্বিকার কয় তাই বেদান্ত॥
নবদূর্ব্বাদল রাম, সদা নয়নাভিরাম,
জপিলে শ্রীরাম নাম, যমভয় হয় শান্ত॥

শিব। তবে বল শিবে! প্রাণ ভ'রে সেই রাম নাম বল! সেই রঘুপতি রামের নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-রূপ ধ্যান কর, আর প্রাণ ভ'রে সেই রাম নাম বল। ভূত প্রেত দানা রামনামে ডঙ্কা দিক্। আর ফলপুষ্পশোভিত কৈলাস রামনামে আনন্দে উৎফুল্ল হোক্। বল পার্ব্বতি! আর সময় নষ্ট ক'রো না, অমূল্য সময় বৃথায় নষ্ট হ'চ্চে। ইষ্ট চিন্তা হ'ল না, "দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি এল নিদ্রে" ; দেবি, ভক্তের উচ্ছ্বাস মনে প'ড়্ছে! একি, চারিদিকে কোলাহল কিসের জন্য! হ'ল না, হ'ল না দুর্গে! ইষ্ট সাধনায় কেবল বিঘ্ন—কেবল বিঘ্ন! পাপিষ্ঠগণ আমার ইষ্টসাধনার সময়েই কেবল বিঘ্ন দান করে।

(নেপথ্যে)। হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্!

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্!

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্!

বেগে ভূতগণ ও ক্রোধান্বিতা মানসীর প্রবেশ।

ভূতগণ। (অস্ত্রাদি উত্তোলন পূর্ব্বক) হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্।

মানসী। কার সাধ্য মোর গতি রোধে,

আজি উপাড়িব কৈলাস ভূধর,

ভেঙে দিব যোগমঞ্চ প্রেমিক শিবের,

দর্পচূর করিব সতীর!

শিব। কহ রে ঈশানি!
কোন ভক্তা উন্মাদিনী ইহা!
বিষ হ'তে ভয়ঙ্কর ভয় পাই তেঁই,
রমণীর অক্ষি-অগ্নি বাহিরিছে যাহা!
কর শান্ত শান্তিময়ি! ভক্তা অবলায়।

ভূতগণ। হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!

মানসী। এখনও পথ কর্ পরিত্যাগ!
নয় ডেকে আন শিব সহ শিবানীরে হেথা,
তা না হ'লে দক্ষ-যজ্ঞ ঘটিবে কৈলাসে!

ভূতগণ। হর হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!

মানসী। তো'র হর হর ব্যোম্ ব্যোম্—
শুনিবারে আসি নাই হেথা।
রামমন্ত্র-উপাসিকা আমি—
রামনামে বাঁধি ভেলা—
হই ভীমা বৈতরণী পার।
রামনামে বাঁধিয়ে কবচ-
যমের যমত্ব নাশি কি ভয় ভূতেরে?
ভূতনাথ তোদের রে যেই—
ডেকে আন্ তারে, কহি দুই চারি কথা,
নয় ডেকে আন্ দুর্গা যার নাম,
মায়া-সূত্রে ঘুরায় যে অনন্ত জগৎ,
যে মায়ের ক্রোড়ে নিদ্রিত রে জগৎসন্তান,

আন্ তারে ডেকে আন্—
দেখে যাই একবার তার পাষাণ হিয়ায়!

ভূতগণ। হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্!
জ্ব'লে যাই, জ্ব'লে যাই!

শিব। কর রক্ষা জগদ্ধাত্রি।
কি দেখিছ আর, হয় ছার খার,
শান্তির বিলাস-ক্ষেত্র, এ সুখ কৈলাস,
ভক্তা অবলার কোপে!
ভয় নাই, ভয় নাই ভূতগণ!
ত্রিলোচন দানিছে অভয়!
শান্ত হও, ভয় কর পরিহার।

মানসী। হে মহেশ, পারিবে না তাহা,
সতীর ক্রোধের অগ্নি জ্বলিছে দ্বিগুণ,
হয় তার কর প্রতীকার,
নয় আর ভূতগণে বৃথা রক্ষা আশা?
কৃত্তিবাস, দেখ অচিরায়—
ভূত সহ ভূতনাথ জ্ব'লে হবে ক্ষয়!
শিব-শক্তি হবে শক্তিশূন্য আজ!

শিব। মাগো, কেন হ'ল সতীর বিরাগ!
কর শান্ত সতীরে তোমার,
নয় সতীকোপে ক্ষণে ভস্ম হয় ত্রিলোচন!

মানসী। কর ভস্ম, কর ভস্ম ত্রিলোচন, দেখহ লোচন মিলে,

বিবাহিতা তারা সতী পতি সহ যায়,
পথে হায় দুরাচার মায়াবী-দুন্দভি—
করিছে লাঞ্ছনা তায় থাকিতে হে সতিপতি তুমি!

দুর্গা। মা মানসি! ভয় কি মা তোর তাহে,
ভয়ে ক্রোধ কেন বাছা, করিস্ প্রকাশ?
হয় যদি তারা সতী,
সতীপুণ্যে দুন্দভি-মায়াবি-ভয়,
রহিবে না তার, অনায়াসে সুগ্রীব ও বালী—
হবে যুদ্ধজয়ী। রহিবে মা, সতীর আয়তি।

মানসী। কি, কি কহিলি কঠিনা পাষাণি!
হয় যদি তারা সতী সেই পুণ্যে ঘুচিবে দুর্গতি তার;
তবে তুই কেন সতীনাম ধ'রিস্ জগতে?
সতী-পুণ্যে সতী যদি হয় গো উদ্ধার,
তবে সতী কেন তোর পদ পূজে দিবানিশি?
সর্ব্বনাশি!
এ কথা কহিতে তোর হ'ল না মা লাজ!
লজ্জাময়ি, তুই নয় লজ্জানিবারণী?
তবে কেন সতী-লজ্জা না নিবারি তুই,
পতি-পাশে সদা থাকি নিস্ সতী নাম?
আর যদি সতী-পুণ্য নাই থাকে কিছু,
তাহ'লে ত অবাধে হবে গো দুর্গে
সুগ্রীব ও বালীর সংহার!

তবে রামনাম তোর—
এ জগতে কিসে হইবে প্রচার?

গীত।

তবে আর বুঝি হ'ল না মা প্রচার করা শ্রীরামনাম॥
যদি ভক্তজন হারায় জীবন, তোর কে পূরাবে মনস্কাম॥
তুই গো মা ভবদুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
যে বলে মা দুর্গা দুর্গা' দুর্গতিনাশিনি,—
তোর দুঃখহরা সে দুর্গা নাম—আজ কেন মা ভক্তে বাম॥
কলঙ্ক নিস্ নে নামে, কূল দে মা কূলহীনে,
নৈলে কালী কূলহীনে, পড়িবে অকূলে—
কূল দাও কালী কাত্যায়নি, ওমা কুলকুণ্ডলিনি,
অকূলে কূলদায়িনি, না[illegible] রটাস্ নে দুর্গাম॥

শিব। অহো দুর্গে! শান্ত কর সতী-রোষ,
ক্রোধাগ্নিতে ঝল্সিছে সমস্ত কৈলাস!
দেখ—দেখ ভূতগণ ভয়ে জড় সড়,
মৃত সম আড়ষ্ট সকল।
শান্ত কর সতি! শান্ত কর, দিয়ে শান্তি-বারি।

দুর্গা। বৃথা ক্রোধ তোর রে মানসি!
না জানিস্ সতীর বিক্রম!
চল্ চল্ দেখিবি রে চল্ সতীর মহিমা!
ক্ষুদ্র রিপু মায়াবী-দুন্দভি,
অঙ্গুলি হেলনে সতী রক্ষিবে সকল।

আসুন মহেশ! আয় গো মানসি!
আয় ভূতগণ! চল্ সবে কৈলাসের উচ্চচূড়ে—
উঠি, দেখি চল্ গিয়া—আজি-দেখাইবে সতী—
"সতীর মহিমা"!

সকলে। জয় হর হর ব্যোম্ ব্যোম্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বন-পথ)

বালী, সুগ্রীব, সুষেণ, তারা, রাণী ও জনৈক ঋষির প্রবেশ।

সুগ্রীব। আবার দেখুন আর্য্য! পুনর্ব্বার বনপথসকল অস্থি-কঙ্কালের স্তূপ হ'য়ে উঠ্‌ল! আবার দেখুন আর্য্য! পুনর্ব্বার বনভূমি ঘোর তমিস্রায় পূর্ণ হ'য়ে গেল। ঐ—ঐ—চারিদিকে অস্ত্ররাশি বর্ষার বৃষ্টিধারার ন্যায় নিপতিত হ'চ্চে! আর পদভূমি অতিক্রম ক'র্‌বার উপায় নাই।

বালী। তাই ত ভাই, পাপিষ্ঠ মায়াবী-দুন্দভি অলক্ষ্যে যে মহাশত্রুতা সাধন ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে! উপায়? পথে—সঙ্গে রমণী!

(নেপথ্যে) দুন্দভি। তোর হাড় খাবো, মাংস খাব—চাম্‌ড়া নিয়ে ডুগ্‌ ডুগি বাজাব, আরে ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌!

(নেপথ্যে) মায়াবী। দুর্বৃত্ত বানর! এবার নিশ্চয় জানিস্‌ যে, আর তোদের রক্ষা নাই। (অস্ত্র নিক্ষেপ)

জনৈক ঋষি। (লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক) ও বাপ্‌রে! কি সব বাপুরে কাণ্ড রে! এখনি প্রাণ গেছ্‌ল আর কি? ও জামাই বাবু! ও জামাই বাবু! এ সব কি বাবা! মহারাজ! যা হয়, একটা কিছু ক'রে ফেল না! না হ'লে গতিক বড় ভাল বুঝ্‌ছি না।

সুষেণ। বাছা বালি! এ যে বড় বিপদই হ'ল দেখ্‌ছি—হায়, সঙ্গে দু'টী অবলা।

জনৈক ঋষি। আর মহারাজ! ঐ সঙ্গে আমাকেও একটা ধ'রে নিয়ে তিন্‌টে ব'লে ফেলুন। হায়, হায়, এ যোগচিত্ত ঠাকুরের কথায় বিখোড়ে প্রাণটা খোয়াতে এসেছিলাম গা!
(রোদন)

সুষেণ। আঃ, ব্রাহ্মণ, চুপ ক'রুন।

জনৈক ঋষি। বাপু! চুপ্‌ ক'রে থাকি মনে করি, কিন্তু আত্মারাম যে উলট্‌ পালট্‌ খান্‌!

(নেপথ্যে) দুন্দভি। হাড় খাব, মাস খাব, চাম্‌ড়া নিয়ে ডুগ্‌ ডুগি বাজাব, আরে ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌! (অস্ত্রনিক্ষেপ)

জনৈক ঋষি। ঐ গো, ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌ অবতারের হাঁকার!

না বাবা, মহারাজ! বিহিত ক'রুন। নৈলে অবলা ব্রাহ্মণ-হত্যা হয়। ব্রাহ্মণহত্যা আর স্ত্রীহত্যার পাতক এক সঙ্গে লাগ্‌বে মহারাজ! (রোদন)

(নেপথ্যে) মায়াবী। এইবার দুরাত্মা বানর, আত্মরক্ষা কর্। (অস্ত্র নিক্ষেপ)

বালী। ভাই সুগ্রীব। আর ত অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ছি না। এখনও এখান হ'তে কিস্কিন্ধ্যানগর বহুদূর পথ। বিশে-ষতঃ দুরাচার মায়াবী দুন্দভি যখন সঙ্গ গ্রহণ ক'রেছে, তখন কিছুতেই পাপাত্মারা আমাদিগে পরিত্যাগ ক'রে যাবে না। তুমি এক কাজ কর ভাই, বৃদ্ধ মহারাজ, বৃদ্ধা মহারাজ্ঞী, দেবী তারা আর এই ভয়ার্ত্ত ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর, আমি একবার পাপিষ্ঠদের ভেদের উপায় অবলম্বন করি।

সুগ্রীব। আর্য্য! তারা দুইজন, আপনি একাকী কিরূপে তাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন।

বালী। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক ভাই সুগ্রীব! কেন তুমি কি জান না, দশাস্যবিজয়ী বালী এখনই পাপিষ্ঠগণের সমু-চিত দণ্ড বিধান ক'র্‌তে সমর্থ! কিন্তু কি ক'র্‌ব, সঙ্গে, কুসুম কোমলা তারা, আর বৃদ্ধা মা মহারাজ্ঞী, নতুবা কি বানরেন্দ্র বালীকে আজ এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ ক'র্‌তে হয়? আরে মায়াবী মায়াবী-দুন্দভি! আজ বুঝি সময় পেয়ে বিক্রম প্রদর্শনে সুবিধা হ'য়েছে? কিন্তু এও জানিস্, মহাবীর বালী এতক্ষণ উপেক্ষা ক'রেছিল মাত্র, নতুবা দুর্বৃত্তগণ—

গীত।

ভাবিস্ রে নিশ্চয়।
বীরেন্দ্র কেশরী বালী নহে শক্তিহীন, পলকে পলকে পারে করিতে প্রলয়।
সহিয়াছি অত্যাচার, এবে না সহিব আর,দেখা যাবে দুরাচার,কার জয় পরাজয়॥
মায়াবলে রে মায়াবি, কতক্ষণ আর রবি, এবে যাবে আয়ু-রবি,
বালী রাহু-গ্রাসেঃ—
গুরু গর্ব্ব হবে চূর, অহমিকা হবে দূর,
অধীর হইবে সুর, অসুর ত তুচ্ছ রয়।

সকলে। ঐ যে—ঐ যে—কে দুই জলন্ত অগ্নিমূর্ত্তি এই দিকে ছুটে আস্‌চে!

সুগ্রীব। মহারাজ! আপনারা শীঘ্র দেবীকে ল'য়ে আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হোন্।

সুষেণ। আয় মা তারা, এস রাজ্ঞি, আসুন ব্রাহ্মণ!

জনৈক ঋষি। হাঁ মহারাজ! পলানর নামই বাঁচা। শুভস্য শীঘ্রং, চ'লুন, শীঘ্র চ'লুন।

(নেপথ্যে) মায়াবী। আজ আর মায়াবীর হস্তে কারও রক্ষা নাই।

সুগ্রীব। শীঘ্র চ'লুন, শীঘ্র চ'লুন, পাপিষ্ঠেরা ভিন্ন পথে আক্রমণ ক'র্‌ছে। আর্য্য সে পথে তাদের গতিরোধ ক'র্‌বেন, সেই সময় আমরা অনেক দূরপথ অতিক্রমণ ক'র্‌তে পার্‌ব।

বেগে মায়াবী ও দুন্দভির প্রবেশ।

মায়াবী ও দুন্দভি। ধর্ মার্ পাপিষ্ঠনিচয়ে।

দুন্দভি। এখন এটা খাব, না এটা খাব, ভাব্‌ছি মনে, ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌।

জনৈক ঋষি। ও বাবা রে, খাসনি, আমার এ বছর গেলেই মুগ্ধরস সায় হয় বাবা! ও বাবা, তোর কি হাঁ রে—

সুগ্রীব। আর্য্য! এখন উপায়?

বালী। পশ্চাতে আইস মোর ল'য়ে আত্মজন,
সম্মুখেতে রহি আমি! যাও দেবি! পিতার নিকট।

তারা। (জনান্তিকে) কায়া হ'তে ছায়া কোথা রহিয়াছে প্রভো!
যথা কায়া তথা ছায়া এই চিরদিন।
সম্পদের অংশী যারা,
বিপদের অংশী তারা কেন নাহি হবে?

বালী। ধন্য বীরনারী, বিনামূলে কিনে নিলে মোরে।
এস—এস, শীঘ্র এস আমার পশ্চাতে।

মায়াবী। ভাই রে দুন্দভি! রহ আগুলিয়া—
কিম্বা পথ রক্ষি কর আক্রমণ।

দুন্দভি। তাই দাদা, তাই ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌।

মায়াবী। আরে বালি, নীচমতি বানর অধম!
নষ্ট দুষ্ট নারীচোর পশুর প্রকৃতি,
ইষ্টচিন্তা কর্‌ এইবার,
আসিয়াছে তোর মৃত্যু আজি দ্বারদেশে।
ভাই রে দুন্দভি!

পশ্চাতে যাইয়া কর রণ,
দুরাচারগণ যেন কোন মতে —
আত্মরক্ষা করিবারে নারে। মার, মার যত দুরাচারে!

সুষেণ। এস রাণি, এস ব্রাহ্মণ, আমরা এই সময় অন্তরালে যাই।

জনৈক ঋষি। ত্রাহি মাং মধুসূদন-রক্ষ!

[সুষেণ রাণী ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

দুন্দভি। মার্ মার্, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্। (সুগ্রীব সহ যুদ্ধ)

তারা। সাবধান পাপি, হ'য়ে দুরাশার দাস,
কেন অনলে পতঙ্গ হ'তে চাস্!
ভাবিস না মনে সতীরণে পাবি অব্যাহতি,
অগ্রে জিনি মোরে, পরে তুই হ'স্ অগ্রসর (যুদ্ধ

বালী। ঘোর রণ ঘোর রণ,
প্রলয়ের ডঙ্কা যেন বাজিছে চৌদিকে,
এক এক বীর যেন কোটী কোটী সম,
পলকে মায়ার সৃষ্টি পুনঃ পায় লয়,
কেমনে রক্ষিব হায় দুরন্ত সংগ্রামে
গহনবিপিনমাঝে আত্মপরিজনে।

দুন্দভি। ও দাদা, এটা মেয়ে না মদ্দা গো, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

মায়াবী। বুঝ ভাই, আপন বিক্রমে।

দুন্দভি। ও দাদা, মেয়েটা যে পুঁটকী যার ক'র্‌চে গো, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।

মায়াবী। তবে আয় ভাই, তুই কর্ এই পাপিষ্ঠের সহ রণ—

দুন্দভি। (দ্রুতপদে বালীর নিকট গমন ও যুদ্ধ) তাই ভাল দাদা, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।

(মায়াবী সহ তারা ও সুগ্রীবের যুদ্ধ)

তারা। আজি ঘোররণে কাঁপিবে রে বিরাট বসুধা,
দেখিবি রে পলে পলে পলে সতীর মহিমা!

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কৈলাস-শৃঙ্গ)

দ্রুতপদে দুর্গা, মানসী ও শিবের প্রবেশ।

দুর্গা। ঐ দেখ মা, ঐ দেখ মা, তারা আমার একাকিনীই দুর্দ্ধর্ষ দানব মায়াবীর সকল মায়া ভেদ ক'রে তাকে ক্ষীণশক্তি ক'রে তুলেছে! (রণচণ্ডী মূর্ত্তি প্রকাশ)

মানসী। অদ্ভুত জননি, অতি অদ্ভুত সতী-পরাক্রম! তাই ত মা, এ কি দেখ্‌ছি! ঐ দেখ্ মা, পাপিষ্ঠ মায়াবীর সকল অস্ত্র তারার ভীষণ অস্ত্রাঘাতে শূন্য হ'য়ে প'ড়্‌ল। ধন্য সতি! ধন্য

তোমার মহিমা! দেখ্ মা দেখ্ মা তারা কি ভাবে তরবারি সঞ্চালন ক'র্ছে দেখ্!

শিব। মাগো, তুই রণস্থলে সতীর পরাক্রম দেখে বিস্মিত হ'চ্চিস্ কি? এখানে দেখ্, কৈলাস-শৃঙ্গে মহামায়া মহাসতীর লীলারঙ্গময়ী উন্মাদিনী রণচণ্ডী মূর্ত্তি! ঐ মূর্ত্তি আজ অভিন্ন ভাবে তারার দেহে প্রকাশ পেয়েছে! তাই মা, তারা আজ মহিষমর্দ্দিনী দানবদলনী আদ্যাশক্তি রূপে দানবদলনে সমর্থ!

মানসী। দেখ্ মা দেখ্ মা, সতীর ক্ষমতা কত দেখ্। (অগ্রসর হইয়া) ভয় নাই, ভয় নাই, সতি, ভয় নাই।

(রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ)

শিব। একি মা, তুইও যে আজ রণউন্মাদিনী মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়ালি?

দুর্গা। শঙ্কর! সতী-প্রতাপ তুমি বোঝ না, আজ এ বিপদে যত সতীশক্তি সকলই শক্তিবতী হ'য়ে বিপদগ্রস্তা সতীর গাত্রে গিয়ে মিলিত হ'চ্চে! ভয় নাই, ভয় নাই, আজ তোমার তেজে সামান্য মায়াবী ত অতি তুচ্ছ, সমগ্র বিশ্ব লয় হ'য়ে যাবে! সতি! অবিরাম সংগ্রাম কর! অবিরাম অস্ত্র সঞ্চালন কর, কিছুতেই তোমার শক্তির ক্ষয় হবে না। সতী-শক্তি, সতী-শক্তি, দ্বিগুণ-দ্বিগুণ-সহস্র-সহস্র ভাবে এসে মিলিত হবে!

মানসী। ভয় নাই, ভয় নাই! ঐ অস্ত্র, ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ কর! ঐ মা, ঐ মা, মায়াবী—পাপিষ্ঠ মায়াবী পালায়।

দুর্গা। ঐ ভীষণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ ক'র্লে—তারাও আমার

ছুট্‌চে! চল্‌ মা, চল্‌ মা, এস শঙ্কর, নিম্নশৃঙ্গ হ'তে আমার তারার অদ্ভুত বিক্রম দেখ্‌বে এস।

শিব। ধন্য—সতি! ধন্য তোমার লীলা!

[বেগে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(বনপথ)

যুদ্ধ করিতে করিতে দুন্দভি ও বালীর প্রবেশ।

দুন্দভি। উ, হুঁ, এখানে যুদ্ধ হবে না, এ আমার পছন্দই হয় না।

বালী। যেখানে তোর হৃদয় চায়, সেইখানে চল্‌।

দুন্দভি। চল্‌ ঐখানে। ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌। (উভয়ের গমন)

বালী। নে অস্ত্র বাহির কর্‌।

দুন্দভি। না, হ'লো না, এরা কি ব'ল্‌ছে শুন্‌বি। বলে, আমাদের এখানে তোদের যুদ্ধ হ'লে আমাদের বড় কষ্ট হবে। উঁহুঁ, তাহ'লে এখানে যুদ্ধ হবে না! ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌। না এখানে যুদ্ধ হবে না, ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌।

বালী। কোন্‌ স্থানে হবে যুদ্ধ, চল্‌ সেই স্থানে।

দুন্দভি। যে স্থান বেশ ভাল জায়গা, যুদ্ধ হবে সেখানে,

বেশ ভাল জায়গা, ডুম্ ডুমা ডুম্ (কিয়দ্দুর গমন) উহুঁ হ'ল না, এদেরও নিষেধ আছে! ডুম্ ডুমা ডুম্।

বালী। কি পাপিষ্ঠ! বারবার হাস্যরসে ভুলাও বীরেরে?

দুন্দভি। তবে যুদ্ধ হ'ক্, যুদ্ধ হ'ক্, ডুম্ ডুমা ডুম্।

বালী। এই তোর শেষ অস্ত্র হ'ল চূরমার,
আয় দুরাচার, রক্ষিবি জীবন কিসে?
এখনি পাঠাই চল্ কৃতান্ত নগর—
ভীষণ আছাড়ে এক পলক সময়ে!

(দুন্দভিকে সবেগে ধারণ)

দুন্দভি। ও বাবা, প্রাণ বেরয় গো,
ও দাদা গো—প্রাণ গেল গো, ডুম্ ডুম্ ডুম্।
প্রাণ গেল গো, প্রাণ গেল গো,
ডুম্ ডুম্ ডুম্!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(ঋষ্যমূক পর্ব্বত)

মতঙ্গ মুনির আশ্রম।

রক্তাক্ত কলেবর মতঙ্গের প্রবেশ।

মতঙ্গ। কে রে—কোন্ মতিচ্ছন্ন অন্যায় বর্ব্বর!

অদূরে বালী ও বেগে দুন্দভির প্রবেশ।

দুন্দভি। ও বাবা গো, প্রাণ গেল গো, ডুম্ ডুমা ডুম্।

(পতন ও মৃত্যু)

মতঙ্গ। কে রে কোন্ মতিচ্ছন্ন অল্পায়ু অনার্য্য বর্ব্বর! গাত্রে রুধিরস্রাব নিক্ষেপ ক'রে আমার তপোবিঘ্ন প্রদান ক'র্লি? একি—দৈত্য যে পতিত ও মৃত! তাহ'লে অবশ্যই এর কেউ নিয়ন্তা আছে। সে যে হোক্ সে হোক্, সে ইন্দ্র, চন্দ্র, যম কুবের বরুণ হ'লেও সে আমার তপোবিঘ্নকারী—অত্যাচারী—ঘোর শত্রু! কি, নিরীহ ব্রাহ্মণ ঋষির প্রতি অত্যাচার! এত অত্যাচার! দাম্ভিকতা-শিরোমণি কে সে? অত্যাচারীর চরম আদর্শ কে সে? গর্ব্বের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি কে সে? বনাশ্রমী ব্রাহ্মণ-দ্বেষী কে সে? যে হও, সে হও, নিরীহ মতঙ্গের তপোবিঘ্নকারী শত্রু, তুমি যে হও, সে হও, কিন্তু এ অত্যাচারের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ ক'র্তে হবে। যদি কোনদিন জগদেকবরেণ্য ব্রহ্মণ্য দেবের আরাধনা ক'রে থাকি, নিষ্ঠাবৃত্তি দ্বারা কোনদিন ক্ষণ-মুহূর্ত্তের জন্য চিত্ত সংযম ক'রে থাকি, তাহ'লে মতঙ্গের অভি-শাপ কখন ব্যর্থ হবে না। সে যে হোক্ সে হোক্, সে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হবা মাত্র ভস্মসাৎ হবে! নিশ্চয়ই মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন ক'র্বে। এমন কি আমার তপোবিঘ্ন-কারী শত্রুর বংশ বা জাতি মাত্রও এ স্থানে উপস্থিত হ'তে পার্বে না। আর যদি কেউ উপস্থিত থাকে, তাহ'লেও আমি তাদিগে

এই অভিশাপ প্রদানে বাধ্য হ'ব। কারুণ্যধর্ম্মের অনুরোধে এখনও ব'ল্‌ছি, তারা আমার আশ্রম হ'তে দূরীভূত হোক্—এই মুহূর্ত্তে হোক্।

বালী। (অদূর হইতে কম্পিত ভাবে) প্রভো! প্রভো! অধম আমি!

মতঙ্গ। তুই যদি আমার তপোবিঘ্নকারী হোস্, তাহ'লে নিশ্চয়ই তুই অধম, নরকের কীটানুকীট, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে?

বালী। প্রভো! আমিই সেই পাষণ্ড নারকী!

মতঙ্গ। থাক্ থাক্, তবে ঐখানে থাক্, এই ঋষ্যমুখে পদার্পণ ক'র্‌লেই ভস্মসাৎ হবি! কিছুতেই রক্ষা পাবি না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এলেও কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। দুরাচার, ফলমূলসেবী ব্রহ্মপদ-চিন্তা-তৎপর এ মতঙ্গমুনি তোদের কি অনিষ্ট সাধন ক'রেছিল যে, তাই এই আসুরিক অত্যাচার? দেখ্—দেখ্ পাপিষ্ঠ, সর্ব্ব গাত্র আমার রুধিরস্রাবে আর্দ্র হ'য়ে গেছে! থাক্ মূঢ়, ঐখানে থাক্! নয় পলায়ন কর্! এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ হ'তে দূরীভূত হ'।

বালী। (সরোদনে) ঋষি—ঋষি! ক্ষমা-ক্ষমা—ঋষিরাজ পদে ধরি ক্ষমা ক'রুন।

গীত।

ক্ষমা কর হে ব্রাহ্মণ শ্রীচরণে ধরি।
(আর কিছু চাহি না হে) কর রক্ষা, এই ভিক্ষা, (আর কিছু চাহি না হে)

সংহার মুরতি হর নৈলে আতঙ্কে যে মরি ॥
বড় ভয় পেয়েছি মনে, দ্বিজ তোমার কোপাগুণে, তায় নিস্তার নাই
ত্রিভুবনে, (সে যে অতি ভয়ঙ্কর), (সে শিবের ত্রিশূল হতেও অতি ভয়ঙ্কর)
ও তায় সগরবংশ হ'ল ধ্বংস গিয়ে পাতালপুরী ॥
তাই ভৃগু-পদ নিলেন হরি,
(আদর সোহাগ ভরে) তাই ভৃগুপদ নিলেন হরি, বজ্রাঘাত সম বিষম আঘাত
পেয়েও পদ নিলেন হরি, বুক যায় যায় হ'য়েছিল ও সে ভৃগুর দারুণ পদাঘাতে—
বুক যায় যায় হ'য়েছিল, তবু পদ ধরিল, বল্লেন ব্রাহ্মণ পায় লাগে না ত, তবু
পদ ধরিল, বলেন হও শান্ত ভ্রান্ত প্রতি (হ'যে কৃতাঞ্জলি) বল্লেন—হও শান্ত
ভ্রান্ত প্রতি, আমি না বুঝিয়ে হায়, ছিলাম নিদ্রায়, কালনিদ্রা আমার এসেছিল,
এখন ক্ষম হে ব্রাহ্মণ, করহ বর্জ্জন, নিদারুণ রোষ-হুতাশন, যেন না করে তায়
প্রলয়সাধন, আমার সৌভাগ্য উদয় ব্রহ্মদরশন হ'ল এরূপে আ মরি ॥

মতঙ্গ। ক্ষমা? ঘোর অত্যাচারী ব্রাহ্মণ-তপস্বিদ্বেষী বানরকে ক্ষমা! সে ক্ষমাবিদ্যাশিক্ষা মতঙ্গ করে নাই বা জানে নাই। ক্ষমা? দুর্বৃত্ত কামান্ধ মদগর্ব্বিত বানর! সে ক্ষমা শব্দের অর্থ কোন্ অভিধানে বিখ্যাত? সে অভিধানও ভস্ম হ'ক্! আশ্রিত ব্রাহ্মণের আশ্রমপীড়ন? পরশুভানুধ্যায়ী ভগবৎ-পদান্বেষী ব্রাহ্মণকে তাচ্ছিল্য! আবার তার উপর ক্ষমা?

বালী। প্রভু! সম্পূর্ণ অজ্ঞানে, প্রভু যে এখানে তপোরত ছিলেন, তা অধম কিছুমাত্র অবগত ছিল না।

মতঙ্গ। কি বল্লি বানর! ঋষ্যমূকস্থিত চিরপ্রসিদ্ধ লোক-বিশ্রুত মাতঙ্গের এ আশ্রম, তা তুই জানিস্ না? সম্পূর্ণ মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা! পাপিষ্ঠ, আবার পাপের উপর পাপ সঞ্চয় ক'র্‌চিস্?

বালী। প্রভু! প্রভুর আশ্রম জান্‌তাম, কিন্তু আপনি যে এ সময় এ স্থানে তপোরত ছিলেন, তা অধম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

মতঙ্গ। আমার আশ্রম চিনিস্‌, আমি তপোরত ছিলাম কি না, এই না জেনে এই অত্যাচার! কেমন? উঃ, সংসারে দুরাত্মা-গণের ছলনার অসদ্ভাব নাই! তারা সব ক'র্‌তে পারে! তারা সব ক'র্‌তে পারে! তাই তারা আমার আশ্রমের শান্তিভঙ্গ ক'রেচে! তাই তারা এখনও বিষধর অজগরের মুখে অঙ্গুলি প্রদানে সঙ্কোচ বোধ ক'র্‌ছে না! তাই তারা মৃত্যুতেও এখন পরিহাস ক'র্‌ছে। আরে দুর্বৃত্ত! (কম্পন)

বেগে সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। একি আর্য্য! এ যে ব্রহ্মক্রোধানল প্রজ্বলিত! এ অনল প্রজ্বলিত ক'র্‌লে কে আর্য্য! এখনি যে এ অনলের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বহ্নি প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌বে!

বালী। ভাই রে সুগ্রীব, এ ধ্বংস-অনল প্রজ্বলিত ক'র্‌বার আমিই মূল কারণ। দুরাত্মা দুন্দুভি দৈত্যের বধ কালীন দানব-গাত্রনিঃসৃত শোণিতস্রাব মহর্ষির গাত্রে পতিত হ'য়ে এই ভীম বহ্নির সমুৎপত্তি হ'য়েছে! এখন উপায় কি আছে তাই কর। প্রভুর নিকটস্থ হবারও শক্তি আমার নাই। এই ঋষ্যমূক স্পর্শ ক'র্‌লেই আমার মৃত্যু হবে, মহর্ষি এই অভিশাপ প্রদান ক'রেচেন। এখন কিসে ঋষি শান্ত হ'ন্‌, কিসে তাঁর ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হয়, তাই কর ভাই!

সুগ্রীব। প্রভু! প্রভু! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! আমরা অশিক্ষিত বানর, আমাদের অপরাধ প্রভুর মার্জ্জনীয়। আপনার অভিশাপ অব্যর্থ! আপনার অব্যর্থ বাক্য ব্যর্থ ক'রতে চাই না, আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, অধীনদের এই প্রার্থনা!

মতঙ্গ। তুমি বানর হ'লেও ভদ্র! যদি আমার ক্রোধ শান্ত ক'রতে চাও, তবে আমার পবিত্র আশ্রম হ'তে এই মৃত দানব-দেহ স্থানান্তরিত কর; এই মুহূর্ত্তে কর। আমি শৌচার্থে গমন ক'রলাম, এসে যেন দেখতে পাই, আমার আশ্রম পবিত্র হ'য়েচে। তাহ'লেই আমার ক্রোধ উপশম হ'য়েছে জানবে। কিন্তু মতঙ্গের তপোবিঘ্নকারী বানর ঋষ্যমূক স্পর্শমাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

বালী। ভাই, সকলই শুন্‌লে ত? এখন এস, পাপাত্মার মৃত দেহ স্থানান্তরে ল'য়ে যাই।

সুগ্রীব। উঃ, আর্য্য, ব্রহ্মতেজ কি ভয়ঙ্কর!

বালী। তা আর ব'ল্‌তে ভাই, আমি যেন দগ্ধ কাষ্ঠ হ'য়ে গেছি। সেই জন্য ভগবানও ব্রাহ্মণকে ভয় ক'রে থাকেন।

[মৃত দুন্দুভিকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

বানরী ও বানরগণের প্রবেশ।

গীত

সকলে। বাপ বাপ বাপ পালাই চল্। আর কাজ নি বাবা মিছি কল।
এখনি সৃষ্টিনাশা বুড়ো ঋষি পুড়িয়ে ক'র্‌ত ছাই,

হায় হায় হায় কি হ'ত রে, কি হ'ত রে ব'সে ভাব্‌ছি তাই
ইস্‌ ইস্‌ ইস্‌ বাপ বাপ বাপ, এ যাত্রা ভাগ্যি বেঁচে গেছি:
কি ভাগ্যে এসে প'ড়ল ছোট ভাই,
নৈলে এতক্ষণ দাঁতখিচিয়ে যেতাম কোথা সাগরতল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

মায়াবীর প্রবেশ।

মায়াবী। বড় লজ্জা, বড় ঘৃণা, নারীরণে আজ পরাজিত,
কিন্তু—দেখি বালি! কেমনে কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যে—
কর সুখলাভ! পত্নী-চোর কপট পামর,
জিনিয়া সমর ভেব না ক মনে, মায়াবীর মায়া এড়ি—
রবে নিষ্কণ্টকে। মায়াবী-মায়ায়—
যাবে রাজ্য ছার খারে।
এক পত্নী তুই মোর করিলি হরণ,
কিন্তু আমি তোর রাজ্যনারী লইব হরিয়ে।
আয় ধেয়ে মায়াবিনী দৈত্যবালাগণ,
কর্‌ এসে মায়ার বিস্তার, ল'য়ে চল্‌ কিষ্কিন্ধ্যার নারী,
দৈত্যরাজ-প্রতিহিংসা আজ ক'র্‌ গো সাধন।

১ম দৈত্যবালার প্রবেশ।

১ম দৈত্যবালা গীত

আয় লো আয় রূপসোহাগী রূপের ডালা, আয় আয় ভাই;
আয় আয় যাই, লুফে লুফে মধু খাই, দুটো চুমো দিয়ে যাই॥

২য় দৈত্যবালার প্রবেশ।

২য় দৈত্যবালা গীত

তরল সরল, কমল-কোমল, ভালবাসায় গড়া সুধার চুমো,
পীরিত সাগরে জনম ইহার সোহাগের অতি সোহাগ জেনো,
একবার খেলে যাবে বাঁধা খুলে, হয় নয় দেখ, হয় জাগ না হয় ঘুমো।

দৈত্যবালাগণের প্রবেশ।

মোরা পশরা ভরিয়ে বিকিতে সে নিধি এসেছি গো তাই এসেছি গো তাই
তোরা কে আছিস্ রসবতি! বল্ কার চুমো চাই, বল্ কার চুমো চাই॥

বানরীগণের প্রবেশ।

বানরীগণ। আমাদের চাই! আমাদের চাই, আমরি মরি তোমরা কি সুন্দর!

মায়াবী। (দৈত্যবালাগণের প্রতি) এইবার ধরেছে ঔষধ।
নিয়ে চল দানব-পুরীতে।
এইরূপে কিষ্কিন্ধ্যায় নারীশূন্য করিবে মায়াবী।

[প্রস্থান।

দৈত্যবালাগণ। গীত

ও সই ডুব দিয়ে নে প্রেমসাগরে মোদের দেশ দেখেনে চোক মিলে।
সোহাগের মুক্তমাণিক তায় ঢল ঢল, ভালবাসার হীরে খেলে॥

মিলনের এমনি খোদকারী, বিরহের নামটীও নেই যাই বলিহারি,
নাই কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন, চল মজা উড়াই মন খুলে।

[সকলের প্রস্থান।

জাম্বুবান ও হনুমানের প্রবেশ।

জাম্বুবান। বলি ওহে হনুমন্ত ভায়া! এ যে বড় মারাত্মক ব্যাধি হ'য়ে প'ড়্ল দেখ্ছি। রকম ঠাওরাচ্চ কি বল দেখি?

হনুমান। দুর্বৃত্ত মায়াবীকে রীতিমত শাসন ক'র্তে না পার্লে এ রোগ যে আরোগ্য হবে, তা ত আমার অনুমান হয় না।

জাম্বুবান। এ যে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের যত স্ত্রীলোককে সাবাড় ক'রে দিলে ভায়া! একে মূর্খ বানর জাত, তাতে গৃহিণী শূন্য। মাথা ঠিক রাখ্তে আর পারে না। কেবল রোদন আর বানররাজ বালীর প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ।

হনুমান। কেন, দেবী তারা সুন্দরী ত মাতৃরূপিণী হ'য়ে সকল বানরদিগকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

জাম্বুবান। আরে ভায়া! সে সান্ত্বনায় আর কি হবে? পুষ্কর, অনাহুত, দেবদত্ত, কত আর নাম ব'ল্ব, তারা সন্ধ্যার সময় ঘরে স্ত্রীকে রেখে একটা নিমন্ত্রণে গেছ্ল, এসে দেখে যে ঘরে আর স্ত্রীলিঙ্গ ব'লে একটা পদার্থ নাই। অমনি হাহাকার পড়ে গেল, যত বানর মিলে হৈ চৈ ক'র্তে লাগ্ল। হৈ চৈ মিট্তে ঘরে গিয়ে সবাই দেখে, সকল ঘরের ব্যবস্থাই তাই, কারও ঘরে আর স্ত্রী নাই। এখন নাও, এই রকমই যদি দিন হ'তে থাকে, তা

হ'লে স্ত্রী অভাবে বানর বংশ ধ্বংস হ'য়ে যায়। বানরবংশ ত আর বৃদ্ধি হ'তে পার্‌লে না?

হনুমান। বানররাজ বালী ত আর নিশ্চিন্ত নন্, তবে মায়াবী মায়াবীকে তিনি ধ'র্‌তে পার্‌ছেন না, আর যতদিন না তার প্রকৃত শাস্তি হয়, ততদিনই বানরজাতিকে এই সকল বিড়ম্বনা ভোগ ক'র্‌তে হবে!

জাম্বুবান। এই আবার কি উৎপাত দেখ, বানর জাত আমরা, বনের এক কোণে প'ড়েছিলাম, আমাদের উপরে ভায়া, এ ভোগাভোগ কেন?

(নেপথ্যে) বালী। মার্ মার্ মার্, পাপিষ্ঠ মায়াবী ঐ পালাচ্চে।

হনুমান। চলুন—চলুন মন্ত্রিবর! এ বানরজাতিরই কোলাহল! কি হ'লো দেখি গে চলুন।

জাম্বুবান। তাই ত হে, এ যে মেয়েমানুষ নিয়েই বিষম উৎপাত হ'ল দেখ্‌ছি।

[সকলের প্রস্থান।

নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ **গীত**

হায় দিদি গো, হায় দিদি গো, ভাতার হওয়া কি ঝক্‌মারি।
এখন হাস্‌ব (হাঃ হাঃ হাঃ,) না কাঁদব বল, (উঁ, উঁ, উঁ,)
ভেবে চিন্তে ঠাওরাতে না পারি, বড় লেগেছে দিগ্‌দারি, বড় লেগেছে দিগ্‌দারি।
ভাবতেম আগে মাগী জনম ভাল নয়, মিন্‌সে গুলোর মন যুগিয়ে থাকতে হয়,

পাণে চূণ হ'লে কম অমনি মুখ ঘোরয়, দিদি গো সে বরং ভাল,
এখন দেখ্‌তেছি যে রকমারি, এখন দেখ্‌তেছি যে রকমারি॥
ভাতার হওয়ার কেলেশ দেখ্‌না বোন, সকল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মাগীর দিকে মন,
ভাত কাপড় ত দিতেই হবে বাপের ঠাকুর হ'য়ে, ভাতার হ'য়েছে যখন,
সে ত বেশী কথা নয়, ভাত কাপড় দেওয়া—বেশী কথা নয়,
মাগ আগ্‌লান যে বিষম দায়, এখন ভাতা[illegible] বা কাবার হায় রে ভাতার,
হায় রে ভাতার, তোর গুণে বালাই নিয়ে মার, ভাতার তোরে যাই বলিহারি॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(পর্ব্বত-গুহা)

(নেপথ্যে) বালী। এই পথে গিয়েছে, এই পথে গিয়েছে!

মায়াবীর বেগে প্রবেশ।

মায়াবী। রে বানর! আমার মায়াভেদ করা কি তোর সাধ্য! এই পর্ব্বত-গুহার মধ্যে প্রবেশ করি। দেখি, কেমন ক'রে তুই আমার অত্যাচার নিবারণ ক'র্‌তে পারিস্‌?

[বেগে প্রস্থান।

বালী ও সুগ্রীবের বেগে প্রবেশ।

বালী। নিশ্চয়ই ভাই সুগ্রীব, দুরাচার মায়াবী নিশ্চয়ই এই পর্ব্বত-গুহার মধ্যে লুকায়িত হ'য়েছে, নিশ্চয়ই দুষ্ট এই স্থানেই

আত্মগোপন ক'রেছে! আর আমি বিলম্ব ক'র্‌তে পার্‌চি না। পাপিষ্ঠের অত্যাচারে রাজ্য ছারখারে যেতে ব'সেছে! সুতরাং অবিলম্বেই তার বিধি-ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। তুমি এক কাজ কর, আমি গুহার মধ্যে প্রবেশ ক'রে পাপিষ্ঠের অনুসরণ করি গে, তুমি তৎক্ষণ এই গুহাদ্বার রক্ষা কর। আমার বিলম্ব হয়, তা হ'লেও তুমি আমার অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বে। আমি যাবৎ প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি অপেক্ষা ক'র্‌বে।

[বেগে প্রস্থান.

সুগ্রীব। যে আজ্ঞা আর্য্য! তাই ত, আর্য্য একাকী গুহামধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন, কিন্তু মায়াবীর মায়ায় আমার বড় ভয়! কি জানি, কোন্ মায়া প্রকাশে মায়াময় মায়াবী এই গুহামধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লে, তা কে বল্‌তে পারে? মধুসূদন, তুমিই আর্য্যকে রক্ষা কর। তিনি যাবৎ প্রত্যাবৃত্ত না হন, তাবৎ আমি এই স্থানে অপেক্ষা করি। ঐ অদূরে বটের তল, ঐ খানেই উপবেশন করিগে।

[প্রস্থান।

বেগে তারার প্রবেশ।

তারা। শুনিলাম লোকমুখে,

এসেছেন পতি এই পথে,

পতি যার পথে পথে,

পত্নী তার কোন্ সুখে—রহিবে আলয়ে!
কিবা সুখ তার অট্টালিকারত্নধনপরিজনে!
তাই আজ ভিখারিণী।

বেগে মানসীর প্রবেশ।

মানসী। কেন মাগো! কোন্ কার্য্যে আজি সন্ন্যাসিনী
পাগলিনী সমা ফের দেশে দেশে?
তারা। পতি ব্যস্ত দানব-সংগ্রামে,
নন্ স্থির গৃহে এক দিন,
তাই মা এ ভাবে রই।
মানসী। পুরুষের কাজ করিছে পুরুষ,
তুমি নারী অবলা সরলা,
শুধু শুভ চিন্তা তাঁর কর মা পূজায়!
তারা। পতিপূজা বিনা কোন পূজা না জানি জননি,
পতিসুখেদুঃখে তারার পরাণ,
পতি বিনা কোন ধ্যান আসে না যে মনে।
ক্লান্ত পতি দানব-মায়ায়,
সদা তাঁর বিমলিন মুখ,
পূজায় বসিলে মা গো সেই মুখ পড়ে মনে,
তারা-প্রাণ অমনি মা, হয় যে কাতর!
তবে কোন্ পূজা করিব জননি?

মানসী। রাজরাণী তুমি! সাজে না মা ভিখারিণী-বেশ
সাজে না মা দেশে দেশে ভ্রমণ তোমার,
ঐ অদূরে গিরির গুহা, তার মাঝে,
তব স্বামী সনে মায়াবীর হইতেছে রণ।
ভ্রাতৃ-ভক্ত সুগ্রীব সুজন রহিয়াছে গুহাদ্বারে দ্বারী!
পাবি না মা এবে দেখা তার!
আয় সতি! কোন ভয় নাই—
নিশ্চয়ই বালী করে হবে মায়াবী পতন!
নিশ্চয়ই হবে তাহে রাজ্যের মঙ্গল!
আয় মা সাধনাময়ি! আয় যাই—
দুই চারি কথা ক'য়ে তোরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(দণ্ডকারণ্য)

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য রামের আজ্ঞায়,
পূজ্যা দেবী জানকী সীতায়
অন্বেষণ করি দ্রুতপদে,
কিন্তু পদে পদে ঘটে অমঙ্গল,
কৈ দেবি, দেবি কৈ !
মাগো কোথা তুই ? দেবি ! দেবি !

[বেগে প্রস্থান।

বনদেব ও বনবালাগণের প্রবেশ।

গীত

বনদেবী। হায় হায় হায় কি হ'ল কি প্রমাদ ঘটিল রে।
বনদেব। রাবণ আসিল সীতায় হরিল, কাননশূন্য করিল রে।

বনবালা। কত যে আবেগে কাঁদিনু আমি গো—ফেলিয়ে তপ্ত অশ্রুনীর,

বনদেব। পাষাণ ফাটিল ব্যথায় আমার তবু রাবণ রহিল স্থির,

বনবালা। কাঁপিল কানন সীতার রোদনে দেবকুল হ'ল অধীর,

বনদেব। এ কানন-রাজ্য হইল শ্রীহীন হইয়ে সীতাবিহীন রে,

বনবালা। আজ মাতৃহারা মোরা—কানন শ্মশান, মা নাই, মা নাই,

সীতা নাই, সীতা নাই রে।

লক্ষ্মণ। না না কোথাও না পাই দেবীর দর্শন—

পাতি পাতি করি বন ভ্রমিনু সকল-

কৈ কোথা মাগো—দে উত্তর,

লক্ষ্মণ কাতরে ডাকে—তোরে,

বল্ মোরে কোথা র'স্ তুই ?

বল্ বন, বল্ তরুলতা,

কোথা দেবী স্বর্ণময়ী সীতা,

কোথা সেই রামের জানকী,

লক্ষ্মণের ধ্যানময়ী দেবী ?

দেবি ! দেবি ! কৈ, না পেনু উত্তর,

রঘুবর করেন রোদন, যাই আর্য্য !

এখনও পাই নাই দেবীর সন্ধান।

[বেগে প্রস্থান।

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম। লক্ষ্মণ রে! ভাল ক'রে পদ্মবন অন্বেষণ কর্ ভাই,
শোভনা সীতা বোধ হয় আমারই তৃপ্তির জন্য পদ্ম চয়নে গমন

ক'রে থাক্‌বেন, না, তা ত নয়। লক্ষ্মণ! আমারই যে ভ্রম হ'চ্চে, প্রিয়তমা যে আমার চিরভীরুস্বভাবা, আমাকে ভিন্ন কখনই যে একাকিনী পদ্ম চয়নে বহির্গত হ'তেন না। তবে গোদাবরী-পুলিন অন্বেষণ কর। বোধ হয় পুণ্যতোয়া গোদাবরী-সৈকতে পুণ্যময়ী দেবী আমাদের কুটির আগমনে বিলম্ব দেখে উন্মনস্ক হ'য়ে বিচরণ ক'র্‌ছেন।

লক্ষ্মণ। পুণ্যশ্লোক আর্য্য! একবার নয়, শত সহস্রবার বোধহয় সেই গোদাবরী-তীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করেছি। "আর্য্যে কোথায়" "আর্য্যে কোথায়" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে নদী-সৈকত-ভূমি শব্দময়ী ক'রে তুলেছি! আকাশ, বন, গিরিনির্ঝর, এমন স্থান নাই যে, যেখানে লক্ষ্মণের অপ্রতিহত গতি কোনরূপে রুদ্ধ হ'য়েছে। কিন্তু কৈ আর্য্য! কোন স্থানে ত সাবিত্রীরূপিণী মহা-দেবীর দর্শন লাভ হ'ল না!

রাম। বলিস্ কি লক্ষ্মণ! অশোক তরু-মূলে গিয়েছিলি কি ভাই! প্রিয়ার যে আমার অশোকের শান্তিময় তল অতি মধুর শান্তির আকর। বোধ হয়, তাই হবে, শোকনাশক অশোক তরু-মূলেই বোধ হয় প্রিয়া আমার শান্তি লাভের জন্য গমন ক'রে থাক্‌বেন। চল্ ভাই লক্ষ্মণ, আমিও তোর সঙ্গে যাই। এই যে সেই নভস্পর্শী লতা পল্লব-কুসুম-শোভিত কদম্ব তরু! হে কদম্ব বল বল, আমার সেই প্রিয়তমা মনোহর-বদনা সীতার যে তুমি অতি প্রিয়, তুমি কি ব'ল্‌তে পার? সেই পীতবর্ণ কাষায়বসনপরি-ধারিণী প্রিয়তমা জনকনন্দিনী সীতাকে কি তুমি দেখ নাই?

ভাই রে! ঐ নয়, ঐখানে তিলক বৃক্ষ, তিলকপ্রিয়া সীতার আমার তিলক বৃক্ষ যে অতি প্রিয়। তাই বলি, হে তিলক! তুমি অবশ্যই আমার তপস্বিনী সীতার বিষয় অবগত আছে। বল, বল, সেই চারুহাসিনী বরবর্ণিনী মিথিলারাজ-নন্দিনী কমললোচনা সীতা আমার কোথায়? লক্ষ্মণ রে! ঐ নয় কুরঙ্গ কুরঙ্গী সকল উর্দ্ধশ্বাসে গমন ক'র্ছে? জিজ্ঞাসা কর ভাই, জিজ্ঞাসা কর, ওরা কুরঙ্গশিশু-নয়না সীতার আমার অতি প্রিয় বস্তু. নিশ্চয়ই ওরা আমার সীতার সংবাদ ব'ল্তে পার্বে। নয় চল, চল. আমরা ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাই, ওরা বোধ হয় আমাদিগে আমার সীতাকে দেখাবার জন্য ঐ বনপথে ছুটে যাচ্চে! না, শুনলে না, সব চ'লে গেল! যারা রৈল, তারাও নীরব! লক্ষ্মণ! তবে আমার প্রিয়তমা বৈদেহী সীতা কোথায়? ভাই রে, তবে কি তাঁকে কেউ হরণ ক'রেছে, না এই ভীষণ হিংস্রজন্তু-সমাকুল অরণ্যমধ্যে কোন হিংস্র জন্তু সীতাকে আমার ভক্ষণ ক'রেছে!

লক্ষ্মণ। কাকুৎস্থ করুণাময় প্রভো! আপনি অনর্থক শোকে কাতর হবেন না, আসুন, আমরা আরও অন্বেষণ করি, হয় ত তিনি আমাদিগকে ভয় দেখাবার জন্য অথবা আপনি তাঁকে কতদূর ভালবাসেন এবং আমি তাঁকে কিরূপ ভক্তি করি, তাই পরীক্ষার জন্য সেই বনশোভাদর্শনে নিতান্ত আগ্রহান্বিতা দেবী কোন বিশেষ ভাবে লুক্কায়িত আছেন।

রাম। ভাই রে! একথাও অসম্ভব নয়! সীতে! সীতে! ভদ্রে! ভদ্রে! ঐ যে—ঐ যে তুমি অশোক তরুতলে অশোক

পুষ্পসুশোভিতা হ'য়ে আত্মগোপন ক'রে রয়েছে? চারুশীলে! আমি যে তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছি; আর ত তোমার পরিহাস করা চলে না। ঐ যে তোমার কদলীযুক্ত কদলী বৃক্ষের ন্যায় উরু! ঐ যে তোমার ইন্দীবর তুল্য নীলপদ্ম চক্ষু। তবে দেবি! আর তুমি আত্মগোপন ক'র্‌ছ কেন? ঐ যে তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে কর্ণিকার বনে ভ্রমণ ক'র্‌ছ! আমি তোমায় যে পলকে পলকে দেখ্‌তে পাচ্চি। বিশাললোচনে! শীঘ্র এস,দেখ না যে তোমার বিরহে রামের আজ কি অবস্থা! দীন, আতুর, বুদ্ধিহীন চৈতন্যশূন্য, স্পন্দহীন হ'য়ে প'ড়েছি। প্রিয়ে! আমার নিকট এরূপ পরিহাস তোমার ন্যায় পতিপরায়ণা রমণীর ত উচিত নয়। সীতে! সীতে! কৈ লক্ষ্মণ! কৈ! ভাই রে, সীতা নিশ্চয়ই রক্তপায়ী রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক হৃতা বা ভক্ষিতা হ'য়েছেন, কেন না আমার এরূপ কাতরতায় পতিপ্রাণা সীতা কদাচ পরিহাসচ্ছলেও আমাকে উপেক্ষা করতে পার্‌তেন না।

লক্ষ্মণ। দেবি! দেবি! কোথায় আপনি? উত্তর দিন? দাস লক্ষ্মণ আপনার অদর্শনে যে বড়ই ব্যথিত হ'য়েছে! মাতৃ-রূপিণি দেবি! আমি যে আপনার স্নেহে মাতা সুমিত্রার অকৃত্রিম স্নেহও বিস্মৃত হ'য়েছিলাম! দয়াময়ি! পুণ্যবতি! তবে আজ আপ-নার সে স্নেহ কোথায়? কেমন ক'রে লক্ষ্মণের স্নেহ বিস্মৃত হয়ে-ছেন! কেমন ক'রে পতিপ্রাণা হ'য়ে আর্য্য রামচন্দ্রকে এই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন দেখে নিশ্চিন্ত আছেন? আর্য্যা! কোথায় আপনি? মা! কোথায় আপনি! আমি ত জ্ঞানকৃত আপনার কোন

অপ্রীতিকর কার্য্য করি নাই ; যে মুহূর্ত্তে আপনি মায়াবীর মায়ায় আর্য্যের আসন্ন বিপদ অনুমান ক'রে আমাকে তাঁর অনুসন্ধানে বাহির হ'তে ব'লেছিলেন, আমি ত সেই মুহূর্ত্তেই আপনার আজ্ঞা বেদস্বরূপ জ্ঞান ক'রে বেদময়ী মহাদেবি! আপনার মহাআজ্ঞা পালনে বহির্গত হ'য়েছিলাম, তবে আপনি আমার কোন্ অপরাধে আমাদের এত কাতর আহ্বানেও কর্ণপাত ক'র্‌ছেন না? যদি অজ্ঞানে কোন ত্রুটী ক'রে থাকি, তা হ'লে ত মা সুমিত্রা অযোধ্যা হ'তে আস্‌বার সময় আমাকে আপনার পদে সমর্পণ ক'রে দিয়েছিলেন। দেবি! আমি যে আপনার সন্তান, সন্তানের ত্রুটীতে এত ক্রোধ করা কি দয়াময়ী মায়ের কর্ত্তব্য? আর্য্যে! উত্তর দিন, এখনও উত্তর দিন! আমি যে আপনার অদর্শন-যাতনা কিছুতেই সহ্য ক'র্‌তে পার্‌চি না! দেবি! আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে যে পৃথিবী অন্ধকারময় দেখ্‌চি। দিক সকল শূন্য বোধ হ'চ্চে!

রাম। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ্! ঐ হরিণ সকল অশ্রুপূর্ণনয়নে যেন আমাকে ব'ল্‌ছে যে, "রাক্ষসগণ সীতাদেবীকে ভক্ষণ ক'রেচে! হা আর্য্যে! কোথায় তুমি! হা সাধ্বি! কোথায় তুমি? হা পতিব্রতে! কোথায় তুমি? হায়! হায়! ভাই রে লক্ষ্মণ, এতক্ষণে বুঝ্‌লেম যে এতদিনের পর কৈকেয়ী মায়ের মনোরথ সফল হ'ল! হায় রে! যে সীতার সহিত আমি বাটী হ'তে বহির্গত হ'য়ে বনবাসে এলাম, আজ সেই সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে কেমন ক'রে চতুর্দ্দশ বৎসর পরে অযোধ্যানগরে প্রবেশ ক'র্‌ব! লক্ষ্মণ! তখন যে আমাকে সকলে নির্দ্দয় হীনবীর্য্য ব'ল্‌বে। বনবাস অবসানে

যখন বিদেহরাজ-রাজর্ষি জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন, তখন আমি তাঁকে কেমন ক'রে মুখ দেখাব? তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সীতাবিহীন দেখে কন্যা বিনাশে সন্তপ্ত হ'য়ে মোহ প্রাপ্ত হবেন। হায় রঘুকুলগৌরব পিতা, আপনি যথার্থই স্বর্গগত হ'য়ে কৃতার্থ হ'য়েছেন। না, না ভাই, আমি আর ভরতপালিত অযোধ্যায় যাব না, স্বর্গও যদি সীতারহিত হয়, তা হ'লে তাও আমার মতে শূন্য, রাজত্ব ত কোন্ ছার, লক্ষ্মণ! রাজ্য ত কোন্ ছার!

লক্ষ্মণ। সকলই বুঝ্‌তে পারছি আর্য্য! তথাপি শোকত্যাগ ক'রে ধৈর্য্য ধারণ করাই মহত্ত্বের লক্ষণ! হে গুণনিধান রামচন্দ্র! আপনি এত অস্থির হ'লে আমাকে সান্ত্বনা দেবার কে আছে?

রাম। সীতাশূন্য রামের আর কি শক্তি আছে ভাই লক্ষ্মণ, যে, তোমাকে আর সে সান্ত্বনার বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌বে! না, লক্ষ্মণ, তা হবে না, এখনও ভাল ক'রে সকলকে জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে। কেউ না কেউ অবশ্যই আমার সীতার সংবাদ জানে! ভাই! চল, চল, বিশেষরূপে অন্বেষণ করি!

[উভয়ের প্রস্থান।

বিধাতাপুরুষের প্রবেশ।

গীত

বিধাতা। কেন লিখিতে ব'লেছিলে হে আমারে, ওহে ভাগ্যলিখনকারী—দাসে।

(রাম হে—প্রভু হে—মুকুন্দমুরারি)

কি লিখিতে কি লিখিনু, লিখনবচন এহি, হরি—আঁখি ভাসে।

এই কি লিখেছিনু পরব্রহ্ম, ভাগ্যফলকে তব—
চৈতন্যরূপিণী সীতা তুমি হারাবে.
এ ত লেখা নয় হে শ্রীবাস, তোমারি লিখন হরি,
তোমারি লিখনে তুমি কাঁদ হা হা রবে,
শুধু নিমিত্তের ভাগী করিলে আমারে,
ওহে নিমিত্তকারণ. এও দেখিতে হইল শেষে॥
কে তুমি হে রাম, জান কি হে তুমি বৈকুণ্ঠের নিত্যধন—
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী বনমালী,
অযোধ্যায় রাঘব, গোলোকে কেশব, ভক্তের মাধব,
হ'য়ে গোপীপ্রাণধব,কর চতুরালী,
কভু লও বাঁশী, কভু ধর অসি, কভু হে ধনুকধারী,
কভু কাল রূপে কর ভুবন আলো, বিহর ভক্ত মানসে॥

[প্রস্থান।

রাম ও লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ।

রাম। গোদাবরীকে জিজ্ঞাসা করি ভাই! গোদাবরি! সন্তপ্ত দীনভাবাপন্ন রামকে উত্তর দানে অতিথি সৎকার কর। বল—সীতা কোথায়? উত্তর দাও রাম তোমার দ্বারে আজ অতিথি। ভাই লক্ষ্মণ! এত ক'রে ব'ল্‌ছি, তবু ত স্নেহময়ী গোদাবরী নদী আমায় কিছু ব'ল্‌ছেন না? হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি নয় বল, তুমি ত উচ্চশৃঙ্গে এ বনভূমি সকল নিরীক্ষণ ক'র্‌ছ, তুমি বল, কোথায় আমা হ'তে বিচ্ছিন্না হেমাঙ্গী হেমপ্রভা সীতা? কি, ব'ল্‌বে না? কিন্তু ব'ল্‌তে হবে. যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমার সানুসকল

বিধ্বংসিত না করি, সেই সময়ের মধ্যে আমার সতীর সংবাদ তোমায় বল্‌তে হবে। রে গোদাবরি! তুমি যদি আমার সীতার সংবাদ না বল, তা হ'লে নিশ্চয়ই জেন' আমার শরানলে আজ তোমার শুষ্ক হ'তে হবে! কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পারবে না! বল, বল, যে যেখানে আছ, রামের সীতাকে কে কে দেখেছ, তাই শীঘ্র বল? একি? লক্ষ্মণ! একি? এই যে সীতার ভূষণের স্বর্ণখণ্ড! এই যে সীতার গলস্থ বিবিধমালা ছিন্নভিন্নভাবে পতিত! একি ভাই! ভূতলের চতুর্দ্দিক যে স্বর্ণবিন্দুর ন্যায় বিচিত্র রক্তবিন্দুসমূহে রঞ্জিত! লক্ষ্মণ রে! এতক্ষণে বুঝ্‌লেম আর আমার সীতা নাই! নিশ্চয়ই কাম-রূপী রাক্ষসেরা বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে ছেদন ক'রে বিভাগ পূর্ব্বক ভক্ষণ ক'রেছে। নিশ্চয়ই সীতার জন্য এখানে কোন দুই রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম হ'য়েছিল, তা না হ'লে এই ভূতলে পতিত মুক্তামণিখচিত বিভূষিত মনোহর ভগ্নধনু কার? বিশীর্ণ স্বর্ণময় কবচ, উৎকৃষ্ট মাল্যশোভিত শত শলাকাবিশিষ্ট ছত্র কার? দেখ, দেখ, এই ভগ্নদণ্ড রথ কার? এই রথাক্ষপরিমিত কাঞ্চনভূষিত ভীষণ নষ্ট বাণ সকল কার? ভাই রে, আর এই যে অশ্ব-চালন-যষ্টি ও রশ্মিধারী সারথি নিহত হ'য়েছে, এ সকল কার? এই যে—এই যে কার পদচিহ্ন! ভাই রে, এ যে রাক্ষসের পদচিহ্ন! নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই ভাই, প্রাণাধিকাকে আমার রাক্ষসে ভোজন বা অপহরণ ক'রেছে, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মণ! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ভাই, যখন প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমা সীতাকে পাপাত্মারা হরণ বা ভক্ষণ ক'র্‌লে, তখন দেবগণ আমার

কি হিতকর কার্য্য সম্পাদন ক'র্লেন ? লোকে অজ্ঞানতা বশতঃই দেবগণের অভীপ্সিত কার্য্য না ক'রে থাকে, কিন্তু আমি ত কোন কালে দেবগণের অপ্রীতিকর কার্য্য করি নাই। তাই বুঝি দেবগণ আমাকে হীনবীর্য্য জ্ঞান করেন ? কিন্তু দেখ ভাই লক্ষ্মণ ! গুণও আজ আমাতে দোষরূপে পরিণত হ'ল। তাই হোক, যুগান্তকালীন মহাসূর্য্য যেমন চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণসকল নষ্ট ক'রে উদিত হন, সেই-রূপ আমার তেজ সমস্ত গুণ সংহার ক'রে দুরাত্মা রাক্ষসদিগের —এমন কি সমস্ত প্রাণীর সংহারার্থে প্রদীপ্ত হবে ! লক্ষ্মণ ! যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর বা মানব—কেহই আজ সুখী হ'তে পার্বে না। লক্ষ্মণ ! দেখ, অবিলম্বে আমার শরসমূহে আকাশসকল সমা-কীর্ণ হবে। গ্রহসঞ্চার ও চন্দ্রোদয় নিবারিত, নির্ম্মল বায়ু বিনষ্ট সাগর শোষিত, সূর্য্যকিরণ রুদ্ধ, পর্ব্বত-শৃঙ্গ সকল বিচূর্ণ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সকলই ধ্বংসীভূত হবে। এখনও ব'ল্ছি, যদি দেবতারা এখনও আমার প্রাণাধিকা সীতাকে প্রত্যার্পণ না করেন, তা হ'লে আমার আকর্ণসন্ধান বাণসমূহে—এই দেখ লক্ষ্মণ ! এই মুহূর্ত্তে কি প্রলয়ঙ্করী ঘটনা সংঘটিত হয়, তাই দেখ ! দাও দাও, এখনও আমার প্রাণপ্রতিমা সতী সীতাকে দাও ! (বল্কল, অজিন ও জটাবন্ধনোদ্যোগ)।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) একি ! আর্য্যের যে এ সাক্ষাৎ ত্রিপুরবিনাশী ক্রুদ্ধ রুদ্রমূর্ত্তি ! আরক্ত নয়ন, স্ফুরিতাধর ঘন ঘন কম্পিত হ'চ্ছে !

রাম। এই লক্ষ্মণ, এইবার হ'য়েছে, দাও আমার ধনু। (ধনুগ্রহণ) যেমন জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধির গতি প্রতিহত হয় না,

তেমনি আমার ক্রুদ্ধগতির গতি কেহই প্রতিহত ক'র্‌তে পার্‌বে না! তবে আমি এখন ব'ল্‌ছি, আমার সুদতী অনিন্দিতা সীতাকে তোমরা এখনও দাও। যদি সচরাচর ত্রিলোক এমন কি সমস্ত জগত বিমর্দ্দিত দেখ্‌তে কারো ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে এখনও ব'ল্‌ছি, আমার প্রাণের প্রাণ সীতাকে দাও। (জ্যাকর্ষণ)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) একি, মূর্ত্তি আরও যে ভয়ঙ্কর! শ্যামল নব দূর্ব্বাদল ভেদ ক'রে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল একত্রীভূত হ'চ্চে! আর ত পৃথিবী ধ্বংসের ক্ষণ মুহূর্ত্ত বিলম্ব নাই! (প্রকাশ্যে,— (রামচন্দ্রের পদ ধারণ পূর্ব্বক) দাদা, দাদা, আপনি যে চন্দ্রের লক্ষ্মী, সূর্য্যের প্রভা, বায়ুর গতি, পৃথিবীর ক্ষমা, আপনাতে যে সমুদয় গুণ ও অনুপম যশ সততই রক্ষিত! তবে আবার আজ একি ভাব! রঘুনন্দন, আপনি যে সমস্ত প্রাণীর রক্ষক এবং তাদের পরম গতি। তখন একজনের জন্য সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসে উদ্যত হ'য়েছেন কেন? পৃথিবীপতে! অবশ্যই পৃথিবীস্থ সমুদয় লোকেই সীতা ভক্ষণ বা সীতা হরণ পূর্ব্বক আপনার শত্রুতা সাধন করে নাই, তখন বিনা কারণে পৃথিবী ধ্বংস করা ত আপনার ন্যায় মহানুভবের বিহিত বোধ হয় না। আর্য্য! দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় মহারাজ দশরথ মহাতপস্যায় ও মহাযজ্ঞে যে আপনাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন, তিনি আপনার গুণে বাধ্য হ'য়ে আপনার বিয়োগেই স্বর্গ গমন ক'রেছেন, তা হ'লে কাকুৎস্থ, আপনি যদি এই উপস্থিত দুঃখ সহ্য না ক'র্‌বেন, তা হ'লে অল্পপ্রাণ আর কে সহ্য ক'র্‌বে?

রাম। তবে লক্ষ্মণ! ভাই রে! কি করি, কোথায় যাই! কেমন ক'রে সীতাকে পাই, তারই সুযুক্তি কর্ ভাই!

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আসুন, আমরা এই বহুবৃক্ষলতাসমাবৃত রাক্ষসগণসমাকীর্ণ জনস্থানসকল বিশেষভাবে পুনর্ব্বার অন্বেষণ করি গে। এ স্থানে অনেক গিরি, দুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণখণ্ড, কন্দর, নানামৃগসমাকুল ভয়ঙ্কর গুহা, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের বাস আছে। আসুন আর্য্য! আমরা স্থিরভাবে সেই সকল স্থান পুনর্ব্বার পর্য্যটন ক'র্‌তে থাকি! দেখুন, দেখুন আর্য্য! ঐ পর্ব্বত সানুদেশে পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় এক পক্ষী ভূতল শায়িত, দেখ্‌তে পাচ্চেন কি?

রাম। ভাই রে, ভাই রে, পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই রাক্ষস। দুরাচার মায়াবলে পক্ষী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমার প্রাণাধিকা বিদেহ-রাজনন্দিনীকে নিশ্চয়ই ভক্ষণ ক'রেছে! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখ লক্ষ্মণ! আরে দুরাচার, ক্ষণেক অপেক্ষা কর্, ক্ষণেক অপেক্ষা কর্, আমি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রদীপ্তফলক ঋজুগামী বাণ দ্বারা তোর পাপকার্য্যের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'র্‌চি দেখ্!

(বাণ সংযোজন)

জটায়ু। (ভূমিতে পতিত থাকিয়া) নবদূর্ব্বাদল-বরণ রাম! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ! ধনুর্ব্বাণ সংযত কর। আমার উত্থানশক্তি রহিত! কণ্ঠবায়ু রুদ্ধ হ'য়ে আসচে। বাণ নিক্ষেপ ক'র না। দুরাত্মা রাবণ সেই অযোনিজা লক্ষ্মীরূপিণী সীতা ও আমার প্রাণ উভয়কেই হরণ ক'রে নিয়ে গেয়েছে! যাই রাম! দাঁড়াও, ভাল ক'রে দাঁড়াও! দুরাত্মা, মাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, সন্তান

আমি তা দেখ্‌তে পেয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলাম। আমার যুদ্ধেই পাপিষ্ঠের রথ ভগ্ন হ'য়ে ভূতলে পতিত র'য়েচে। আমার পক্ষাঘাতে ঐ যে পাপাত্মার সারথি নিহত হ'য়েছে। দুরাত্মা রাবণ আমার দুই পক্ষ ছেদন ক'রেছে। হায় রাম! আমি পুর্ব্বে রাক্ষস হস্তে নিহত হ'য়েচি, আর কেন তোমার ভুবনধ্বংসী বাণ তুমি যোজনা ক'রছ? আমি তোমার পিতৃবন্ধু, নাম জটায়ু।

রাম। কি কি বল্লে পক্ষিরাজ! তুমি আমার প্রিয়বাদিনী প্রাণাধিকা সীতার জন্য এরূপ ভাবে আত্মোৎসর্গ ক'রেছ? তবে দাও, দাও, আমায় প্রাণভ'রে আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন প্রদান) ধন্য, ধন্য পক্ষিরাজ! তোমার পক্ষি-জীবন ধন্য। (শুশ্রূষা করণ) লক্ষ্মণ! ভাই রে! দেখ্‌ছিস্, আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর এ সংসারে কে ভাই! রাজচ্যুত-বনবাসী হ'য়েছিলাম, এখন আবার পত্নীহারা হ'য়ে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী চির সুহৃদ্ এই গৃধ্রশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে হারালাম। রাজ্যচ্যুতিতে, বনবাসে আর সীতাবিয়োগে যে যন্ত্রণা না অনুভূত হ'য়েছিল ভাই, আমার জন্য এই পক্ষীর প্রাণবিয়োগে তদপেক্ষাও দারুণ দুঃখ উপস্থিত হ'য়েছে!

লক্ষ্মণ। সত্যই আর্য্য! জ্ঞানবান সাধুদিগের কথা ব'ল্‌ছি না, পক্ষিগণের মধ্যেও এরূপ দুর্ব্বলের আশ্রয়, আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণস্বরূপ শৌর্য্যশালী ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধু দর্শন ক'রে বাস্তবিকই চমৎকৃত হ'তে হয়!

জটায়ু। গুণময় রাম! আজ আমার সকল সার্থক। পক্ষি-জন্ম হ'তে মুক্ত হ'য়ে চল্লেম। রঘুনন্দন! আর আমার অধিক

বিলম্ব নাই, প্রাণবায়ু রুদ্ধ হ'চ্চে। নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত হ'চ্চে। কাকুৎস্থ! চিন্তিত হও না, দুরাত্মা রাবণ বিন্দ্ লগ্নে মাকে আমার হরণ ক'রেছে, সুতরাং মৎস্য যেরূপ বড়িশ গ্রহণ ক'রে অচিরে বিনষ্ট হয় তদ্রূপ পাপাত্মা রাবণেরও ধ্বংস হবে। লোকাভিরাম রামচন্দ্র! চল্লেম, আজ পরোপকারে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে পরম আত্মতৃপ্তি লাভ ক'রে হাসতে হাস্‌তে চল্লেম। করুণানিদান! হৃদয়ে শক্তি দাও, হৃদয়াসনে তোমায় আমি যেন স্থান দিয়ে যেতে পারি! দৃষ্টিশক্তি দাও, আমার নয়নতৃপ্তিকর নবদূর্ব্বাদল রূপ যেন ভাল ক'রে দর্শন ক'র্‌তে থাকি। হে করুণানিদান, আমার এই কর! রাম—রাম—রাম—

গীত।

এই ক'র হে প্রভু রাম মম এ নিদানে।
এই দীন হীনে, ও রূপ দেখিতে দেখিতে যেন পারি হে যাইতে,
তোমার নিত্য শান্তি-ধাম বৈকুণ্ঠ ভবনে॥
আমার পঞ্চভূতবিনির্ম্মিত, এ দেহ হবে গত,
তার যাহা সারভূত, তারে শান্তি দাও:—
তুমি সর্ব্বভূতে আত্মারাম, তাহা আমি জানি রাম,
তাই হে শরণ নিলাম তোমার চরণে।
তোমার অংশ তোমায় যাবে, জলে জল মিশাইবে,
এর চেয়ে কি শান্তি ভবে, আছে দয়াময়:—
রাম জয় রাম জয়, ঘুচিল যমের ভয়, ঘুচিল জঠরভয় আমার এতদিনে॥

(মৃত্যু)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরম মিত্রের জীবন-সূর্য্য অস্তে গেল! আত্মোৎসর্গী মহাপুরুষ! তোমার আশ্চর্য্য চরিত্র লোকশিক্ষার আদর্শ উদাহরণ। যারা পরের জন্য বিনা স্বার্থে আপনার জীবন এরূপ ভাবে বিসর্জ্জন দিতে পারে, কে সে পক্ষিদেহধারী অমর-দেবতা? সে রত্ন কখন মর্ত্ত্যের নয়, স্বর্গীয়-ভাবাপন্ন আদর্শ দেবতা। যাও মিত্র, যাও সুহৃদ্‌, যাও বন্ধু, যাও দেবতা, তোমার জন্য নারায়ণের শ্রীবৈকুণ্ঠ-দ্বার চির উন্মুক্ত, হাস্‌তে হাসতে চ'লে যাও!

রাম। যাও ভক্ত গৃধ্ররাজ! আজ দুর্ভাগ্য রামের এ বিপদে, প্রাণাধিকার সংবাদ দিয়ে যে উপকার ক'রে গেলে সে উপকার, সে কৃতজ্ঞতা, জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না। তার যথার্থ পুরস্কার তুমি লাভ কর। তোমার পবিত্র আত্মার যথাবিহিত সদ্গতি হ'ক্‌। এ শোকময় রামচরিতের মধ্যে তোমার নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের পবিত্র কাহিনী অনন্তকালের জন্য বিদ্যুতাক্ষরে লিখিত থাক্‌বে। ভক্ত জটায়ু, পিতৃবন্ধু জটায়ু, যাও—আনন্দ লাভ কর গে যাও। সে আনন্দ তোমার গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় ব্রহ্ম-মন্দির হ'তে অনন্তকালের জন্য প্রবাহিত হ'তে থাক্‌বে। এখন এস ভাই লক্ষ্মণ, এই মাননীয় পূজনীয় পরোপকারী পিতৃবন্ধু জটায়ুর পবিত্র জড়দেহের যাতে সৎকার হয়, তাই করি এস। ইনি যখন আমাদের জন্য আপনার অমূল্য জীবন পরিত্যাগ ক'রেছেন, তখন ইনি আমার পিতা দশরথের ন্যায় পূজ্যাস্পদ। সুতরাং আমি অগ্নি উৎপাদন ক'রে এই পরম মিত্র গৃধ্ররাজের সৎকার

ক'র্ব। এই পক্ষিশ্রেষ্ঠকে আমি চিতায় স্থাপন ক'রে দগ্ধ ক'র্ব। আর ভাই, পুত্রের ন্যায় পিণ্ডদান, তর্পণাদি—পুত্রের অবশ্য পালনীয় কার্য্যগুলি বিশেষভাবে সম্পন্ন ক'র্ব। চল ভাই লক্ষ্মণ! অগ্রে অদূরে এই মৃত দেহ ল'য়ে যাই চল। তার পর জীবনের শোণিত বিনিময়ে সীতা-উদ্ধারের চেষ্টা করা যাবে।

লক্ষ্মণ। তাই চলুন আর্য্য।

[উভয়ে জটায়ুর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বনপথ)

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, ভগবতী ও মানসীর প্রবেশ।

মহাদেব। দেখছেন পদ্মযোনি! কমললোচন প্রভুর আমার বনবাস-যাতনা কিরূপ মর্ম্মভেদী! করুণানিদান কাকুৎস্থ রামের করুণ রোদনে আজ বনের পশুপক্ষীও কাঁদ্‌ছে। এখনও যা হয় করুন। আর আমি কিছুতেই প্রভুর অবস্থা দেখে স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না। পদ্মযোনি। পিতামহ! যদি দেবগণের দুর্গতি মোচ-নের জন্যই রাবণবধের আবশ্যক হয় এবং সেই জন্যই যদি প্রভুকে আমার এই যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে হয় অনতিবিলম্বেই রাবণবধ ক্রিয়া সমাহিত করুন, নয় চলুন, মায়াময় হরির মায়ার

ভাব দূর ক'রে বৈকুণ্ঠ-বিহারীকে বৈকুণ্ঠে ল'য়ে যাই। আর নয়, বলুন—রুদ্র! তোমার রুদ্র তেজে পৃথিবীর সকল ভারের ধ্বংস কর। তা প্রভুর জন্য ক'র্‌ব, কিছুতেই কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ হ'ব না।

ব্রহ্মা। ভোলা, ভক্তের হৃদয় এইরূপই বটে। কিন্তু মহেশ্বর, রাবণবধের যে এখনও অনেক বিলম্ব। কেবল মাত্র রাম বনবাসে ও সীতাহরণে সে নাটকের দুইটী গর্ভাঙ্কের পরিসমাপ্তি হ'য়েছে। অবশিষ্ট সবই।

মহাদেব। কি ব'ল্লেন পিতামহ! রাবণবধের এখনও অনেক বিলম্ব? এখনও প্রভুকে আমার সাংসারিক ঘটনায় এইরূপে অনেক চক্ষের জল ফেল্‌তে হবে? হা প্রভো রাম! হা দয়াময় জনার্দ্দন! হা বৈকুণ্ঠবিহারি! এতই যদি লীলার আবশ্যক ছিল, তা হ'লে দাসকে কেন সঙ্গে নিলেন না? হা রাম! হা রাম! তাহ'লেও ত লীলার সহচর হ'য়ে ঐ রোদনের সঙ্গে রোদন ক'রে অনেক জ্বালার তৃপ্তিলাভ ক'র্‌তে পার্‌তাম প্রভো! (রোদন)

মানসী। মা, দেখ্ মা, পিতার চক্ষের জল দেখ মা!

দুর্গা। মা, মানসী, কঠিনা পাষাণী নইলে কি জগতে লীলাময়ী নাম ধারণ ক'র্‌তে পারি মা!

ইন্দ্র। বিধিদাতা পিতামহ! আমাদেরও যে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল! আর ত রামভক্ত ত্রিলোচনের ত্রিনয়ননিঃসৃত অশ্রুধারার মহাবেগ দর্শন করা যায় না। এখনও রাবণবধের বিলম্ব কি জন্য তাই বলুন?

ব্রহ্মা। সহস্রলোচন! মাত্র যদি রাবণবধের কারণ নারায়ণের রামাবতারের উদ্দেশ্য হ'ত, তা হ'লে কোন বিলম্বেরই কারণ হ'ত না। কিন্তু তা যে নয়! ঐ দেখ্‌চ না বৎস! মহামায়া আদ্যাশক্তি দেবী জগজ্জননী মহাদেবী কি জন্য আজ কৈলাস ত্যাগ ক'রে পাগল ভোলার সহচরী হ'য়েছেন, তার কি কারণ কিছু বুঝেছ?

ইন্দ্র। বল্ মা কাত্যায়নি, কি কারণে তুইও আজ গৃহত্যাগিনী হ'য়েছিস, অগ্রে তাই বল্ মা!

দুর্গা। বাছা ইন্দ্র! আমার গৃহত্যাগের বহুবিধ কারণ হ'য়ে প'ড়েছে। রামভক্ত পাগল মহেশ্বর প্রভু রামচন্দ্রের নিদারুণ অবস্থা দেখে আত্মহারা হ'য়েছেন, শীঘ্রই যাতে রামলীলার অবসান হয়, তারই পন্থা অন্বেষণ ক'রচেন। কিন্তু বাছা, তা হ'লে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল কৈ! আমি যে তারাকে আদর্শসতী ক'র্‌বার জন্য তার দ্বিপতির ব্যবস্থা ক'র্‌লাম, তারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল কৈ?

মহাদেব। দুর্গে! তোমার ইচ্ছা পূর্ণের জন্যই যদি প্রভুকে আমার এই সকল যাতনা সহ্য ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে বল, কি ক'র্‌লে শীঘ্রই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়, তাই নয় করি।

দুর্গা। উত্তম, তা ক'র্‌লে ত সকল বালাই চুকে যায়! কৈ কর দেখি! বালীগতপ্রাণ সুগ্রীব আর সুগ্রীবগতপ্রাণ বালীর প্রাণকে ভেদ কর দেখি? তাদের এই ভ্রাতৃ-প্রণয় ভেদ ক'র্‌তে না পারলে যে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয় না! আর আপনাদের প্রভুও যে রাবণবধের পথে অগ্রসর হ'তে পারেন না।

মানসী। কেন পিতা, আপনার কি স্মরণ হ'চ্চে না যে, রাবণবধের পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত বালীর সংহার আবশ্যক!

ইন্দ্র। সে বালীবধ ত প্রভুই ক'র্‌বেন মা!

দুর্গা। বাছা ইন্দ্র! সে বালীবধের সূচনা কোথায়? সুগ্রীব আর বালী যে অভিন্নভাবে জগতে বিহার কর্‌ছে! ঐ দেখ, ঐ দেখ পর্ব্বত গুহাদ্বারে ভ্রাতৃভক্ত জ্ঞানবীর সুগ্রীব অনাহারে, অনিদ্রায় ভ্রাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনে নিযুক্ত। এ জগতে এখনও কার' সাধ্য নাই যে, ভ্রাতৃভক্ত সুগ্রীবকে এ স্থান হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন করায়! আমি মায়ায় এক বৎসর বালীকে ঐ গুহামধ্যে মায়াবীর সহিত যুদ্ধে বিব্রত ক'রে রেখেছি! কিন্তু আর পারি না; এইবার কামরূপী বানর বালীর অসীম তেজে মায়াবী দৈত্য হত্যা হবে, তারপর বালী এসে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হ'লে—তখন উপায়? ভেবেছ কি ইন্দ্র! কি বিষম চিন্তায় আমি চিন্তিত? আরও, তারা যে দুই পতিকেই একরূপ চিন্তা ক'র্‌ছে, তারও পরীক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু এই সুযোগ। সুগ্রীব যদি বালীর মৃত্যু হ'য়েছে জেনে ফিরে আসে, আর বালীর অবর্ত্তমানে তারা যদি সুগ্রীবকে সেই পতিজ্ঞানে ভজনা ক'র্‌তে পারে, তা হ'লেই আমার পরীক্ষা শেষ হয়। বাছা রে, তাই ব'ল্‌ছিলাম, আমার কৈলাসত্যাগের বহুবিধ কারণ হ'য়ে প'ড়েছি। আর প্রভু রামচন্দ্রের রাবণবধেরও অনেক বিলম্ব আছে।

ইন্দ্র। আর আমরা যদি মা, এই কার্য্যের সুবিধা ক'র্‌তে পারি?

দুর্গা। করাও ত উচিত। কেন বৎস, শুন্‌লে না কি, প্রভু রামচন্দ্র ত সীতাবিয়োগে স্পষ্টই বল্লেন, সীতাহরণের সময় দেবকুল আমার কি উপকার সাধন ক'র্‌লেন? তা হ'লেই বাছা, যদিও সীতাহরণে দেবগণের স্বার্থ আছে, কিন্তু শীঘ্র রাবণবধের জন্যও ত দেবগণের যথাসাধ্য সহায়তা করা আবশ্যক।

ইন্দ্র। তাই হবে মা, প্রথমতঃ বালীর সহিত সুগ্রীবের ভেদ কর্‌বার জন্য এখনই আমি পাপকে প্রেরণ ক'র্‌ব। পাপ যদিও কামরূপী সুগ্রীবের সমকক্ষ হ'তে অক্ষম, কিন্তু সে কর্ম্মরূপী বালীকে আশ্রয় ক'রে তাদের ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের বিশেষ সুযোগ করিয়ে দিবে। আয় পাপ! দেবরাজ ইন্দ্র তোকে স্মরণ ক'র্‌ছে আমার আজ্ঞায় এই মুহূর্ত্তে তুই আমার সুম্মুখে আবির্ভূত হ'।

পাপের প্রবেশ।

পাপ। (স্বগত) হিঃ হিঃ হিঃ। আজ পাপের কপাল ফিরেছে! হিঃ হিঃ হিঃ, দেবের রাজা ইন্দ্র যিনি, পাপকেও আদর ক'র্‌লেন তিনি। ব'ল্লেন ভাই পাপ, এস ত রে ভাই, তাই এসেছি আমি। হিঃ হিঃ হিঃ। তা হ'লেই দেখ, সংসারে কেউ ফেল্‌না নয়; কুলোর ফেল্‌না ছাইও মানের গোড়ায় দেয়, তাতেও মান বড় হয়। তেমনি আমি পাপ।

মানুষ ত কোন ছার, দরকার হয় দেবতার।
ছোটলোক মূর্খ যেই, পাপকে ঘৃণা করে সেই।

এখন যাই, দেবরাজের আহ্বান কেন, শুনি।

(প্রকাশ্যে) কেন আমায় ডাক্‌লে বল ওগো সুরমণি!

ইন্দ্র। পাপ! আমার আজ্ঞায় তুই শরীরী হ'য়ে কিস্কিন্ধ্যায় যা। কিস্কিন্ধ্যায় গিয়ে এক পর্ব্বতগুহায় বানরেন্দ্র বালীকে আর তারই দ্বারে তারই ভ্রাতা সুগ্রীবকে দেখ্‌তে পাবি। উভয়ের মধ্যে একজনকে আশ্রয় ক'রে তাদের ভ্রাতৃ-প্রণয়বন্ধন-ডোর ছিন্ন ক'রবি।

পাপ। (স্বগত) হিঃ হিঃ হিঃ,

তাই ত বলি ওরে—ওরে—ওরে, দেবরাজ কেন ডাকেন মোরে।
হাড় জ্বালানে মাসপোড়ানে পাপকে ওঁর কি দরকার?
এখন বুঝ্‌ছি, এই শান্তির সংসার মাঝে তুল্‌তে হবে হাহাকার!
পাপ যেখানে যাবে, সেখানে আর কি কিছু থাক্‌বে!
পিতা-পুত্রের ঝগড়া কেন, মধ্যে দেখ্‌বে পাপ,
মনের পাপেই মনান্তর পাপেই ঘটে তাপ।

(প্রকাশ্যে) তা জ্বালাবে মোর বাপ, তাই হবে, চ'ল্‌লেম।

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। মাগো, তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য এবং অনতিবিলম্বে রাবণবধের জন্য আর কি ক'র্‌তে হবে, এবার তাই বল।

দুর্গা। পিতামহ! আপনিও যে ভোলানাথের মত আত্মহারা হ'য়ে যাচ্ছেন! এখন বিশেষভাবে রাম নাম প্রচার করা আবশ্যক। ভোলানাথ! প্রভুর উদ্দেশ্য ক্রমে পূর্ণ হ'লেই তাঁর লীলার ক্রমশঃ শেষ হ'য়ে আস্‌বে।

মহাদেব। ভগবতি! তা হ'লে এতদিন ত ব'ল্‌তে হয়,
তবে বল্‌ শিঙ্গা রাম নাম!
বল্‌ ভোলা, প্রাণভরে বল্‌ শান্তিভরা নাম!
ধরাভার লাঘবিতে নিজে প্রভু রাম-অবতার!
সে রামের মহিমারে গাও,
এস পুণ্য—মুক্তির নিদান!
যে রামের নামে মানবী অহল্যা পাষাণী,
কাষ্ঠের তরণী হ'ল সোনা,
কর রে ঘোষণা তাঁর নাম,
প্রাণভরে দিবানিশি কর রাম নাম।
অধিষ্ঠান হও আজ শরীরী রূপেতে,
যাও মেতে পবিত্র করিতে ধরা রাম নামে।
কৈ, কোথায় পুণ্য,
কর ধন্য বসুন্ধরা আজ!
আর জ্ঞানরূপী সুগ্রীবেতে করহ আশ্রয়।

পুণ্যের প্রবেশ।

পুণ্য গীত।

সে রাম নামের কে পিয়াসী নয়?
শুক সন্ন্যাসী নারদ ঋষি বীণার মুখে গায়। (যে রাম নাম)
বন্দে শ্যামতনুং রামং সুন্দরং রাঘবং বরং
মুকুন্দং মাধবং দুঃখনাশকরং পরম্,

যে রামের গুণে কাঠের তরী সোণার তরী হ'য়ে যায়,
যে রামপদ পরশনে পাষাণী মানবী হয়॥
রামং শান্তং সত্যসন্ধ্যং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনং,
কাকুৎস্থং জগদানন্দং শ্রীপতিং প্রণমাম্যহং,
যে নাম বনের পাখী প্রেমে মাতি সদা দেয় জয়।
যে নাম করলে শরণ আপনি শমন পায় গো ভয়॥

ব্রহ্মা। যাও—যাও পুণ্য, রাম নাম করিতে প্রচার।

মহাদেব। রামনামে মাতুক অবনী।

ইন্দ্র। রামপ্রেমে মত্ত হোক্ জগতের জীব।

দুর্গা। পাপক্ষয় হউক সবার বলি রাম নাম।

মানসী। জয় রাম, জয় রাম, অবিরাম শুনি যেন কাণে।

সকলে। এস পুণ্য, এস পুণ্য।
ধরা ধন্য কর গিয়া আজি রামনামে।

সকলে। জয়—রাম—জয়—রাম!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গুহাদ্বার)

পাপের প্রবেশ।

পাপ। আচ্ছা, লোকে আমায় এত ঘৃণা করে কেন? কার ছেলে মেরেছি যেন। ইনি ব'ল্‌চেন এটা পাপ, উনি ব'ল্‌ছেন ওটা

পাপ। বাপ্‌রে বাপ! পাপ বেটাই যেন ধরা প'ড়েছে। তোরা ক'রিস কেন? কে ক'র্‌তে ব'লেছে?

নিজে হ'য়ে স্বার্থপর ক'রে আমার উপাসনা,
ভুগিস্ ভোগাস্ আপন মনে, শেষ বদ্‌নামটা আমার দেনা।
বা, বা, মন্দ কথা নয়, একটুকু বুঝে দেখ্‌লেই হয়।
চুরি করা মহাপাপ কোন লোকটা না জানে।
তবে আবার লোকেই কেন চুরি ক'রে আনে॥
পরের নারী মায়ের সমান এ জান ত ভাই?
তবে চোক্‌টা ঠেরে উঁকি মেরে তুল্‌ছ কেন হাই?
মিথ্যায় নরকবাস—সত্যে গোলোকে বাড়ী,
এ জেনেও মিথ্যায় কেন কর বাহাদুরী?
এ জান ত ধন আর অহঙ্কার দু' দিনের তরে,
তবে কেন কাঁদে গরীব ধনীদের দ্বারে।
এ জান ত সব দাদা, তেলা মাথায় তেল দিতে নাই,
তবে কেন বাবুর শালার ভাগ্যে মোহনভোগ আমার ভাগ্যে ছাই।
বাবা, গন্ধ ভারি—গা বমি বমি করে,
পাপ আমি ভারি বদ্‌মাইস এইটে মনে ধরে।
দেখ না, বালীর ভাই সুগ্রীব যিনি, ভ্রাতৃভক্ত বলেন তিনি,
তাই ছেড়ে রাজ্যপাট, সার ক'রেছেন পাহাড় ঘাট।
সেথা রাজ্য যায় ছারখারে, কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে—
বানর গুলোয় খাওয়াখায়ি ক'রে মরে।
ইনি ভ্রাতৃভক্ত, তাই ব'লেছেন আমি যাবৎ না আসি,

ভাই সুগ্রীব থাক্‌বে বসি।
কাযেই ভাই, সকল কাজে ফেলে ছাই।
ডুবিয়ে দিয়ে বাপ পিতামহের নাম, সাধ্‌ছেন আপন কাম।
বল দেখি পাপ কোন্‌টে, ঐ আসছে বটে।
গা আড়াল দিয়ে থাকি, সুগ্রীবের ব্যাপার দেখি।

(লুক্কায়িত হওন

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। এই আসে, এই আসে ক'রে, কেটে গেল সারাটি বছর,
তবু দাদা না আসিল ফিরে!
ধীরে ধীরে চলে গেল কতই ঘটনা,
ওতপ্রোত ভাবে করিল ঘোষণা,
তবু দাদা না আসিল ফিরে!
মনে হয় নানা ভয়, দুরাচার মায়াবী মায়াবী—
কামরূপী দুষ্ট দৈত্য বুঝি ছলা-ফাঁদে ফেলিল দাদারে
কি হ'তে কি হ'য়ে গেল বুঝি?
কিন্তু দাদা, আমি আছি অটল অচল,
বলিয়াছ তুমি, যাবৎ না ফিরি আমি,
তাবৎ এভাবে ভাই—রহিবে হেথায়।
তাই আছি আমি আর্য্য, তুলিয়া সক
বল দাদা, বল, তুমি ত গো আছ ভাল?
গিরিগুহা হ'তে যত আসে উষ্ণ প্রস্রবণ সব—

রক্ত-বসা স্রোতের আকারে—
তত ভাবি দাদা, তুমি ত গো আছ ভাল?
দিন দিন করি কেটে গেল যবে সম্বৎসর,
তত ভাবি দাদা, দিন দিন—
তুমি ত গো আছ ভাল?
না আসিছ যত দাদা, তত মোর হৃদয়-সাগরে—
চিন্তা-ঊর্ম্মি মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে আঘাত।
হ'তে ছিল গুহামাঝে প্রথম প্রথম—
যত গম্ভীর গর্জ্জন, মনে হ'ত তত দানবের রব,
এই বুঝি দাদা আসে দানব নাশিয়া,
এই দুই ভেয়ে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে—
দিব গিয়া যতেক বানরে শুভ সমাচার!
ক্রমে ক্রমে হইল নীরব তাহা,
অমনি আসিল প্রাণে ভাবনার রাশি—
"দাদা মোর আছ ত গো ভাল"
দাদা—দাদা, কৈ দাদা?
তবে কি হ'য়েছে কোন অশুভ ঘটনা?
তবে কি আমার দাদা, সুগ্রীবের দাদা
নাই গো জগতে? দাদা—
কি হ'বে তাহ'লে? কেমনে যাইব ফিরে—
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে? কেমনে সেখানে দেখাইব মুখ?
দেবী তারা সুধাইবে যবে আর্য্যের কুশল,

কুমার অঙ্গদ যবে জিজ্ঞাসিবে—"আর্য্য !
পিতা কোথা মোর ?" কি বলিব আমি ?
অহো ! স্মরণেও কাঁপে বুক ! কি উত্তর আছে তার,
কি ভাষায় দিব সে সান্ত্বনা,
দাদা ! দাদা ! তুমি বিনা—
সুগ্রীবের সকলি আঁধার !

গীত

আঁধার তোমা বিনা ত্রিভুবন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সব শূন্যময় দেখি,
দাদা বিনা জানে না সে সুগ্রীব জীবন॥
কেমনে কিষ্কিন্ধ্যাপুরে, বল দাদা যাব ফিরে,
দিয়ে গুহার মাঝারে, তোমাধনে বিসর্জ্জন।
তারাদেবী আসি যবে, তব কথা সুধাইবে,
কি বলিব বল তবে, তারে সুমিষ্ট বচন॥

পাপ। (স্বগত) আমি পাপ এখন কি করি,
এ যে ভ্রাতৃ-প্রেম বেজায় ভারি।
না হ'লে ছাড়াছাড়ি, ফির্‌তে হবে আপন বাড়ী।
দেবরাজ ইন্দ্রেরও কাজ হবে না,
আর চূণ কালি ত মুখে পড়্‌বেই—ভেঙ্গে যাবে পাপের ডানা।
এখন এক কাজ করি,
এই মায়াবীর রক্তবসাগুলো সুগ্রীবের সুমুখে নিয়ে ধরি।
ছলে বলে এমন বুঝাই, যে ম'রে গেছে তোর বালী ভাই।

মিছে কেন দাঁড়িয়ে হেথা, সচ্চিস সদা দারুণ ব্যথা!
মনে এই ত যুক্তি আসে,
আর ভয় দখাব মায়াবীর তাহ'লেই সুগ্রীব পালাবে ত্রাসে।

সুগ্রীব। দাদা—দাদা—কোথা তুমি?
কৈ—দাদা—দাও গো উত্তর?

পাপ। (রক্তাদি মাখিয়া)
কে রে তুই, কেরে তুই, আর কি তোর দাদা আছে,
গুহার মাঝে ঘোর মায়াবী দাদার তোর রক্ত শুষেছে।
এই দেখ্ না কেন— গুহার দ্বারে কত রক্ত আসে ভেসে,
তোর দাদার রক্ত দেখেই দৈত্য তোকে নেবে শেষে।

সুগ্রীব। কে তুই, কে তুই রক্তময় দুরন্ত রাক্ষস!
কে তোরে রে আহ্বানিল পাষণ্ড দুর্ম্মুখ!
কে বলিল—দাদা নাই?
সুগ্রীবের দাদা নাই কি রে?

পাপ। কি ক'রব বল ধন, গুহার জানোয়ার আমি—যা দেখে
এনু তাই বলনু, সত্য মিথ্যা কর নির্ব্বাচন।

সুগ্রীব। অহো হো কি শুনি বজ্রসমবাণী,
সুগ্রীবের দাদা নাই!
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা নাই!
বানরের শিরোমণি নাই!
নভশ্চন্দ্র গেছে রাহুগ্রাসে!

পাপ। শুধু কি তাই ধন, এই রক্ত কর দরশন।
এই তোমার দাদার রক্ত, এইটে শেষ ক'রেই দৈত্য,
তোমার ঘাড় ধ'র্‌বে এসে, তাই ব'ল্‌ছি পালাও দেশে।
(স্বগত) আর কেন রই হেথায় তবে, এর পর যা হয় করা যাবে।
(প্রকাশ্যে) ঐ দেখ—দৈত্য গুহার রক্ত মার্‌চে টান,
ঐ এলো দৈত্য—বাপ্‌ রে বাপ পালাই সটান।
[বেগে প্রস্থান।

সুগ্রীব। তাই হবে, তাই হবে দাদা নাই আর,
সুগ্রীবের গল-হার গ্রেসেছে দানব !
ডুবে গেছে কিষ্কিন্ধ্যার গৌরব-মিহির,
দিল ঢেকে দুঃখময়ী তমিস্রা রজনী—
অন্ধকারে, দিক্‌শূন্য সুগ্রীব পামর,
হায় দাদা, কোথা তুমি বীরেন্দ্রকেশরী !
ভুজবীর্য্যে তব ধরা হ'ত টল মল,
কি ছার মায়াবী দাদা দশাস্য রাবণ;—
মেনেছিল পরাজয় তব বাহুবলে,
দেবকুল রহিত শঙ্কিত সদা হায়।
আজ একি শুনি অসম্ভব হে বীরেন্দ্র !
অযৌক্তিক কথা না হয় বিশ্বাস কভু,
তুমি হত মায়াবীর রণে গুহামাঝে ?
প্রলয়ের অগ্নি আজ হইল নির্ব্বাণ ?
কেন্দ্রচ্যুত হ'ল গ্রহ সামান্য আঘাতে !

রুদ্রের সংহার-মূর্ত্তি হইল বিলোপ ?
নিয়তি—নিয়তি দাদা, নিয়তি বুঝিনু!
হায় এবে কি করিব আমি, যাই কোথা—
কোন্ মুখে ফিরিব গো কিষ্কিন্ধ্যা নগরে ?
অহো! না—না—এখনি ত আসিবে মায়াবী.
আগে রুদ্ধ করি তার গুহার দুয়ার—
অই অচল অটল সম বৃহৎ পাষাণে!
যেন কোন মতে দুরাচার দুষ্ট দৈত্য—
বাহিরিতে নারে কভু গুহামধ্য হ'তে।
কি করিব আর—মাত্র হাহাকার সার,
কেমনেতে হায় এই কালা মুখ ল'য়ে—
কিষ্কিন্ধ্যায় যাব ফিরে ?
যাই যদি—কহিব না তবু দাদা,
তব মৃত্যুর কাহিনী!

[প্রস্থান।

পাপের প্রবেশ।

পাপ। হিঃ—হিঃ—হিঃ, কেমন দেখ পাপের ফিকির, সুগ্রীব গুহাদ্বারে পাথর চাপা দিতে গেল, তাতেই ক্রোধ করাব বালীর। সেই সুযোগে বালীর কাছে থাক্‌ব গিয়ে আমি, পাপের ডঙ্কা বাজ্‌বে জোরে কাঁপ্‌বে জগৎপ্রাণী!

[প্রস্থান।

সুগ্রীবের পুনঃ প্রবেশ।

সুগ্রীব। গুহাদ্বারে দিয়ে এনু ভীষণ প্রস্তর,
বিস্তর চেষ্টায় নারিবে মায়াবী,
করিবারে তাহে উদ্ঘাটন।

পুণ্যের প্রবেশ।

গীত।

পুণ্য। জয় রাম জয় রাম জয় রাম।

সুগ্রীব। কে তুমি শান্ত শিষ্ট পুণ্য মূর্ত্তি, কিবা তব নাম?

পুণ্য। রাম নাম প্রচার করিতে এসেছি ধরাতে, তাই মোর পুণ্য নাম।

সুগ্রীব। আহা মরি, কি সুন্দর নাম, কহ পুণ্য,
রাম নামে কিবা হয়?

পুণ্য। যমভয় যায়, পাপ হয় ক্ষয়, রাম নাম একবার যে বলে বদনে,

সুগ্রীব। পুণ্য! আমি তোমার সুধাময় কণ্ঠে মধুর রাম নাম শুনে একেবারে যে নির্ব্বাণ-শান্তি অনুমান ক'র্‌ছি।

পুণ্য। রাম যিনি করুণানিদান, ভক্ত তাঁর প্রাণ,
তাই বলি রাম নাম বল অবিরাম॥

সুগ্রীব। রাম রাম, রাম, এস পুণ্য, হৃদয়ে আমার! (ক্রোড়ে গ্রহণ)
এসংসারে ঘোর পাপী আমি,
বিষয় সম্পদে মন সদারত।
পাপ সদা আমারে জড়িত,
সনাতন ব্রহ্মে নাহি চিনি,

এস পুণ্য, দাও পুণ্য! আমারে আশ্রয়।
যত দিন ভবে রহিব জীবিত,
ততদিন তব সঙ্গ যেন লভি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কিষ্কিন্ধ্যার অন্তঃপুর।

(পূজাগৃহ)

তারের প্রবেশ।

তার। এই ত মহারাজ্ঞী মা তারাদেবীর পূজাগৃহ! মা আমার দিবারাত্রিই দেবারাধনায় কালাতিপাত করেন। মুহূর্ত্ত সময় নাই যে, তাঁর সঙ্গে রাজ্যসংক্রান্ত দু'একটা পরামর্শ স্থির ক'রবো। এদিকে বানররাজ বালীও সুগ্রীবের সহিত সম্বৎসর নিরুদ্দেশ। বানরকুল সর্ব্বদাই উচ্ছৃঙ্খলভাবে কিস্কিন্ধ্যায় শ্রীহীন ক'রে তুলছে। মাকে এ কথা বল্লে—তিনি আমার উপর সমুদয় ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান। কিন্তু আমি ত রাজ্য রক্ষা ক'রতে এবার সম্পূর্ণ অপারগ হ'য়ে উঠেছি। কি করি, কিছুই স্থির ক'রতে পারছি না! এই যে মা আমার সাক্ষাৎ সাবিত্রীর বেশে এই দিকে আসছেন! আহা মাগো, তোর পুণ্যেই এখনও মহাত্মা

অঙ্গিরাজার পবিত্র কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য অক্ষতভাবে র'য়েছে! নতুবা মন্ত্রী তারের কি সামর্থ্য যে, রাজাহীন এই বিশাল রাজ্য এরূপ ভাবে রক্ষা করতে পারে? (প্রঃ) আসুন মা, জটিল রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় বুঝ্‌তে না পেরে আবার জননি, তোমায় বিরক্ত ক'র্‌তে এলাম।

তারার প্রবেশ।

তারা। না বাছা, তাতে আর বিরক্তি কি? মহারাজের সংবাদ কি তাই এখন বল? আমারও বাছা, ক্রমে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌ছে!

তার। মা, আমরাও ক্রমে উৎসাহহীন হ'চ্চি!

তারা। বুঝ্‌লেম, তাহ'লে রাজ্যসংক্রান্ত কথা কি ব'ল্‌বে বল?

তার। মাগো, রাজাহীন রাজ্য আর শাসনে রাখা চলে না।

তারা। কি ক'র্‌তে চাও মন্ত্রি!

তার। বানরগণের অনেকেরই মত যে, রাজা বা বীরেন্দ্র সুগ্রীব যখন এখন কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হ'লেন না, তখন আপনি রাজ্যাসন গ্রহণ ক'রে পুত্রবিশেষে রাজ্যপালন করুন জননি!

তারা। বাছা তার, তা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুচ্ছ রাজ্য বাছা, রমণীর স্বামীই যে স্বর্গ-রাজ্য! সে স্বর্গ-রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়ে কে কোথায় তুচ্ছরাজ্যে ব্যস্ত হ'য়েছে তার!

তার। মা, তা হ'লে রাজ্য যে আর থাকে না।

তারা। কারণ?

তার। রাজ্য শাসন করে কে?

তারা। আমি ক'র্‌বো।

তার। তারা যে আপনাকে দেখ্‌তে পায় না।

তারা। কেন আমার প্রতিনিধি তুমি ত আছ?

তার। সে প্রতিনিধি বোধ হয় বানরগণের মনোমত নয়।

তারা। কেন মন্ত্রি! তারা কি রাণীর আদেশ লঙ্ঘনে বাধ্য হ'য়েছে?

তার। প্রায় বটে।

তারা। বুঝ্‌লেম, এখন যাও, যদি তাঁরা দুই একদিনের মধ্যে রাজ্যে প্রত্যাগত না হন, তাহ'লে আমি শীঘ্রই সে বিষয়ের প্রতিবিধান ক'র্‌ব। তুমি রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দাও যে, সকলে যেন সপ্তাহ সময় নিরস্তভাবে কাল যাপন করে, মহারাণী তারা স্বয়ং কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য পরিদর্শন ক'র্‌বেন।

তার। যে আজ্ঞা মা!

[প্রস্থান।

তারা। ক্রমেই নারীজীবনের কর্ত্তব্যের পথ সকল যেন জটিল হ'য়ে আস্‌ছে। তা ব'লে ত আর সাধনা ত্যাগ ক'র্‌তে পারি না। জীবনের ইষ্ট মন্ত্র যা, তারার মহাব্রত যা, সেই,সকল কর্ত্তব্য তারার অগ্রে, তারপর অন্য কিছু। মা মানসি! আয় মা, বড়ই চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল! তারার নারীজীবনের কর্ত্তব্যপথে এখন একবার সহচরী হবি আয় মা!

মানসীর প্রবেশ।

মানসী। কেন মা ডাকিলি তারা?

তারা। জগদ্ধাত্রি—জগৎ-অম্বিকে!

কেমনে মা দুইরূপ করি একরূপ?

মানসী। একরূপ বিনা দুইরূপ কোথা আছে তারা!

এক হ'তে জগৎ রচনা—

একই নিয়মে ও মা,

এই বিশ্ব হ'তেছে চালন,

বহুরূপে করি একরূপ

যোগী করে একেরি সাধনা!

গীত

এক বিনে যে নাই ভুবনে, ও সে একের রচা একের গড়া।
ও মা একেই উক্তি, একেই মুক্তি, যুক্তি ভক্তি একই ধারা॥
ও মা একই মনে, যোগে যোগিগণে,
(করে যোগী এক সাধনা, তারা এক বিনা যে আর জানে না)
করে একই লক্ষ্য, লভিতে মোক্ষ, সুখদুঃখ হ'য়ে হারা॥
একই মনে, একই ধেয়ানে, একই জ্ঞেয়ান ক'রে,
ভজিলে জপিলে, ডাকিলে কাঁদিলে, নিশ্চয় পাইবি তারে,
(তরীর এক নাবিক মা, রাখে তরী, তরীর এক নাবিক মা,
রয় ভয় কি তরীর এক নাবিক মা)
যতন কর মা তারে, এক ভাবে ভাব তাবের ভাবিনী মা,

ভাবের ভাবে সবি এক হবে,
কোন অভাব তখন আর পাবি না, সে যে ভাবের ভাষা,
ভাবের কাব্য, ভুবনসেব্য হয় মা তারা।

তারা। তুচ্ছ মা বানরী আমি জড়বুদ্ধি নারী,
সে সাধন-তত্ত্ব মাগো, বুঝিতে যে নারি।

মানসী। তবে স্পর্শ কর্ মাগো, মোর দেহ ধর্,
দেখিতে পাইবি এক বিশ্বচরাচর।

তারা। (স্পর্শ পূর্ব্বক) নমস্কার জননি গো, নমস্কার পায়,
একি মা বিশ্বের ধারা এক সমুদয়।
পশুপক্ষী কীট নর—সবি যে সমান,
সবার একই আত্মা এক তার প্রাণ।
এক সুখ দুঃখ ভোগ করিছে সবাই,
এক পিতা এক হ'তে সব ভাই ভাই।
কেবা বালী কে সুগ্রীব কি বুঝি জননি,
তারা হৃদে এক যেন দীপ্তিমান মণি!
বালী যেন কর্ম্মরূপী সুগ্রীব সে জ্ঞান,
জ্ঞানকর্ম্মে তারা যেন সদা ভক্তি-প্রাণ।
বুঝেছি মা, সার তত্ত্ব কেউ ভিন্ন নয়,
ভেদে ভিন্ন নয় অন্য এক সমুদয়।

মানসী। একপতি দুই নারী দেখ্ মা ভোলার,
দুর্গা গঙ্গা নামে, কেমনে মা সতীপতি—
তোষেন সবারে কারে রাখি বক্ষোপরে,

কারে ধরি শিরে! নাই মা, অভিন্নভাব,
সেই ভাবে পূজ সতি! বালী ও সুগ্রীবে।

[প্রস্থান।

তারা। তারাহারা প্রাণপতি সারাটী বছর,
সেজে আছি তাই এই যোগিনীর বেশে।
হা স্বামিন্! কোথা হে তোমরা? দাসী আমি—
মনে কি হে নাই গুণমণি, অবলায়?
ধিক্ নারী-জাতি! নাই কভু স্বাধীনতা—
জীবনে তাদের—তাই ব্যথা পাই নাথ,
মিলিতে হে সাথে তব মনঃ আশা মত।
রুদ্ধ তাই প্রাণনাথ! স্রোতস্বিনী-স্রোত,
বিহঙ্গিনী তাই রুদ্ধা পিঞ্জর-মাঝারে!
প্রাণাধিক্! দেহ মোরে শুভসমাচার!
সমীরণে দূত করি কিম্বা নভঃ-মেঘে।
আসে তারা প্রতিদিন কিস্কিন্ধ্যা নগরে।
ভাবি দেখ মনে নাথ! কি দশায় তারা—
ধরা মাঝে নিঃসহায়ে করিছে বিহার! (রোদন)
সবি আছে সবি নাই, সব শূন্যময়—
রাজা প্রজা—সবাকার প্রাণে সদা তাই!
কুমার অঙ্গদ মোর ননীর পুতলি
সেও জ্বলে তোমার চিন্তায়—প্রাণধন!
বিমলিন মুখশশী সদা হেরি তায়,

আর বুক ফেটে যায় দুখিনী তারার।
আজ বাদে কাল হায় আসিবে হে সবে,
এই ভাবে কাটাইনু সারাটী বছর,
আর সে পারি না নাথ, সহিতে যাতনা ! (রোদন)
অনর্থ সান্ত্বনা দেয় পাত্র মিত্র—
যত রাজ্য পারিষদ—কি হবে তাহায় ?
বরং অগ্নির তেজঃ বাড়ে বাক্য-ঘৃতে।
আমোদ-প্রমোদশূন্য বানরমণ্ডলী,
উৎসাহ-উদ্যমহীন হেরি সবাকারে,
মরুভূমি'পর আমি র'য়েছি পড়িয়া ! (রোদন)

অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ। মা—মা—

তারা। কে বাছা অঙ্গদ !

অঙ্গদ। হাঁ মা, কবে বাবা আসিবে গো—
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে ?

তারা। (স্বগত) হা প্রাণেশ্বর !
কি ব'লে সান্ত্বনা দিই কুমারে তোমার ?
কি বলিব, কবে তুমি আসিবে যে প্রভু,
কেমনে জানিবে তারা চির অভাগিনী !
(প্রঃ) এই আসিবার বাবা ! হ'য়েছে সময়।

অঙ্গদ। খুড়া ত গো আসিবে বাবার সাথে ?

তারা। আসিবার দিনে সকলে আসিবে চাঁদ !

অঙ্গদ। কবে আসিবার দিন হবে গো জননি?
দিবস-যামিনী করি ভাবি তাই আমি। (রোদন)

তারা। অঙ্গদ রে! সে দিনের কোন্ দিন চাঁদ—
হবে রে উদয়, রাজ্যের কবে রে হবে—
সেই শুভ দিন, যেই দিন রে অঙ্গদ,
মহারাজ আসিবেন কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে।
কত দিকে কত লোক ক'রেছি প্রেরণ,
কেউ ত সন্ধান বাবা, নারিল আনিতে।
গেল ল'য়ে দুরাচার মায়াবী মায়াবী,
কোন্ পথে, তাঁহাদের না হ'ল সন্ধান!

অঙ্গদ। যাব আমি করিতে সন্ধান বিধিমতে,
অনুমতি দেহ মাতা তুমি।

তারা। রে বালক! রে অঙ্গদ! একি শুনি মুখে—
তোর, ননীর পুতুলি—জীবন-প্রদীপ!
তেয়াগিস্ তুই যদি দুঃখিনী তারায়—
তবে কি ল'য়ে অভাগী, কার মুখ চেয়ে—
রহিবে ধরণী'পর বল্ বাছাধন!

অঙ্গদ। সত্য মা সকলি, কিন্তু জিজ্ঞাসি জননি,
পুত্ররূপে এ অঙ্গদ জঠরে তোমার—
জন্মেছে কিসের তরে কহ পুণ্যবতি!
পুত্রবাঞ্ছা করে কেন জনক-জননী?
ছার পুত্র—ধিক্ পুত্র—সেই পুত্র হ'তে

যদি পিতা মাতা নাহি পান উপকার!
তাই বলি দে গো মা গো বিদায় আমায়।
যাই আমি পিতার উদ্দেশে, বাধা তায়—
দিও না জননি!

উমার প্রবেশ।

উমা। দিদি! এখনও তাঁদের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তাহ'লে কি হবে?

তারা। উমা, চেষ্টার ত কোন ত্রুটী হচ্চে না বোন, সকলই আমাদের অদৃষ্ট! আজ আবার বাছা অঙ্গদের কথা শোন, শুনে অবধি আমার গা কাঁপ্‌ছে।

উমা। কি কথা বাবা অঙ্গদ, তোর্ আবার কি কথা রে?

অঙ্গদ। কাকী মা, আমি বাবা আর কাকাকে খুঁজ্‌তে যাব।

উমা। অবোধ! তুই কোথা যাবি বাবা!

অঙ্গদ। যেখানে বাবা আর কাকা গেছেন। যেখানে তাঁরা এক বছর ধ'রে আমাদিগে ভুলে র'য়েছেন।

উমা। চাঁদ! তুমি বালক, যাঁদের সন্ধান ব'ল্‌তে বিচক্ষণ দূতেরাও অক্ষম, তাঁদের সন্ধান তুমি কেমন ক'রে পাবে?

তারা। হয় ত গ্রহদোষে তাঁদের মত তোকেও আমরা হারাব চাঁদ!

উমা। না বাবা, তা হবে না, তোকে ছেড়ে আমরা কিছুতেই ঘরে থাক্‌তে পার্‌ব না। আমরা যে বাছা, তোর মুখ দেখেই সব যন্ত্রণা ভুলে র'য়েছি।

নেপথ্যে—বানরগণ। মহারাজ বালীর জয়, জয় সুগ্রীবের জয়।

তারা। অকস্মাৎ বানরগণ মহারাজের নামে জয় দিচ্চে কেন উমা!

উমা। আমারও দিদি, বামচক্ষু নৃত্য ক'র্‌চে! তবে হয় ত দিদি! এত দিনের পর আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হ'লেন! হয় ত তাঁরা মায়াবী দৈত্য হত্যা ক'রে রাজ্যে ফিরে এলেন।

অঙ্গদ। আসি মা, আমি শুভ সংবাদ জেনে আসি।

তারা। আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে যেন কোথাও চলে যেও না বাবা!

অঙ্গদ। না মা, তোমায় না ব'লে আমি কোথাও যাব না।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে—বানরগণ। জয় বানরবীর সুগ্রীবের জয়!

উমা। ঐ দিদি, আবার বাননেরা জয় ধ্বনি ক'র্‌ছে।

তারা। উমা, আমাদের কি সে দিন হবে দিদি!

বেগে উক্‌নো ও ঝুক্‌নোর প্রবেশ।

উক্‌নো ও ঝুক্‌নো। বড়দিদি আর ছোটদিদি গো! ওগো, বড়দিদি আর ছোট দিদি গো!

তারা। উক্‌নো-ঝুক্‌নো! কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে?

উক্‌নো ও ঝুক্‌নো। ছুট্‌তে ছুট্‌তে হাঁপিয়ে গেছি দিদি! ছুট্‌তে ছুট্‌তে হাঁপিয়ে গেছি। বড় একটা সুখপর এনেছি দিদি!

উক্‌নো। চুপ কর্‌ ঝুক্‌নো! আমি আগে ব'ল্‌ব।

ঝুক্‌নো। চুপ কর্ উক্‌নো! আমি আগে ব'ল্‌ব।

উক্‌নো। দেখ্ অম্বল-চাকী, চুপ কর্, আমি আগে ব'ল্‌ব।

ঝুক্‌নো। দেখ্ বার-ফট্টারি মাগি, ফতোছুড়ি! চুপ কর্ ব'ল্‌ছি, আমি আগে ব'ল্‌ব।

উক্‌নো। আমি কিন্তু ব'ক্‌সিস নোব।

ঝুক্‌নো। তা হবে না, আমি নোব।

গীত।

উক্‌নো। চুপ চুপ চোপ্‌সা গালি, কোটরচোখী, ও দিদি গো, একটা কথা কই

ঝুক্‌নো। ছুঁড়ি কি রূপের ডালা কাঞ্চন মালা,
টকো এঁকো নয় দিদি গো চিনিপাতা দই॥

উক্‌নো। দিদি গো তোর সোয়ামী এসেছে—মিন্‌সে যেন ডব্‌কে উঠেছে,

ঝুক্‌নো। আমি আগে দেখেছি, ওকে ব'লেছি, তাই ও আগে ব'লেছে,

উক্‌নো। সত্যি না কি রূপসী নেকি, খাঁটি মেকি স্পষ্ট করে বল্,

ঝুক্‌নো। সত্যি মেনে বল্‌না কেনে, নজরা হেনে কে বাজিয়ে ছিল কাঁসার মল।

উক্‌নো। ওলো ওলো, সত্যি আমায় বল্ বল্ বল্—

ঝুক্‌নো। সত্যি কথা নাই ক ব্যথা দিদির সোয়ামী মাইরি মাইরি মাইরি—সই

তারা। উক্‌নো ঝুক্‌নো, আমরা সব বুঝেছি, তোরা দু'জনেই আমাদের প্রিয়পাত্রী, তোরা দু'জনেই আমাদের পুরস্কার পাবার যোগ্য। নে—আমাদের গলার হার তোদিগে দিচ্ছি। তোরা দু' বোনে পর্ গে যা। (উমা সহ গলহার প্রদান) আয় উমা, আয় উক্‌নো ঝুক্‌নো, দেবগৃহে মঙ্গল আরতি কর্‌ব আয়।

উমা। চল দিদি! আমার প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য ক'রে উঠেছে!

[ঝুক্‌নো সহ প্রস্থান।

উক্‌নো। (জনান্তিকে) বড় দিদি গো, শোন।

তারা। কি উক্‌নো!

উক্‌নো। বড় দিদি গো, মহারাজ আসেন নি, কেবল ছোট রাজা সুগ্রীব এসেছেন। এই দেখ বড় দিদি, ঝুক্‌নো কি আর আমার চেয়ে খপর রাখে?

তারা। আসেন না কেন, তা কিছু শুন্‌লি?

উক্‌নো। মন্দ কথা দিদি, সে বড় মন্দ কথা! ও বাবা গো, দিদির চোখ যে জ্ব'লে উঠ্‌লো! পালাই মা, পালাই!

[বেগে প্রস্থান।

তারা। (বিস্ময়ে) মন্দ কথা! কি মন্দ কথা উক্‌নো! তবে কি মহারাজ—আর ফিরে আস্‌বেন না!

বেগে মানসীর প্রবেশ।

মানসী। চঞ্চলে! হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রশমিত কর্। তুই রূপে একরূপ চিন্তা কর্। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি? রোদনে সতীত্বের অঙ্গ-হানি হবে! বালী আর সুগ্রীব তোর যে এক! তবে তুই কার চিন্তা ক'র্‌ছিস? আয় তারা! (হস্তধারণপূর্ব্বক) অনন্ত বিরাট

ব্রহ্মাণ্ডের একরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে আয়! মানসী তোর মানসে থাক্‌তে—তোকে কেন এত চিন্তা ক'র্‌তে হবে মা!

তারা। উঃ, মাগো, দেখিস্ মা, আমার যেন ব্রতভঙ্গ না হয়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(কিষ্কিন্ধ্যা-পথ)

তার, জাম্বুবান, নল ও অন্যান্য বানরগণ, পুণ্য ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

বানরগণ। জয় মহারাজ বালীর জয়, জয় প্রভু সুগ্রীবের জয়।

সুগ্রীব। হায়! আর জয়ধ্বনি কার প্রদানিছ বানরমণ্ডলী,
পূজার নির্ম্মাল্য আজি দিয়ে এনু পর্ব্বত-গুহায়,
হারাইয়া কায়া, এল ছায়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
"দাদা নাই, আর্য্য নাই" আর—
কিষ্কিন্ধ্যার-সুখ-সূর্য্য গেছে অস্তাচলে। (রোদন)

বানরগণ। হায়! হায়!
তবে এতদিনে বানরের ভাগ্যলক্ষ্মী—
হ'লেন চঞ্চলা। (রোদন)

হনুমান। রহ স্থির, রহ স্থির, শুনি আমি—
অসম্ভব বজ্রের নিস্বন,
শুনি আমি পূর্ব্বাপর এই অপূর্ব্ব কাহিনী,
শুনি আমি কিসে হ'ল সুমেরুর উচ্চ-শির চূর ;
তার পর, তার পর করিব রোদন।

সুগ্রীব। জান ত হে সবে মায়াবী-দানব-রণে
গেনু ভাই দুই জনে,
হ'ল রণ প্রচণ্ড ভীষণ,
অগণন করিল মায়াবী মায়া।
সব মায়া করিল আর্য্য ত দূর,
শেষে সে অসুর—
এক পর্ব্বতের গুহামাঝে করিল আশ্রয়,
দুর্জ্জয় সে দাদা না মানিল মোর অনুরোধ !
কহিলেন মাত্র, "ভাই রে সুগ্রীব ! রহ গুহাদ্বারে—
যাবৎ না ফিরে আসি আমি।"
এই বলি আর্য্য হায়,
করিলেন প্রবেশ গুহায়,
আমি রহিনু তথায়—এই আসে, এই আসে দাদা
ক'রে সারাটী বছর। কিন্তু কৈ—
শেষে দেখি—রক্ত বসা আসি পূর্ণ কৈল গুহাদ্বার,
আর্য্য বা মায়াবী কেহ না বাহিরে আসে !
"দাদা দাদা" ক'রে ঘোর উচ্চ স্বরে কত যে ডাকিনু,

না পাইনু কাহার উত্তর !

নীরব হইল ক্রমে গুহা ?

বানরগণ। কিহে হনুমন্ত ! শুনিলে ত কথা ? কিবা হয় অনুমান।

হনুমান। তবে সত্য সর্ব্বনাশ—

বানরের ভাগ্যে আজি বুঝহ বানর !

অসম্ভব ঘটিল ঘটনা,

একবার বিশ্বাস না হয়, সুমেরুর হ'য়েছে পতন,

পুনঃ লয় মনে সম্বৎসর গত যবে হায়,

জীবিত থাকিলে মহারাজ,

অবশ্যই আসিতেন ফিরে।

সুগ্রীব। প্রিয় হনুমান, আমারও অনুমান তাহা,

হারায়েছি কিষ্কিন্ধ্যার মহামূল্য হারে,

হারায়েছে তার দাদা অভাগা সুগ্রীব,

তবে আর কিসের সংসার তার,

রাজ্যধনে ঐশ্বর্য্যে কি হবে,

কেবা কার, আর্য্য যবে ত্যজেছেন মোরে ?

যাও যাও বানর-মণ্ডলি,

কুমার অঙ্গদে ডাক ত্বরা,

দাও তারে রাজসিংহাসন—

মন্ত্রী তার, তুমি তার লও মন্ত্রণার ভার,

জাম্বুবান, হনুমান, প্রিয় নল,

হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব সকল, কর যুক্তি বিধিমতে।

তারা। তোমা বিনা কোন্ যুক্তি আছে মতিমন্!
বালক অঙ্গদ—কেমনে পালিবে রাজ্য,
সিংহ-রাজা কি সে বৃষে সমর্পিবে?
অসম্ভব প্রভু!

হনুমান। আপনিই হ'ন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা,
কিষ্কিন্ধ্যার রাজপুত্র প্রভু।
আপনিই কিষ্কিন্ধ্যার আশা ও ভরসা

নল। প্রভু বিনা বানরের কি আছে সম্বল

জাম্বুবান। ছিল মহারাজ, এবে প্রভু আপনি সহায়
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হ'ন নিজে।

সুগ্রীব। বালি-দাস এ সুগ্রীব, প্রভু বিনা তার—
এ কিষ্কিন্ধ্যা নরকের ঠাঁই,
সে নরকে এ সুগ্রীব—
রবে নাই মুহূর্ত্ত সময়।
মাত্র লয়ে পুণ্য, দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে,
পাপময় জীবনের অবশিষ্ট দিন—
যাপিয়া ভ্রাতার ঋণ শুধিবে পামর।

হনুমান্। মহাত্মন্! ভ্রাতৃ-ঋণ হ'তে পিতৃ-ঋণ বড়।

সুগ্রীব। হনুমন্ত, হও ভ্রান্ত কেন?
এ জীবনে পিতৃ-মূর্ত্তি পড়ে নাই মনে,
দাদাই আমার পিতা মাতা সব,
এ সুগ্রীব দাদা বিনা জানে না জগতে।

হায় সেই দাদা! সুগ্রীবের দাদা—
সুগ্রীবের বালী দাদা নাই! (রোদন)

অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ। কাকা, কাকা, বাবা কোথায়? বাবা কোথায়?

সুগ্রীব। ঐ কে আসে রে কাতরতার জলন্ত মূর্ত্তি—শোকাশ্রু-ময়ী 'বাবা' কথায় সুগ্রীবের হৃদয়কে আজ কে কাঁদিয়ে তুল্‌লে রে!

অঙ্গদ। কাকা মহাশয়! প্রণাম করি। (প্রণাম) আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার বাবা কোথায়?

তারা। কুমার, এখন গৃহে যান।

অঙ্গদ। ঘরে যাব কেন, বাবাকে দেখ্‌তে এসেছি, বাবাকে দেখাও?

সুগ্রীব। আয় বাবা, কোলে আয়। (ক্রোড়ে গ্রহণ) বাবা রে! আমরা তাঁকে দেখ্‌তে পাই না বলেই ত, তাই আজ এত কাঁদ্‌ছি।

অঙ্গদ। তবে কি আমি আমার বাবাকে দেখ্‌তে পাব না?

সুগ্রীব। সে ভগবানের ইচ্ছা।

অঙ্গদ। আপনার সঙ্গেই ত বাবা গেছ্‌লেন, তবে আপনি বাবাকে ছেড়ে এলেন কেন? আপনি এলেন, বাবা এলেন না কেন? (রোদন)

সুগ্রীব প্রাণের অঙ্গদ! সম্বর রোদন বাপ!
চিরদিন পিতা মাতা কারো না রয় জগতে,

চিরদিন সুখ-শান্তি কারো রহে না অটুট,
চিরদিন ভাগ্য-লক্ষ্মী কারো না রয় অচলা,
চিরদিন সম্পদের ভোগ ঘটে না কাহার'
তবে বাপ, অবাস্তব ভাবনার জালে—
কেন তুমি হইয়ে জড়িত মনোক্লেশ পাও ?
শান্তি লও শাস্ত্রমত ঋষিবাক্য যাহা,
রাম-মন্ত্র লও পুণ্য কাছে, শান্তি পাবে অবহেলে,
রামনাম শোকনাশকর, কর পুণ্য সেই রামনাম !

পুণ্য জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !

অঙ্গদ। আহা কি মূর্ত্তি সুন্দর !
বয়স কিশোর কোমল সুঠাম—
নয়নাভিরাম কিবা রূপ !
তার চেয়ে রামনাম অতি সুকোমল !
কে তুমি হে পুণ্য নামে ভুবনমোহন ?
রামনামে তপ্তপ্রাণ করিলে শীতল ?
অহো কি মধুর নাম, বল পুণ্য,
আর বার বল রাম নাম !

পুণ্য। গীত।

যে নাম সুধায় গড়িয়া সুধায় ছাঁকিয়া লইলেন সুধা-মুখে ব্রহ্মা ত্রিলোচন।
যে নামে চোর রত্নাকর হইলা বাল্মীকি—
রচিলেন সুধামাখা সুধা-রামায়ণ।

সে নামের আছে কি তুলনা রে; সে যে ভুবন ভুলান রে,
সে রাম নয়ন-রঞ্জন, যমত্বভঞ্জন, গুণধাম রাজীবলোচন ॥
যে রাম বাড়াতে সত্যগরিমা, যে রাম বাড়াতে পিতৃমহিমা,
আসিলেন দণ্ডকের বনে, সীতা লক্ষ্মণের সনে,
বাধ্য করিলেন পশুপাখী, রাম সে কিশোর কমল-আঁখি,
মম মানস ভজ, সে পদ পঙ্কজ, রাম কৌশল্যা-নন্দন ॥

সকলে। জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম!

মুকুট হস্তে রাজলক্ষ্মীর বেশে দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। জয় রাম সীতারাম বল প্রাণভরে—
রামনামে মাতুক মেদিনী!
এস পুণ্য, হৃদয়ে আমার,
অনিবার বল রামনাম! (ক্রোড়ে গ্রহণ)
রামনামে আমি ভিখারিণী,
তাই পুণ্য, আসিলাম তোমায় লইতে।
চল পুণ্য, রামনামে মেতে,
বিলাইতে জীবে রাম-নাম।
ত্যজ ভ্রাতৃ-শোক বীরেন্দ্র সুগ্রীব!
ধর শিরে এ রাজ-মুকুট। (মুকুট প্রদান)
বামে ল'য়ে তারা সতী রমণী-ভূষণ বসি সিংহাসনে—
পুত্র সম পাল কিষ্কিন্ধ্যার প্রজা,

(অন্তর্দ্ধান)

বানরগণ। হে সুমতি!

রাজলক্ষ্মী আসি করিলেন রাজা তোমা,

জয় জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

সুগ্রীব। তা ত নয়, তা ত নয়, এই অনুমানি—

মায়াবিনী সে রমণী এসেছিল মোর পুণ্য হরিবারে,

নিয়ে গেল তারে, নয় দেখ পুণ্য কোথা গেল,

পলকে মিশিল সব আঁখি পালটিতে,

কি হ'ল—কি হ'ল, চল চল, দেখি সবে হ'য়ে অগ্রসর।

[বেগে প্রস্থান।

বানরগণ। নহে মায়াবিনী মহারাজ

রাজলক্ষ্মী দেবী নিশ্চয় নিশ্চয়,

জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(গুহাদ্বার)

নেপথ্যে—বালী। একি গুহাদ্বার যে রুদ্ধ! বাহির হবার ত কোন উপায় নাই। ভাই সুগ্রীব, ভাই সুগ্রীব!

পাপের প্রবেশ।

পাপ। কেমন পাপের ওষুধ লেগেছে কিনা? ভাই সুগ্রীব ব'লে ডাক্‌চে বালী নয়? হিঃ হিঃ হিঃ, ভাইকে এখন কোথায় পাবে, ভাই সুগ্রীবকে কি আমি আর রেখেছি হেথায়? সরিয়ে দিয়ে তাকে, আমি র'য়েছি ফাঁকে। তুমি আছ পাথর চাপা, মর্ বেটা থাক্‌গে ব'সে—রাগকে নিয়ে গাটা কাঁপা! ভেয়ের উপর যখন রাগটা হবে কস্‌কসানি, ছাড়্‌বি ক'সে ফোঁস-ফোঁসানি, তখন যা হয় ক'র্‌ব আমি। হিঃ হিঃ হিঃ।

নেপথ্যে—বালী। সুগ্রীব! সুগ্রীব! একি! এ যে ভীষণ প্রস্তর দিয়ে গুহাদ্বার রুদ্ধ ক'রেছে! এ কে ক'র্‌লে? সুগ্রীব,

ভাই, এখন' ব'ল্‌ছি, রহস্য রাখ। আমি অতিশয় ক্লান্ত। দুরাত্মা মায়াবীকে সংহার ক'র্‌তে অতিশয় কষ্ট পেতে হ'য়েছে। সুগ্রীব! সুগ্রীব!

পাপ। আহা হা, বাছার কষ্টে আমার যে আর ঘুম আসে না, তাই ত কি করি, একটা গান ধরি। ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিনা! হিঃ হিঃ হিঃ!

নেপথ্যে—বালী। কি বার বার এত ক'রে ডাক্‌ছি, তবু সুগ্রীব আমায় উত্তর দিলে না? তবে কি সুগ্রীব এখানে নাই? তবে কি সুগ্রীব ভ্রাতৃদ্রোহী হ'য়ে আমার বহির্গমনের পথ রুদ্ধ ক'রে রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হ'য়েছে?

পাপ। এই হ'য়েছে গো, এই হ'য়েছে, গাওনাকি জমাট হ'য়ে আস্‌ছে। এইবারেই চারিদিকে বাহ'বা প'ড়্‌বে, একটু সবুর কর চাঁদেরা, সবুরে মেওয়া পাবে।

নেপথ্যে—বালী। সুগ্রীব, সুগ্রীব! কি প্রাণের ভাই সুগ্রীব ভ্রাতৃদ্রোহী, যাকে দেহের রক্তের চেয়েও ভালবাসি, চক্ষের তারার চেয়েও বিশ্বাস করি,প্রাণের চেয়েও মহার্ঘ্য জ্ঞান করি, সেই সুগ্রীব—বালীর ভাই সেই সুগ্রীবের আজ এরূপ কদর্য্য ব্যবহার?

পাপ। কেমন মেওয়া খাচ্চ? এমনি ক'রেই ভেয়ের ভাই হয় পর গো—বুঝ্‌তেই পাচ্চ? তা নইলে এক মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে খেয়ে একই মায়ের স্তনের রস, একই মায়ের কোলে হ'য়ে পালন সে ভাই কেন হয় না বশ? এক ঘরে এক দোরে যারা মানুষ হয় রে ভাই; বড় হ'লে তারাই কেন, হয় ঠাঁই ঠাঁই! যা

তাব্‌চ তা নয়, এ কথা পণ্ডিতে কয়, আর মূর্খ যারা, তারাই আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল চায়! হিঃ হিঃ হিঃ।

নেপথ্যে—বালী। আচ্ছা, সুগ্রীব! আমায় এরূপ ভাবে রুদ্ধ ক'রে গেল কেন? তাকে ত আমি ব'লেছিলাম যে, ভাই যাবৎ আমি প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি গুহার দ্বারে অপেক্ষা ক'র্‌বে? তবে সেই সুগ্রীব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌লে কেন? শুধু আজ্ঞা লঙ্ঘন নয়, পাছে আমি গুহামধ্য হ'তে বাহির হই, সে পথেও ভীষণ প্রস্তর দিয়ে আবদ্ধ ক'রে গেছে। অ্যাঁ, সুগ্রীবের এই কাজ! ভেয়ের এই কাজ?

পাপ। (স্বগতঃ) আর কেন, পল্‌তে একটু উসকে দিই যে, আগুনটা বেশ উঠুক জোরে, কি জানি স্নেহের বাতাস বয়েও আবার ভেদের আগুন নিব্‌তে পারে। (প্রকাশ্যে) কে হে তুমি গুহার ভিতর, আওয়াজ কিছু আস্‌চে হেথা, বুঝেও না বুঝ্‌তে পারি—তোমার কেমন স্পষ্ট কথা। ভেয়ের এ কাজ কি একটা ব'ল্লে না? তোমার বয়স কত? ছেলেমানুষ বুঝি? তাই বুঝেও বুঝ্‌তে পার না? (স্বগতঃ) কেমন এই কথা না? হিঃ হিঃ হিঃ!

নেপথ্যে—বালী। কে তুমি, যে হও, পাথরটা সরিয়ে আমাকে বার ক'র্‌তে পার?

পাপ। হুঁা, নিশ্চয় পারি, খুব দাও হেঁচ্‌কা টান, হবে পাথর [illegible]। [illegible]? না পালালে?

[illegible]—বালী। না পালাই না, যাচ্চি।

রক্তাক্তকলেবরে বালীর প্রবেশ।

বালী। অ্যাঁ, কৈ, সেই ভ্রাতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার সুগ্রীব? তুমি কে?

পাপ। (স্বগত) ও বাবা এরই নাম বালী; ঠিক যেন রে রক্তমাখা নৃত্যকালী। (প্রকাশ্যে) আমি বাবা আর কে, তোমার বের'বার ফিকির ব'ল্লে যে। (কম্পন)

বালী। তবে তোমার ভয় নাই, কিন্তু ব'ল্‌তে পার—আমার সেই ভ্রাতৃদোহী—জীবশ্রেণীর অধম, বংশভস্ম, পাপিষ্ঠ সুগ্রীব কোথায়?

পাপ। হুঁ, খুব ব'ল্‌তে পারি। দেখেছি যা, না ব'ল্‌ব কেন, তাতে কারে ডরি?

বালী। তবে বল?

পাপ। ব'ল্‌ব, কিন্তু একটা শপথ কর, সুগ্রীব কোপে পড়্‌ব না ত? বুঝেই কথা ধর!

বালী। না, কিছু ভয় নাই, আমি তোমায় অভয় দিচ্চি।

পাপ। অভয়ে ভয় ঘুচ্‌বে না হে, আশ্রয় যদি দাও,তাহ'লেই ব'ল্‌তে পারি—তা না হ'লে অন্য পথে যাও।

বালী। তাই আশ্রয় দিলাম, তুমি আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ ক'রেছ, তোমায় আশ্রয় দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মতঃ এবং কর্ম্মতঃ আমি তোমার বাধ্য! কিন্তু সেই ভ্রাতৃদ্রোহী দুর্ব্বৃত্তের ব্যবহারে আমার আপাদমস্তক প্রতিহিংসানলে প্রজ্বলিত

হ'য়েছে। সে পাপিষ্ঠ এখন কোথায় কি ভাবে অবস্থান ক'র্‌ছে, কেবল এইটী তোমার নিকট জান্‌তে চাই।

পাপ। তোমায় পাথর চাপা দিয়ে সুগ্রীব ফির্‌ল দেশে, ভাণ দেখিয়ে তোমার তরে কাঁদ্‌লে কত—কিন্তু তাতে কি হবে, রাজা হ'ল শেষে।

বালী। কি, কি ব'ল্লে?—ক্রূর লোভী সুগ্রীব এরূপ দুরভিসন্ধিতে আমার বহির্গমনের পথে প্রস্তর দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে রাজা হ'য়েছে?

পাপ। শুধু কি রাজা—তোমার নারী তারাসুন্দরী তারেও বামে নিয়েছে। হিঃ হিঃ হিঃ—

বালী। অহো হো, বিষম অন্তর্দ্দাহ, এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, সে আমার ভাই নয়, রাজ্যলোভী কামুক—লম্পট—কালসর্প, আমার ভ্রাতারূপে আমার নিকট অবস্থান ক'র্‌ছিল। কেবল কাল প্রতীক্ষায়—কেবল সুযোগ প্রতীক্ষায়—সে আমায় এতাবৎ দংশন করে নাই, এত দিনের পর সময় সুযোগে আপনার অভীষ্ট সাধন ক'রেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, সকলে সাক্ষী থাক, সকলে দেখ, পাপিষ্ঠ আমার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন-রজ্জু কি ভাবে ছেদন ক'র্‌লে? এত বিশ্বাসঘাতকতা যে ভাই হ'য়ে ক'র্‌তে পারে, এত দূর অকৃতজ্ঞ যে জ্ঞানবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব থাক্‌তে পারে, তা বোধ হয় জগতের লোকচক্ষে এই নূতন! সুগ্রীব বিমল ভ্রাতৃত্বের ভালবাসায় তোকে যে আমি প্রাণের চেয়ে বিশ্বাস ক'রে এসেছি, সেই বিশ্বাসের কি এই পরিণাম! কামান্ধ! "আমি অবর্ত্তমানে—সতী

তারা তোর ভোগ্য" এই লোভ ত্যাগ ক'র্‌তে না পেরে বুঝি ধর্ম্মশিরে পাদুকা প্রহার ক'র্‌লি? আমায় হত্যা ক'র্‌তে বহির্গমনের পথ রুদ্ধ ক'র্‌লি? হায়, ধর্ম্মও আজ কালসহকারে রসাতলে যেতে ব'সেছে! তা না হ'লে বজ্র কেন এখনও ভ্রাতৃদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ধর্ম্মলোপকারী কামবশীভূত সুগ্রীবের মস্তকে পতিত হয় না? এখনও কেন প্রলয়ের দ্বাদশ ভাস্কর আকাশচ্যুত হ'য়ে পৃথিবী ধ্বংসের উদ্যোগ করে না? এখনও কেন জীবপ্রাণরূপী বিমল বায়ু—বিশ্বধ্বংসী প্রলয় রুদ্র-অনল-প্রবাহ রূপে প্রবাহিত হ'চ্চে না? নাই হোক, নাই হোক, সকলে তাকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারে, কালে সত্যধর্ম্মের প্রবলতা লঘু হ'তে পারে কিন্তু—বালীর হৃদয়ের বল অটুট, সে হৃদয়ে তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ক্ষমা নাই। সুগ্রীব, লম্পট সুগ্রীব, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রাতৃদ্রোহী সুগ্রীব— এইবার তোর পাপ চারিপাদে পূর্ণ হ'য়েছে। আর তোর রক্ষা নাই! জলে, স্থলে, অনলে অনিলে, পর্ব্বতে, অরণ্যে, খেচরে, গোচরে—কোথাও তোর পরিত্রাণ নাই। বালীর কোপানলে এবার তুই নিশ্চয়ই ভস্ম হবি। রাজ্যসুখলিপ্সা, সতী তারা উপ-ভোগ—এই বার তোর শেষ হ'য়েছে। (গমনোদ্যত)

পাপ। (স্বগত) কেমন এবার ওষুদ ধরেছে? এই পাপের ছায়া বুকে ঢুকেই যত ঘরের ভাইকে পর ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) বলি ভাই, যাচ্চ কোথা, আমায় তুমি ফেলে, তুমি আমায় আশ্রয় দিবে এই না ব'লেছিলে?

বালী। ব'লেছিলাম, এখনও ব'ল্‌ছি বালীর বাক্য নিশ্চয়ই

অভ্রান্ত! তুমি আমার সঙ্গে এস, কেমন ক'রে সেই ভ্রাতৃদ্রোহীর শাস্তি প্রদান করি, তাই অগ্রে দেখ্‌বে এস।

পাপ। আমি পাপ, আমি থাক্‌লেই সবি হবে, নৈলে মনের আশাই মনে রবে।

বালী। কি বল্লে—তুমি পাপ? তবে কি তুমি পাপ—আমার সহচর হ'লে?

পাপ। এই ত তুমি আশ্রয় দিলে, এখন পড়্‌ছ কেন ভুলে?

বালী। তাহ'লে তুমি যে সকল কথা ব'ল্লে, সে সকল কথা সত্য?

পাপ। সত্য মিথ্যা নিয়ে চল দেখ্‌বে রাজ্যে গিয়ে, মজা মারছেন সুগ্রীব রাজা তোমার প্রাণের তারায় নিয়ে।

বালী। তবে আর না, আর তোমার প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই। তুমি পাপ হও, তাপ হও, পিশাচ হও, রাক্ষস হও, মায়াবী দানব হও, আর আমার কোন সন্দেহ নাই! এস এস ভাই, তোমায় নিয়ে যদি আমায় ভিক্ষা ক'র্‌তে হয়, তাও ভাল, তথাপি তুমি আমার ভ্রাতৃপত্ন্যাপহারী পাপাত্মা সুগ্রীবের সন্ধানদাতা বন্ধু! এস বন্ধু, এস সুহৃদ্! (পাপের হস্ত ধারণ) বালী আজ তার পাপ বন্ধুকেই আশ্রয় ক'রে প্রকৃত ভ্রাতৃদ্রোহী পাপাত্মার প্রকৃত শাস্তি দান ক'র্‌বে। সে আজ দেখাবে, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। আরে আরে, আরে, দুর্ব্বৃত্ত, শঠ সুগ্রীব! এইবার—দেখ্‌ ক্ষণিক সুখের বিনিময়ে কি নরক-যন্ত্রণাময়ী ভীষণ জ্বালা!

পাপ। হিঃ হিঃ হিঃ (স্বগত) দেখ, কেমন লাগিয়ে দিলাম

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কিষ্কিন্ধ্যার অন্তঃপুর)

দ্রুতপদে দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। (স্বগত) পরম জ্ঞানী সুগ্রীব ভ্রাতৃশোক-গ্রস্ত হয়ে রাজা হ'তে চায় না, কাজেই ছদ্মবেশিনী রাজলক্ষ্মী বেশে সুগ্রীবকে রাজ-মুকুট পরিয়ে দিয়ে এলাম। কেন না সুগ্রীবকে যে রাজা করা চাই! সুগ্রীবকে রাজা না ক'র্‌লে তারার সতীত্ব পরীক্ষা ক'রবো কেমন ক'রে? এখন সুগ্রীব রাজা হ'ল, তারা যদি অকুণ্ঠিতচিত্তে বিবাহ-প্রতিজ্ঞা অটল রেখে সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ ক'রে তার বামে ব'স্‌তে পারে, তাহ'লেই বুঝবো যে, তারার মহাব্রত পূর্ণ হ'য়েছে। তারা দুইরূপকে একরূপ ক'র্‌তে পেরেছে, বালী আর সুগ্রীবকে তার আর ভেদাভেদ কিছুই নাই, তখন সে যথার্থ সতী! শুধু সতী নয়, তখন সে জগতে আদর্শ সতী। এই যে মা মানসি, তুই আবার কেন মা!

মানসীর প্রবেশ।

মানসী। এলাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে। লীলাময়ি, তোর সকল কার্য্যই লীলা-রহস্যে পূর্ণ; কিছুই বুঝ্‌বার উপায় নাই, তাই মা শান্তি না পেয়ে ছুটে আস্‌ছি। বলি মা শিবরাণি, বালী ত এখনও বর্ত্তমান, তখন কেমন ক'রে তারা সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ ক'রে তার বামে গিয়ে উপবেশন ক'র্‌বে মা! আর তাতেই বা তার সতীত্ব কিরূপে বিকাশ হবে মা!

গীত।

ওমা সতি গো এ ত সতীর রীতি নয়।
থাক্‌তে পতি পরম গতি, বল কিসে তারে ভুলা যায়॥
শুনেছি বালী বর্ত্তমানে, তারা সে সতীত্ব দানে তুষিবে তাহায়,
সে বালীর উদ্দেশে, তারা মা বরিবে কিসে, সুগ্রীব রাজায়,
তুই মা সতী থাক্‌তে সতীর এ ব্যবস্থা কেন হয়,
বুঝি লীলাময়ী লীলা বিনে থাক্‌তে নার এ ধরায়॥

দুর্গা। এই ত রহস্য মা মানসি! তারার দুই পতিকে এক ব'লে ধারণা করানই ত ব্রত; তখন বালী বা সুগ্রীব তার পক্ষে আর পৃথক কি? বিশেষতঃ এই পার্থক্য জ্ঞান থাক্‌লে তার আর সতীত্ব ত থাকে না মা!

মানসী। বেদদক্ষ যোগবিদ্ যোগচিত্তের কথা স্মরণ কর জননি, বালী অবর্ত্তমানেই ত মহামতি সুগ্রীব তারার সতীত্ব রক্ষা ক'র্‌বেন মা!

দুর্গা। সে ত দেহ-যৌবনের কথা হ'ল মানসি! মহর্ষি

যোগচিত্ত দ্বারা তারার পিতা-মাতা তারার দেহ-যৌবন বিভাগের কথা ব'লেছিলেন, কিন্তু তারার ব্রত এবং প্রকৃত সতীত্ব কি তাই ?

মানসী। দেহ-যৌবনে কি সতীত্বের অংশ নাই মা ?

দুর্গা। আছে বৈকি মানসি! যে প্রকৃত সতী, তার পক্ষে তা রক্ষা ক'রে সতীত্ব রক্ষা করা অতি সহজ। বালীর মৃত্যু হ'য়েছে, সুগ্রীব বা বানরগণের তা অনুমান হ'লেও সতীর স্ফটিকস্বচ্ছহৃদয়ে এ মিথ্যা অনুমান কখনই স্থান পাবে না, সে তার কর্ত্তব্যের নির্ম্মল মুকুরে সকলই দেখ্‌তে পাচ্চে। তার দেহরূপযৌবনের অধিকারীকে তার দেহ-যৌবন দান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে র'য়েছে। ঐ দেখ মা, স্বামিগর্ব্বে গর্ব্বিতা মহাসতী কিরূপভাবে উপস্থিত সময়ে কর্ত্তব্য সমালোচনা করেছে, ঐ দেখ। ঐ তারা এইদিকে আস্‌ছে মা, আমি এখন পালাই, তুই মা মানসি! যা হয় কর্।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

মানসী। যা হয়, আমি কি ক'র্‌ব মা, যা হয়, তুই কর্, কিন্তু দেখিস্ লীলাময়ি! কর্ত্তব্যের ভীষণ প্রস্তর মাথায় দিয়ে তাকে আর এ সময়ে যেন ছলনা-অম্বুধিতে নিমগ্ন করাস্‌নে। ঐ যে তারা—

তারার প্রবেশ।

তারা। কে বলে আমার স্বামী ম'রেছে? ঐ যে কোটী সূর্য্যসমুজ্জ্বল, কোটী ইন্দু-বিভাবিভাবিত—নির্ম্মলতার চন্দনলেপা আমার মনঃচকোর ঐ যে দাঁড়িয়ে! যাকে যতদিন পর্য্যন্ত তারা তার রূপযৌবনদেহ দান ক'রেছে, তাকে ততদিন যে তারা চোখে

চোখে রেখেছে! তবে কে বলে—আমার অভীষ্ট ইষ্ট দেবতা আর সংসারে নাই? আমার জিনিষ আমি কিছু বলি না, আর তোমরা পাঁচ জনে ব'লবে! আমার স্বার্থ আমি যেমন বুঝি, তোমরা অতি বুদ্ধিমান, অতি বহুদর্শী হও না কেন,তা বুঝবে কি? আজ সুগ্রীব রাজা, আমাকে রাণী সেজে তার বামে ব'সতে হবে, তা ব'সব। তিনি আমার পতি, তাঁকে ত আমি বিবাহের দিনই পতিত্বে বরণ ক'রে রেখেছি, তাতে আমার দোষ কি? কিন্তু তা ব'লে এই দেহরূপযৌবন তাঁকে এখন দান ক'রব কেন? এতে ত তাঁর এখন অধিকার নাই। এর অধিকারী যে আমার পরম গুরু বালী। তিনি ঐ যে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য ঘোর তমিস্রায় গা ঢেকে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছেন। ঐ যে মেঘঢাকা আকাশের মাঝে সেই তুহিনধবল শশাঙ্কের হিম শীতল রশ্মি! দেখতে পাচ্চি ত, ঐ যে সেই সুন্দর রূপ! তবে কে বলে, আমার স্বামী ম'রেছে? তবে কে বলে আমার স্বামী আর সংসারে নাই? ভুল, ভুল, অসম্ভব। কেউ ত আর তাঁর মৃত শরীর দেখে না, তিনি মায়াবীকে হত্যা ক'রতে পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ ক'রেছেন, এক বৎসর সেখানে অব স্থান ক'রছেন, তা ব'লে তিনি মরেছেন, এ কথা কে বল্লে? হয় ত মায়াবীর মায়ায় তিনি কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হ'য়েছেন, তাই তিনি সমুদয় বিস্মৃত! তাই ব'লে কি তিনি মৃত? মা গো সতি! আজ সতীর মহাসঙ্কটের দিন উপস্থিত! লজ্জা রাখ মা—শিবরাণি! সতীর লজ্জা আজ তুমি রাখ! প্রাণ যা চায় না, তা প্রাণকে দিয়ে কেমন ক'রে করাব? সুগ্রীব আমার এক পতি। অবশ্য—

রাজ্যের সুমঙ্গলের জন্য তাঁর বামে গিয়ে ব'সতে পারি, কিন্তু মা, আমি ত এখন তাঁকে রূপ যৌবন দান ক'র্‌তে পারি না?

মানসী। মাগো তারা, প্রাণ তোমার রূপ যৌবন দান ক'র্‌তে চায় না, কিন্তু জ্ঞানবীর সুগ্রীব কি তোমার তাই চায় মা!

তারা। মাগো, তুই? তুইও আছিস্‌? বেশ মা, আয় তোর সঙ্গে একবার আমার কর্ত্তব্যের বিচার করি। জননি! সুগ্রীব আমার রূপযৌবন চায় না, তা বিশ্বাস করি কিরূপে?

মানসী। তবে যে তোমার রূপযৌবনের অধিকারী বালী এখনও জীবিত, এ কথা বিশ্বাস কর কিসে?

তারা। আমার প্রাণই ত আমায় মা, সে কথা ব'ল্‌ছে!

মানসী। সুগ্রীব যে তোমার রূপযৌবনের প্রার্থী, এ কথা তোমার প্রাণ ব'লেছে?

তারা। না মা, তর্কে এসে উপস্থিত হ'চ্চে।

মানসী। তর্কে বহুদূর মা, তর্কে বহুদূর। সরলতাময়ি! সরল পথে অবিঘ্নগতিতে চলে যা, সব সহজ হ'য়ে আস্‌বে। যে সমুদ্র অনন্ত অকূল, পারাপারের উপায় নাই, তরঙ্গভঙ্গ দর্শনেই আতঙ্ক উপস্থিত করে, সেই অপার সীমা রহিত মহাসিন্ধুই মা, সরলতায়—ক্ষুদ্র সঙ্কোচ হ'য়ে যায়। তর্কের প্রয়োজন কি? বিবেকের দীপ্ত-রাগে অনুরঞ্জিত হ'য়ে বিবেকময়ী মাগো! আপন সংকল্প রক্ষা কর্‌। কেউ তোর মনোভীষ্ট নষ্ট ক'র্‌তে পার্‌বে না। বিবেক-বহ্নি-অজ্ঞানতার মহামোহতমঃ নিবারণ করে, তখন ভয় কি আছে মা! ঐ কুলাঙ্গনাগণ তোকে সিংহাসনাভিষিক্তা ক'র্‌বার জন্য

মাঙ্গলিক দ্রব্য ল'য়ে আসছে! এখন আসি মা, যখন ইচ্ছা হবে, তখনই ডাক্‌বি, তখনই পাবি!

[প্রস্থান।

তারা। তাই মা, তা হ'লেই আমার যথেষ্ট হ'ল। চিরদিনই যেন তোর ঐ হিমকরস্নিগ্ধপদ-কোকনদের শীতল ছায়ায় তারার তপ্ত প্রাণ গিয়ে তৃপ্তিলাভ করে জননি! ঐ উক্‌নো নয়? আয় উক্‌নো, সংবাদ কি তা বল? সে দিন আমায় দেখে বড় ভয় পেয়েছিলি নয়?

বেগে উক্‌নোর প্রবেশ।

উক্‌নো। হাঁ বড় দিদি! হাঁ, বড় ভয় পেয়েছিলুম! তুমি যেন সে দিন খাঁড়াধরা করাগিনী সেজেছিলে! যা হ'ক্, বড় বেঁচে গেছি! তা যাক্ দিদি, এখন শুন্‌ছি কি, কথা সত্যি কি?

গীত।

ও দিদি, উড়ো উড়ো খবর পেয়েছি, সত্যি কি তাই সুধাই তোকে
তোর ভাঙ্গা তরী বাণিয়ে নাকি দিবি নূতন নাবিকে॥
কথা নোংরা নয়, ও দিদি কাব্যি কথাও নয়, নূতন নৈলে যে হায় মন
মজে না তার,
কিছু হোক্ বা না হোক্, মুখ বদলানও ত হয়,
যেমন দিদি নিত্যি খেয়ে মিষ্টি পায়েস, ইচ্ছে করে পুঁই শাকে।

তারা। দেখ্ উক্‌নো, মহারাজ বালীকে হারিয়েও যে আজ তোদের হৃদয়ে এ আনন্দের বাতি জ্ব'লছে, তাতেই আমি বড় আশ্চর্য্য হ'চ্চি। যাই হোক্ কালে সব হয়।

উকনো। হাঁ বড় দিদি, কথাটা কি হ'ল? বলি পুরুষে মাগ ম'লে যদি বিয়ে ক'র্‌তে পারে, তা হ'লে দুনিয়ার এমন কোটা'কুল মেয়েমানুষ—

তারা। (স্বগত) তা না হ'লেই বা মানুষে আমাদিগে বানরী ব'লে আর উপহাস করে কেন? যাক্‌ উকনোকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) তা বৈ কি উক্‌নো!

উক্‌নো। তাই বল না বোন্‌, বিচের ক'রে ত কাজ ক'র্‌তে হবে?

তারা। দেখ উক্‌নো! আমরা উচ্ছিষ্ট ফুলে দেবতার পূজা কর্‌তে বসি।

উক্‌নো। না বড় দিদি, সে কথা ত হ'ল না, পুরুষমানুষগুলো যে যেটু দেবতা, ওদের বাঁ হাতেই পূজো ক'র্‌তে হয়। নৈলে দেবতারা আয়েস পান্‌ না। ও মা কি হবে গো—মন্ত্রির মশায় যে! (লজ্জিত ভাবে জিহ্বাকর্ত্তন)

তারের প্রবেশ।

তার। রাজ্য-শ্রীরূপিণি মঙ্গলময়ি সতি মা! রাজ্যাভিষেকের সমুদয়ই প্রস্তুত। কুলস্ত্রীগণ আপনাকে পবিত্র জলে স্নান করাবার জন্য এখন আস্‌তে পারে কি? সেই অনুমতির জন্যই আমি এসেছি মা!

তারা। তার অনুমতি কি বাছা তার! তারা তোমাদের বা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছে। আয় উক্‌নো, চল বাছা, এখন আমাকে যা ক'র্‌তে হবে তাই করি গে

চল! (স্বগত) লজ্জা রাখ্ মা শিবরাণি! সতীর আজ মহাসঙ্কটের দিন! দেখিস্ মা মঙ্গলময়ি! অভাগিনী তারার যেন মহাব্রত ভঙ্গ না হয়।

[প্রস্থান।

উক্নো। হাঁ দেখ মন্ত্রিমহাশয়! বড় দিদিকে দেখ্লেই যেন আমার ভয় পায়! দিদি যেন ঠিক আগুনখাগী!

তার। উকনো রে! স্ত্রী জাতির সতীত্বই যে মহাঅগ্নি। সেই তেজেই মা জ্বলন্ত অনলরূপিণী। দেখ্‌চিস্ কি উকনো, মায়ের পুণ্যে আমরা আর কিষ্কিন্ধ্যা ধন্য! এখন চল, রাজ্যাভিষেকের সময় হ'য়ে এসেছে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজসভা)

বানর-রমণীগণ, তারা, উমা, অঙ্গদ, উক্নো, ঝুক্নো, সুগ্রীব, তার, হনুমান জাম্বুবান ও নলের প্রবেশ।

বানর-রমণীগণ। গীত।

রে সজনি চন্দনকুসমকুঙ্কুমচুয়া ছড়ায়ে, ধীরি ধীরি ধীরে চল সারি সারি।
রে সজনি সুনীল গগনে তুলিয়ে মধুর তান মাতায়ে দাও লো এ বিশাল নগরী॥

রাজার কুমার চিরবিনীত সুশীল সুগ্রীব হবেন রাজা,
বামে বসিবেন তার সতী নারী তারা রমণী কুলের ধ্বজা,
তাই ঘরে ঘরে বাজে সেই মঙ্গল বাজা,
দ্বারে দ্বারে বাজে পূত বারিভরা কনক গাগরী॥

সকলে। জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়! জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়! জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

সুগ্রীব। দেখ বানরগণ! এখনও যেন এই সিংহাসনে ব'স্‌তে আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে। হায়! হায়! এই সিংহাসনে আর্য্য আমার উপবেশন ক'র্‌তেন, আমি পদতলে ব'সে তাঁর পদ সেবা ক'র্‌তাম। হায় রে! আজ আমার সে দাদা কোথায়? (রোদন)

তারা। মহারাজ! মঙ্গলোৎসবের সময় রোদন ক'র্‌বেন না। তাতে আপনার এবং রাজ্যের সম্পূর্ণ অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা। মা মহারাজ্ঞি, আপনারা উপবেশন করুন। মহারাজ! আপনিও আসন পরিগ্রহ ক'রে কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

সুগ্রীব। আপনাদের বাসনাই পূর্ণ হোক্।

অঙ্গদ। কাকা মহাশয়, আমি আপনার কোলে বস্‌ব।

সুগ্রীব। এস বাবা, তোমার সিংহাসনে তুমিই বস্‌বে এস।

(সকলের উপবেশন)

সকলে। জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়। জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

উমা। (স্বগত) ধিক্ আমার নারী-জীবনে? স্বামী রাজা হ'লো, আমি কোথায় রাণী হবো, তা না হ'য়ে তারা গিয়ে বামে বস্‌লেন, এর চেয়ে আমার মরণ ভাল।

উক্‌নো। আয় না ঝুক্‌নো আমরা একটু নেচে নি!

ঝুক্‌নো। বেশ ত উক্‌নো, আয় আমরা একটু মজা করি। এমন দিন কি আমাদের হবে লো! যাও গো যাও বানরমহাশয়েরা, আমাদের একটু ফুর্ত্তি ক'রতে দাও।

উক্‌নো। হোঃ হোঃ হোঃ আমাদের ভরা গাং – তায় আবার— ভাদুরে—যাও না বানরমহাশয়রা উঠে যাও না। আমরা একটু দিলদরিয়া হই!

হনুমান। বেশ, বেশ, আমরা যাচ্চি! তোমরা আনন্দ কর, এস হে—আমরা যাই, এস।

উমা। (স্বগত) কেন, স্বামী কি মনে ক'রলে আমায় শ্রেষ্ঠ রাণী ক'রতে পারতেন না? তা ত নয়—তারা যে সুন্দরী। যে স্বামী পরের রূপতৃষ্ণায় পাগল, সে স্বামীর সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি? তাতে আমায় জগৎ অসতী বলে, তা বলুক, তথাপি এ নিন্দা অপেক্ষা সে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট।

উক্‌নো। আয়না লো, দাঁড়িয়ে রৈলি যে?

ঝুক্‌নো। তুই আগে ধর্‌ না। দেখ্‌না উক্‌নো রূপ যে আর ধরেনা লো!

গীত।

ঝুক্‌নো। ব'য়ে যায় রূপের ধারা, নাই তার কূল কিনারা,
মাইরি মাইরি মাইরি, ধারা বয় কল্‌ কল্‌ কল্‌।

উক্‌নো। প্রেমের ফুল আপনি ফুটে, বেগে তার যায় লো ছুটে,
মাইরি মাইরি মাইরি, রূপ কি তার ঢল্‌ ঢল্‌ ঢল্‌॥

ঝুক্‌নো। সোহাগের সুবাস ভরে, মন-তরী আপনি সরে,
মাইরি মাইরি মাইরি, দেমাক করে টলমল,

উক্‌নো। পোড়া আঁখ্‌ঠারে সই কুল যায় অই,
মাইরি মাইরি মাইরি, পালাই চল্‌ চল্‌ চল্‌।

সুগ্রীব। একি অকস্মাৎ—চারিদিকে বানরগণের এত কাতর চীৎকার কেন?

অঙ্গদ। কাকা মশায়! আমি দেখ্‌তে যাবো?

সুগ্রীব। না বাবা, তোমার গিয়ে কাজ নাই! তাইত ক্রমশঃ কোলাহল যেন বাড়্‌ছে!

উক্‌নো ও ঝুক্‌নো। ওমা—আমার যে বড় ভয় পাচ্চে গো!

বেগে পাপের প্রবেশ।

পাপ। সত্যই ঘোর অরাজকতা, বালী রৈল বেঁচে, সুগ্রীব হ'ল রাজা—এর আমি আর কি কইব কথা?

উমা। (স্বগত) এখন এ আমার মনের মত কথা ক'য়েছে! এমন স্বামীর রাজা হওয়ার চেয়ে—বনবাসী হওয়াই শ্রেয়ঃ! তাহ'লেই আমার মনের শান্তি!

সুগ্রীব। কে তুমি! তোমাকে যেন আমি কোন দিন দেখেছি ব'লে বোধ হ'চ্চে।

পাপ। হাঁ, দেখেছ বৈকি! না, কবে দেখ্‌লে?

সুগ্রীব। হাঁ নিশ্চয়ই দেখেছি! সেই গুহাদ্বারে! তুমিই ত ব'লেছিলে দাদা ম'রেছে, আবার তুমি ব'ল্‌ছ, দাদা জীবিত?

উমা। মহারাজের এটী কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যায় বলা হ'চ্চে।

সুগ্রীব। কেন উমা! এ যে দেখ্‌ছি তুমি আগন্তুকের পক্ষপাতিনী হ'য়ে পড়্‌লে?

উমা। না হবো কেন, কথা বাড়ালেই কথা বেড়ে যায়; আপনি যখন তাঁর মৃত দেহ দেখেন না, তখন আপনি কিসে স্থির ক'র্‌লেন যে, রাজরাজেশ্বর বানররাজ মৃত?

সুগ্রীব। উমা, তুমি কি ব'ল্‌ছ?

উমা। বল্‌ছি স্পষ্ট কথা! না বুঝে কাজ ক'র্‌লেই পরিণামে পরিতাপ পেতে হয়। (স্বগত) হা ভগবন্‌! এ স্বামীর এখনি রাজ্যসুখ নষ্ট কর।

পাপ। (স্বগত) এ যে দেখ্‌ছি, আমার বাতাস এর গায়ে এসেই লেগেছে। হিঃ হিঃ হিঃ। (প্রকাশ্যে) নিশ্চয়! নিশ্চয়! মহাশয়ার কথা মিথ্যা নয়। (উমার নিকট গমন)

সুগ্রীব। ওকি! তুমি—স্ত্রীলোকের নিকট যাচ্চ কেন?

পাপ। ও স্ত্রীলোক আমায় চায় কেন?

সুগ্রীব। সাবধান বর্ব্বর! জান নাই আমি কে? (তরবারি উন্মোচন)

উমা। একি, তোমার যে মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল দেখ্‌ছি!

সুগ্রীব। কি উমা—আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে?

উমা। নিশ্চয়, তা না হ'লে তুমি আগন্তুক ভদ্রলোকের অপমান ক'র্‌তে প্রস্তুত হও?

পাপ। আপনিই বলুন ত! হিঃ হিঃ হিঃ।

নেপথ্যে—বানরগণ। যাই, যাই, যাই, প্রাণ যায়, রক্ষা কর, রক্ষা কর!

সুগ্রীব। কোলাহল ক্রমশঃ নিকটে এল যে! আমি কি ঐন্দ্রজালিক মায়ায় মুগ্ধ হচ্চি!

তারের বেগে প্রবেশ।

তার। মহারাজ! মহারাজ! জলন্ত অনল!
সাক্ষাৎ প্রলয়রূপী জলন্ত অনল,
ভীম বিস্ফুলিঙ্গ তার চারিদিকে ছুটে,
বিভ্রাটে পড়িছে হায় বানরের পাল,
বেগে মহারুদ্র যেন আগত সংগ্রামে,
বাণে বাণে ছেয়ে গেল কিষ্কিন্ধ্যা নগর।
যারে পায় তারে নাশে বীর,
কোন বীর নাহি রয় স্থির।

হনুমানের বেগে প্রবেশ।

হনুমান। মহারাজ, দক্ষযজ্ঞ নাশে যথা বীরভদ্র হইল উদ্ভব,
সেই মত সব—সেই মত বাহু-আস্ফালন
ত্রিভুবন সেই মত কাঁপে তার বীর-দাপে—
খসে বুঝি বিশ্বের বন্ধন, ঘন ঘন গভীর গর্জ্জন,
এই গেল, এই গেল—বুঝি কিষ্কিন্ধ্যা নগর,
এ বুঝে অন্তর,
পারে বীর চন্দ্র, সূর্য্য, দন্তে চিবাইতে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পারে রসাতলেদিতে!

মুখে ধ্বনি মার্ মার্ মার্,
বিষম হুঁকার—শব্দে গর্ভিণীর হয় গর্ভপাত,
মাতৃক্রোড়ে কেঁদে উঠে স্তন্যপায়ী শিশু,
পশুপক্ষী সবাই অস্থির!
যারা মহাবীর আখ্যাত বানরমাঝে,
সকলেই তারা ভয়ে জড় সড়—
ঐ—ঐ আসে, ঐ আসে সেই যমোপম মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!

নেপথ্যে—বানরগণ। সব গেল, সব গেল, রক্ষা কর!

সুগ্রীব। অদ্ভুত অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! যেন ভীম মহাকাল—
লণ্ড ভণ্ড করে কিষ্কিন্ধ্যা-নগর—
নাহি তার কোনও পরিচয়!
বুদ্ধিমান মন্ত্রী তায়, গুণবন্ত হনুমন্ত ভ্রান্ত হ'য়ে গেল—
বুঝিবারে হইল অক্ষম,
পরাক্রম ব্যর্থ তাহাদের!
রুদ্ধ হ'ল দ্রুতগতি প্রভঞ্জন-গতি।
চল চল দেখি গিয়া তারে,
কোন্ মন্ত্র ধ'রে আইল মায়াবী? (গমনোদ্যত)

অঙ্গদ। ওমা, বড় ভয় পাচ্চে!

তারা। চুপ কর বাবা!

জাম্বুবানের বেগে প্রবেশ।

জাম্বুবান। মহারাজ—মহারাজ—অগ্রসর হও'না ওপায়,
হায় হায় হ্রাসবৃদ্ধিহীন মহাশক্তি যেন—

পুরুষ-সংযোগে মরি ক'রে মহাক্রীড়া!
ক্ষোভে রোষে গিয়েছিনু আমি,
তার শাস্তি পেয়েছি প্রচুর—
দারুণ আছাড়ে বীর মোরে—ফেলে দিল দূরে,
ম'রে ম'রে এসেছি এটুকু, হয় বুঝি জীবন সংশয়,
অপর যা হয় করহ উপায়!

উমা। (স্বগত) পাপ রাজ্য যাক্ ছারখারে,
অচিরে যেন রে সব ভস্ম হ'য়ে যায়!
তবে এ উমার হায় হয় অপমান প্রতিশোধ!

পাপ। (স্বগত) আরে পাপ যেখানে প্রবেশ করে, সেখানে
কি কিছু থাকতে পারে?
সব যায় জ্বলে পুড়ে, সব যায় জ্বলে পুড়ে। হিঃ হিঃ হিঃ!

নেপথ্যে—বানরগণ। গেল, গেল - রক্ষা কর, [illegible]া কর।

সুগ্রীব। কিছুই ত হায় বুঝিবারে নারি,
কিবা রক্ষা করি,
প্রাণ দিতে পারি, যদি হয় রক্ষার বিধান,
বানর-সন্তান, কহি উচ্চৈঃস্বরে বল বল কি হল ঘটনা?

নলের বেগে প্রবেশ।

নল। নাই সে চেতনা—ঘটনার কহি বিবরণ।
মতিমন্! জলন্ত উল্কা যেন আসিয়া ভূতলে —
কিষ্কিন্ধ্যার দেয় রসাতলে, মূর্ত্তিমান রুদ্র রক্তমাখা!
মুখে তার এইমাত্র রব, রাজ্যদ্রোহী কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী!

নেপথ্যে—বালী। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—
রাজ্যদ্রোহী কিষ্কিন্ধ্যা-নিবাসী।

বানরগণ। এল অই, এল অই, মহারাজ মূর্ত্তিমান রোষ! (কম্পন)

বালীর বেগে প্রবেশ।

বালী। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই রাজ্যদ্রোহী কিষ্কিন্ধ্যা-নিবাসী,
তা নাহ'লে ভ্রাতৃদ্রোহী দুর্ব্বৃত্ত সুগ্রীব—
তারা কেন দেয় আজ রাজ সিংহাসন!
সাক্ষী থাক আকাশ তপন,
দেখ—দেখ ভ্রাতার নিয়ম—
রুদ্ধ করি গুহাদ্বার,
দুরাচার ভ্রাতৃ-জায়া লয় বামে!
বসে সিংহাসনে—লাজ নাই নির্লজ্জ দুষ্টের।

সুগ্রীব। দাদা—দাদা—লও তব এ রাজমুকুট,
নহি অপরাধী আমি, ভাব দাদা, পূর্ব্ব-ভালবাসা!

বালী। গেছে দূরে, গেছে দূরে স্নেহ-ভালবাসা,
নিবার—নিবার—মুখে—"দাদা দাদা"।
বজ্র শর সম দাদা-কথা, বুকে বাজে ব্যথা,
কেবা তোর দাদা, তুই কে রে অধম পামর?
ভ্রাতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃপত্নীলোভী কামুক লম্পট!
আমি তোর দাদা, তুই মোর হ'স্ সেই ভাই?
তবে কেন এখনও বালী র'য়েছে দাঁড়ায়ে—

দুর্ব্বল পশুর মত হিতাহিতহীন ?
ক্ষীণ-শক্তি মূর্খ অবিবেকী—
পত্নী-লোভী পাপাত্মার প্রতিবিধিৎসিতে—
এখনও বিলম্ব কি হেতু তার ?

সুগ্রীব। দাদা—দাদা, নহি অপরাধী !

বালী। অপরাধী নোস্ কি না জানে ত্রিসংসার !
রুদ্ধ করি গুহাদ্বার ভ্রাতার বিনাশে,
অনায়াসে নিলি সিংহাসন !
ভ্রাতৃজায়া করিলি হরণ,
না ভাবিলি একবার কর্ত্তব্য বিহিত,
একেবারে করিলি রে সম্বন্ধ রহিত !
আমি ব'লে ভাই, কই কথা তোর সাথে !
না, না, শত শত বৃশ্চিক দংশন,
করিতেছে মুহুর্মুহু সর্ব্বাঙ্গে আমার,
আরে কুলাঙ্গার ! দূর হ'রে, দূর হ'রে —
সম্মুখ হইতে, না না, যাবি কোথা, নাহি যেতে দোব,
প্রাণনাশ প্রতিশাস্তি তোর,
প্রাণনাশ নিশ্চয়ই করিব, রক্তে তোর মেদিনী ভাসাব,
মন্ত্রদাতা বানরের তোর ঘটাব সে দশা,
তবে যাবে বালীর এ ক্রোধ।
এই পদাঘাত —এই পদাঘাত ! (পদাঘাত করণ)

সুগ্রীব। যাই দাদা, যাই দাদা, কর ধর্ম্ম করহ বিচার !

উমা। (স্বগত) এই হইতেছে মম অপমান শোধ !

বালী। শত শত এই পদাঘাতে -শত শত এই পদাঘাতে—
দেহমাংস তোর হবে পিণ্ডীকৃত,
কৈ বন্ধু! কৈ পাপ!

পাপ। হিঃ হিঃ হিঃ, আমি আছি ব'সে,
শাস্তি পাবে আপন দোষে! হিঃ হিঃ হিঃ।

বালী। কর ধৃত পাপিষ্ঠের মন্ত্রদাতা বানরের দলে,
পদে চূর্ণ কর হে সকলে,
দেখ' যেন কেহ না পালায়,
ধর মার, দাও যমালয় !
এই—এই সব কূটবুদ্ধি বানরের দল,
অনায়াসে দিল মোর পদস্থল,
ভাবিল না মনে বালীর গরল ইথে।

হনুমান। বীরেন্দ্র-কিশোরি! বৃথা অনুযোগ তব।
রাজা তুমি, মোরা দাস, শুনি ধর্ম্মকথা—
দোষগুণ করহ বিচার!

বালী। হনুমান! বীর বলি আছে জ্ঞান তোর,
তাই চাস্ বিচার করিতে ?

তার। মহারাজ! রাজার নিকট—

বালী। জানি তার! তোর এই মন্ত্রণার ফল।

জাম্বুবান। ক্ষমা কর মহারাজ!

বালী। বৃদ্ধ—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন জাম্বুবান তুই।

নল। বিবেচক—তুমি মহারাজ।

বালী। চাটুবাদে ভুলে না এ বালী—
যেমতি সুগ্রীব—ভুলাইল তো সবারে!

সুগ্রীব। তবে কি করিবে কর দাদা তুমি,
বিনা দোষে দোষী যদি কর গো সুগ্রীবে,
তোমায় দুষিবে সবে,
সুগ্রীব এ ভবে না হবে চরিত্রহীন!

বালী। পুনঃ কথা—পুনঃ সেই কথা!
পদাঘাত বুঝি নাই রে স্মরণ?
মর্ দুষমণ! ভ্রাতৃদ্রোহী ভ্রাতৃ-পত্নীলোভী!

(পদাঘাত)

সুগ্রীব। কর ধর্ম্ম—করহ বিচার!

বানরগণ। হেন ঘোর অত্যাচার—সহিবারে,
নাহি পারি আর,
চ'ক্ষের হইল শূল—না পেলেও কূল—
অকূলে ডুবিব, ভিক্ষা মাগি খাব,
তবু হেন রাজ্যে আর নাহি প্রয়োজন,
ওঠ, ওঠ মতিমন্ হে সুগ্রীব! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)
চল যাই, পাপ রাজ্য ত্যজি!

সুগ্রীব। চল, চল, এর চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ভাল।
কর দাদা, কর রাজ্যভোগ পরম সুখেতে,
কিন্তু—এ নিশ্চয় এ সুগ্রীব তব—

নহে কোন দোষে দোষী।
বিনা দোষে মোরে করিলে হে পদাঘাত!
ধর্ম্ম যদি থাকে - তবে ধর্ম্ম করিবে বিচার,
নতুবা গো এই দেখা, শেষ দেখা হ'ল।
এস উমা—এ রাজ্যেও নাহি তব স্থান!

[প্রস্থান।

বালী। উমা কোথা যাবে? প্রাণ চাস্, প্রাণ ল'য়ে যা।

উমা। আমি কোথা যাব? যে যার কর্ম্মের ফল—
ভুঞ্জিবে সে জন!

পাপ। তাই ত ধন, তুমি কোথা যাবে, ও বন্ধু, দেখ না হে—
তোমার বৌকে নিল সুগ্রীব, তুমি তার বৌকে অমনি
ছেড়ে দিবে?

বালী। তা কি কখন হয় বন্ধু! তুমি কেন যাবে উমা!

উমা। না, আমি যাব না।

পাপ। কেন যাবে মণি, খাওয়াব মাখম চিনি!

অঙ্গদ। বাবা! কাকামশায় কোথায় গেলেন? কেন তুমি কাকামশায়কে মার্‌লে বাবা!

বালী। কে রে অঙ্গদ! আমি এতক্ষণ তোরে দেখি না চাঁদ! আয় বাবা, কোলে আয়। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

নেপথ্যে—বানরগণ। অন্যায়, অন্যায়, সম্পূর্ণ অন্যায়।
ধর্ম্ম যদি থাকে করিবে বিচার

পাপ। হাঁ বন্ধু! শুনছ, পাপাত্মারা তোমার কিরূপ গ্লানি ক'র্‌ছে? কেন তুমি ছেড়ে দিলে, তাই ত ধর্ম্মের দোহাই দিচ্চে।

বালী। সত্যই ব'লেছ বন্ধু! তাহ'লে ত আমি সম্পূর্ণ অন্যায় কার্য্য ক'রেছি! অঙ্গদ, নাম ত বাবা! আরে, আরে, দুর্‌বৃত্ত বকধার্ম্মিকগণ! এখনও তোরা ধর্ম্মের দোহাই দিচ্ছিস্? তবে দেখি, সেই ধর্ম্ম তোদিগে কিরূপে রক্ষা করে? দেখি—বালীর তপ্ত কোপানলে তোরা এ সংসারে কিরূপে নিস্তার পাস্! সুগ্রীব, এতদিনে জানলাম, মৃত্যু তোর সন্নিকট হ'য়েছে! এস বন্ধু! আজ ভ্রাতৃদ্রোহী পাপাত্মার সহচরগণের জীবন সংহার ক'রে পরে কিষ্কিন্ধ্যার বিলাস-সিংহাসনে দু' জনে ব'সে মহাক্রীড়া ক'র্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

পাপ। সেই ভাল, সেই ভাল ভাই! (উমার প্রতি) আমি আস্‌ছি গো!

[বেগে প্রস্থান।

উমা। (জনান্তিকে) এস, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'রে রৈলাম।

[প্রস্থান।

অঙ্গদ। না কাকী মা, এখানে আর আমি থাক্‌ব না, তোর সঙ্গে যাব।

[প্রস্থান।

তারা। কি হ'তে কি হ'য়ে গেল সব!

উক্‌নো ও ঝুক্‌নো। আমরা ত কেঁপেই সারা হ'লাম দিদি!

তারা। কেঁপে সারা তোরা, কেঁদে তারা হইল অস্থির,
স্থির প্রাণ হইল চঞ্চল—কেন কাতরতা এত আসে?
মাগো শিবরাণি! দেখ মিলি জোড় আঁখি!
স্বামীর মোর করহ মঙ্গল!
রাজ্যে ঢাল শান্তির পশরা!
কেন অচঞ্চল প্রাণ ক'রিস্ চঞ্চল শ্যামা!
যেন চক্ষের সম্মুখে দূর আকাশের কোল হ'তে—
খসিয়া পড়িল এক ঘন কৃষ্ণযবনিকা—
শ্যামল ভূতল' পর!
দিক্‌বালাচয় উচ্চৈঃস্বরে কয়—"তারা তোর সুখনিদ্রা
পোহাবে এবার?" ওমা—ওমা—(পতনোন্মুত)
বানরীগণ। ওমা—ওমা—একি হ'ল! রাণী যে মুর্চ্ছা গেলেন!

[তারাকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

পুণ্যের বেগে প্রবেশ।

পুণ্য। পালাও, পালাও পুণ্যাত্মা সুগ্রীব! দুরাত্মা বালী তোমায় হত্যা ক'র্‌বার জন্য চারিদিক অন্বেষণ ক'র্‌ছে রাম নাম

কর, রাম নাম জপ কর, রাম নামের শরণ নিয়ে পবিত্র মতঙ্গাশ্রম ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ কর।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। পালাও, পালাও পুণ্যাত্মা সুগ্রীব! দুরাত্মা বালী তোমায় হত্যা ক'র্‌বার জন্য চারিদিক অন্বেষণ ক'র্‌ছে; রাম নাম কর, রাম নাম জপ কর, আর রাম নামের শরণ নিয়ে পবিত্র মতঙ্গাশ্রম ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ কর।

পুণ্য। তুমি কে গা বালিকা?

প্রতিধ্বনি। তুমি কে গা বালিকা? আমি প্রতিধ্বনি।

পুণ্য। আমারই বাক্যের তুমি বুঝি প্রতিধ্বনি।

প্রতিধ্বনি। আমারই বাক্যের তুমি বুঝি প্রতিধ্বনি? হাঁগো।

পুণ্য। অতি সুন্দর! তবে প্রতিধ্বনি! এক কাজ কর, এই পথে পুণ্যাত্মা সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, তার, নল নামক তার অনুচর চতুষ্টয় গিয়েছে, তুমি আমার বাক্যের প্রতিধ্বনি তাদের কাছে ল'য়ে যাও।

প্রতিধ্বনি। তুমি বুঝি আমাকে দিয়ে বেগার খাটিয়ে নিতে চাও? তা আমি পার্‌ব না, তুমি চেঁচাও, আমি আমার কাজ ক'র্‌ব এখন।

পুণ্য। কৈ, গেল বারে ত তুমি তোমার কাজ ক'র্‌লে না?

প্রতিধ্বনি। আস্তে কথা কইলে প্রতিধ্বনি আস্তে আস্তেই তাই তুমি শুন্‌তে পাও না।

পুণ্য। তবে আমি খুব চেঁচিয়ে বলি, তুমি তোমার কাজ কর। পালাও—পালাও পুণ্যাত্মা সুগ্রীব! দুরাত্মা বালী তোমার হত্যা ক'র্‌বার জন্য চারিদিক অন্বেষণ ক'র্‌ছে, রাম নাম কর, রাম নাম জপ কর, আর রাম নামের শরণ নিয়ে পবিত্র মতঙ্গাশ্রম ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় লও গে।

[প্রস্থান।

প্রতিধ্বনি। পালাও—পালাও পুণ্যাত্মা সুগ্রীব—ঐ না সুগ্রীব আর তার অনুচরেরা আস্‌ছে—তা হ'লেই প্রতিধ্বনিও গেছে! আর কেন আমি চেঁচিয়ে মরি—আকাশের সঙ্গে মিশিয়ে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ভয়কম্পিত সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান, তার ও নলের প্রবেশ।

সুগ্রীব। যেন দৈববাণী হ'চ্চে—রাম নাম কর, রাম নাম জপ কর, আর রাম নামের শরণ নিয়ে পবিত্র মতঙ্গাশ্রম—ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ কর। হনুমন্ত, শুন্‌তে পেয়েছ কি?

হনুমান। স্পষ্টই শুন্‌তে পেয়েছি! এ নিশ্চয়ই দৈববাণী!

তার। যদি ধর্ম্ম থাকেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগে রক্ষা ক'র্‌বেন।

জাম্বুবান। তাতে আর সন্দেহ কি? বিনা দোষে আমাদের নিগ্রহতার কি প্রতিশাস্তি নাই?

নল। দর্পহারী মধুসূদন আছেন, জগৎলোচন দেব দিবাকর আছেন, তাঁরাই দেখুন যে, নিরপরাধের প্রতি দুরাত্মা বালীর কিরূপ অত্যাচার!

গীত।

দীনের বেদন মধুসূদন তোমা বিনা কে ঘুচাবে।
অসম্ভবে তুমি সম্ভব, সবই পার তুমি ভবে।
বলিদর্প বাড়াইলে, ছলি তারে পুনর্ব্বার,
খর্ব্বরূপে গর্ব্ব নষ্ট করিলে হে সারাৎসার,
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এ নীতি যে আছে হে তোমার—
তবে বল না হে দর্পহারী, বালীর দর্প কবে যাবে।
দীননাথ ধ'রেছ হে নাম নাশিতে দীনের বেদন
তবে কেন দীননাথ কর না দুঃখ মোচন,
রাজ্যচ্যুত বনবাসী আমরা দীন নন্দন,
তবে ক্রন্দন শুনি গোবিন্দ, স্থির আছ হে কোন্ ভাবে।

তার। নল! নিশ্চয়ই জান্‌বে, পাপাত্মার এ দর্প কখনই থাক্‌বে না।

হনুমান। নিশ্চয়ই তাই! কিন্তু মহামতি তার! আমাদের এরূপ ভাবে থাকা আর উচিত নয়। দৈববাণী স্মরণ করুন, মহা-ক্রোধী বালী আমাদিগেই অন্বেষণ ক'র্‌ছে!

তার। হনুমন্ত! তুমি বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত! বিশেষ বিবে-চনা কর, যেরূপ অপমানিত হ'য়েছি, সে অপমানে মৃত্যু হ'লেও মঙ্গল কি না? তাতেও শান্তি ব'লে অনুভব কর কি না?

হনুমান। সকলই বুঝি, কিন্তু শত্রুধ্বংসে কাল এবং সুবিধার প্রতীক্ষা করাই শাস্ত্র বাক্য।

সুগ্রীব। শাস্ত্র-বাক্য অভ্রান্ত হ'লেও যে তা রক্ষা করা অতি কঠিন হনুমন্ত! অহো কি আক্ষেপ! বিনা কারণে রাজ্যচ্যুত হ'লাম! পথের ভিক্ষুক হ'লাম! নির্ব্বাসিত হ'লাম! ক্ষমতা থাক্ বা নাই থাক্, ইচ্ছা হয়, এখনি এ প্রতিহিংসানল নির্ব্বাণ করি। তাতে মৃত্যু হয়, সে স্বর্গসুখ ব'লে মনে ক'র্‌ব! কিন্তু এ অন্তর্যাতনা আর সহ্য হয় না।

জাম্বুবান। তাই বটে, আমাকে ধ'রে যে আছাড় মেরে ছিল, যদি তাতে হায়, মৃত্যু হ'ত, তাহ'লেও—ঐ না একটা বিকট শব্দ উঠ্ল!

হনুমন্ত। তাহ'লে নিশ্চয় বালী এই পথে আস্‌ছে।

নল। আসে, ক্ষতি নাই, আমরা সকলেই সাহস করি আসুন! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকি আসুন! ম'র্‌তে হবে ব'লে নিতান্ত ভীরু কাপুরুষের মত আর এ বন ও বন ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারা যায় না।

সুগ্রীব। নিশ্চয়, আমারও ইচ্ছা তাই। শেষে ত ঋষ্যমূক পর্ব্বত আছেই! যুদ্ধে পরাজিত হই, শেষে ঐ অদূরস্থ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে শেষ জীবন তপস্যায় অতিবাহিত কর্‌ব।

নল। ঋষ্যমূক পর্ব্বত যে আমাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান, তা কে বল্লে?

সুগ্রীব। তা আমি জানি। মহর্ষি মতঙ্গ মুনির অভিশাপে আর্য্য বালীর সে স্থানে যাবার কোন অধিকার নাই, গেলেই ভস্ম

হবেন। কাজেই উপস্থিত বিপদে সেই একমাত্র আমাদের জীবন রক্ষার নিরাপদ স্থল!

পাপ ও বালীর প্রবেশ।

পাপ। বন্ধু—ঐ—(ইঙ্গিত)

বালী। হাঁ—হাঁ পেয়েছি, পেয়েছি, সেই ভ্রাতৃদ্রোহী লম্পট সুগ্রীব আর তার দুষ্টবুদ্ধি অনুচর চতুষ্টয়কে পেয়েছি। এবার আর বালীর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু-তারার সম্মুখ হ'তে কেউ লুক্কায়িত হ'তে পার্‌বে না। আরে, আরে, দুর্ব্বৃত্তগণ! (গর্জ্জন)

সুগ্রীব। ও গর্জ্জনে আর ভীত নই, মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে সকলেই প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছি।

নল। যদি বিন্দুবিসর্গও অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি, তাতেও আমাদের মহাগৌরব চিরদিন অক্ষতভাবে অবস্থান ক'র্‌বে। তথাপি দুর্ব্বৃত্ত বালি, তোর মহাশক্তির শেষ অংশ পর্য্যন্ত পরীক্ষা ক'র্‌তে চাই!

বালী। এতদূর আশা! ভাল, ভাল, তাহ'লে আর অপেক্ষা কেন? বাদানুবাদের আবশ্যকতা কি আছে! বালী একাই তোদের ন্যায় পশুদের মনোরথ অনায়াসেই পূর্ণ ক'র্‌তে পার্‌বে। আরে—আরে—লম্পট সুগ্রীব! আগে তোরই রক্ত দর্শন করা আমার জীবনের বর্ত্তমান মহাব্রত!

(সবেগে আক্রমণ)

সুগ্রীব। এস দাদা, এতদিন ভক্তি-পুষ্পে তোমায় পূজা ক'রেছি, আজ একবার বীরত্বের চন্দনে তোমায় চর্চ্চিত করি এস।

(উভয়ের ঘোর যুদ্ধ)

বানরগণ। বীর! আজ জীবনের বিনিময়ে অপমানের প্রতিশোধ।

হনুমান। এস বীরেন্দ্র বালি! সমানে সমানে বীরত্ব প্রদর্শনই বীরের লক্ষণ, এখন মহারাজ সুগ্রীব দুর্ব্বল, এস আমাদের সঙ্গে এস।

বালী। আমি তোদের ন্যায় সকল পশুকে এককালেই যুদ্ধে আহ্বান করছি, প্রলয়-বহ্নি তৃণ ধ্বংসে কোন বিঘ্ন বিপত্তি গ্রাহ্য করে না।

বানরগণ। বেশ, তবে তোর প্রার্থনাই পূর্ণ করছি আয়!

(সকলের সহিত যুদ্ধ ও পঞ্চ বানরের পশ্চাৎ বালীর গমন)

বানরগণ। উঃ, যাই, উঃ,যাই, শীঘ্র মতঙ্গাশ্রমে পালাই চল।

[বালী সহ প্রস্থান।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। পঞ্চবানর! পালাও, পালাও, রামনাম কর, রামনাম জপ কর, রামনামের শরণ নিয়ে ঋষ্যমূকে আশ্রয় লও, রক্ষা পাবে।

[প্রস্থান।

পাপ। (উচ্চৈঃস্বরে) বন্ধু! এবার আর ছেড় না, ওদের প্রাণ থাকৃতে আর এস না।

নেপথ্যে—বালী। যা দুর্ব্বৃত্তগণ, খুব রক্ষা পেলি।

পুনঃ বালীর বেগে প্রবেশ।

বালী। না হ'ল না, পাপাত্মাগণ ঋষ্যমূকে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লে।

পাপ। কেন বন্ধু তুমি তথায় না গেলে?

বালী। কেন যে গেলাম না, সে অনেক কথা ভাই! যাবার উপায় থাক্‌লে কি আর প্রত্যাবৃত্ত হ'তাম? এখন স্থির বুঝ্‌লাম বন্ধু, নিয়তিই সত্য, নিয়তি পূর্ণ না হ'লে কেউ কারেও সংহার ক'র্‌তে পারে না! এখন চল, কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাই। পাপাত্মা সুগ্রীব—আমার প্রতি যেরূপ শত্রুতা সাধন ক'রেছিল, তার যদি কোনরূপ প্রতিহিংসা সাধন ক'র্‌তে পারি, তারই উপায় দেখি গে।

[প্রস্থান।

পাপ। চল বন্ধু! সে যেমন তোমার বৌকে হ'রেছিল, তুমিও তার বৌকে নিবে চল। তা হ'লেই হরিবোল হরি, গণ্ডগোল চুকে গেল, থাকুল বাহাদুরী। হিঃ হিঃ হিঃ—কেমন এই কি না?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(মতঙ্গাশ্রম)

যোগিনী শবরী ও পুণ্যের প্রবেশ।

গীত।

পুণ্য। এস হে কমললোচন শ্যাম—তাপসী-আশ্রমে, আমি পুণ্য আছি দাঁড়ায়ে।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। এস হে কমললোচন রাম তাপসী-আশ্রমে, আমি পুণ্য আছি দাঁড়ায়ে।

পুণ্য। এস হে জ্যোতিকুলজ্যোতি রামরঘুপতি প্রেম-মকরন্দ-গন্ধ ছড়ায়ে।

প্রতিধ্বনি। এস হে জ্যোতিকুলজ্যোতি রামরঘুপতি, প্রেম-মকরন্দ-গন্ধ-ছড়ায়ে।

পুণ্য। তুমি ব'লে ব্যথাহারী রাম হে, অবোধিনী নারী,
সংসারবিলাসসুখ ত্যজি,
(তাই সে এখনও উড়ে না হে, তোমার দেখার আশে,
আছে দেহশূন্য বাসে) আর অর্ঘ্য দিতেছে রাম মানস-কুসুমে —
ভক্তির চন্দন মাখায়ে, আমি পুণ্য আছি হে দাঁড়ায়ে॥

প্রতিধ্বনি!
যাও তুমি রঘুমণিপাশে,
ভকতবৎসলে দাও ভক্তের সংবাদ।
যা হেরিলে এই ভাবে কাটে তার দিন।

প্রতিধ্বনি। তা ত যাবই গো, আরও যে তাঁর কাছে আমার ঢের খবর আছে।

পুণ্য। কি সংবাদ প্রতিধ্বনি!

প্রতিধ্বনি। কি সংবাদ প্রতিধ্বনি! রঘুমণির সীতার কথা। সে অনেক কেঁদেছিল গো—অনেক কেঁদেছিল, তার কান্না আমার বুকে গাঁথা রয়েছে।

পুণ্য। তবে প্রতিধ্বনি! অপেক্ষা করো না, শীঘ্র যাও। কহ গিয়া—"এস রাম, ভক্ত কাঁদে রাম নাম করি।"

প্রতিধ্বনি। তবে প্রতিধ্বনি! অপেক্ষা করো না, শীঘ্র যাও।
যাই, কহি গিয়া —"এস রাম, ভক্ত কাঁদে রাম নাম করি"।

[প্রস্থান।

শবরী। গণা দিন যায় চলে রাম—
গুণধাম! কবে পাব রাতুল চরণ?
মানব-জীবন করিব সফল—
কতদিনে ব্রহ্মপদ হেরে!
রাজীবলোচন রাম হে, দাসীরে দাও দরশন।
তুমি বিনা আর কে দেখিবে নাথ,
এ অবলার দুঃখ-বেদন।

পুণ্য। ভক্তের সখা তুমি ভক্তাধীন হে, এ যে খ্যাত ত্রিভুবন,
তাই ডাকি ধনুকধারী ব্যথাহারী নবদূর্ব্বাদলবরণ!

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি। এস রাম! ভক্ত কাঁদে করি রাম নাম।

রাম। একি ভাই, একি শুনি—
কোথা হ'তে আসে প্রতিধ্বনি,
এস রাম, ভক্ত কাঁদে করি রাম-নাম।
কণ্ঠ তার পূর্ণ ব্যাকুলতা,
সরলতামাখা সব কথাগুলি।
শুনে প্রাণ হইল কাতর?
লক্ষ্মণ রে! হ'রে অগ্রসর,

দেখি চল্ ভাই! কোথা রয়—
রামময় প্রাণ প্রাণ-ভক্ত ভবের দুর্লভ!

লক্ষ্মণ। রঘুমণি! ভক্তাধীন তুমি—
ভক্তের রোদনে—শান্তিময় প্রাণে—
পাইলে দারুণ ব্যথা প্রভু!
নহে মিথ্যা কভু—হবে বুঝি এই—
মতঙ্গ আশ্রম—ঋষ্যমূক সিদ্ধাশ্রম নামে,
তাপসী শবরী—যথা যাপে কালে মহাসিদ্ধি আশে
অই শোভে সেই বুঝি নভস্পর্শী গিরি—
ঝরে নির্ঝরিণী-বারি কল কল স্বরে—
দূরে ও অদূরে করে খেলা ময়ূর-ময়ূরী,
অহি ও নকুলে সম ভাব হেরি,
করী ও কেশরী সম প্রাণে করিছে ভ্রমণ!
হের আর্য্য! কমললোচন!
পুণ্য যেন মূর্ত্তিমান প্রতিক্ষণে হেথা
শান্তিময় সমূহ আশ্রম!

রাম। চল ভাই, ধীরে চল, কোথা হেরি—
তাপসী শবরী—দিবস শর্ব্বরী জপে রাম নাম,
কোন্ সিদ্ধি আশে সিদ্ধিময়ী তপস্বিনী ধ্যানে। (গমন)

পুণ্য। এস সিদ্ধি দাতা রাম—এস এস কৌশল্যা-নন্দন—
কাকুৎস্থ করুণাময় গুণনিধে!
এস প্রভু অনন্ত স্বরূপ বিশ্বরূপ—

হইল পবিত্র আজ দীনহীন শবরী-আশ্রম,
ত্রিবিক্রম! তোমা আশে, আঁখি-নীরে ভাসে—
দুঃখিনী শবরী। বৈকুণ্ঠের হরি, এত দিনে—
পড়িল কি মনে? লও পাদ্য দুঃখিনীর অশ্রু-নীর,
মানস-কুসুম তার ভক্তির চন্দনে,
রঞ্জিত করিয়া রাম রেখেছি তোমার তরে—
আমি পুণ্য। আছ প্রভু তুমি বলী-দ্বারে দ্বারী,
আমি হরি, তাপসী দুয়ারে বাঁধা এই ভাবে!
নিশিদিন কাটে এইরূপে মোর।

রাম। মুক্তিরূপ তুমি পুণ্য, ধন্য তুমি—
নিজ মহিমায়! লীলাময় নিজ দেহ হ'তে—
করিল সৃজন তব,
তব ব্রহ্মা বিষ্ণু সকলের তুমি আদরের ধন,
কৌশল্যা-নন্দন আজি ধন্য তব দরশন পেয়ে
কৈ মা শবরী তুই,
আমি দীন রাম—আজি ওমা তোর গো অতিথি।

শবরী। কে—কে—তুমি রাম! হেন দিন হ'য়েছে আমার?
বৈকুণ্ঠের নাথ! মোর দ্বারে তুমি আজ হ'য়েছ অতিথি?
এস হে অন্তিমে, পাদ্য রূপে রেখেছি তোমার—
এই অশ্রুনীর! হৃদি-পদ্ম ক'রেছি আসন।
লও প্রভু! প্রণাম দাসীর। (প্রণাম)

রাম। রে লক্ষ্মণ! একি ভাই!

বৃদ্ধা কেন পূজে দেবভাবে?
কহ তপস্বিনি! কারে ভাবি চিন্তামণি,—
পূজ তুমি পাদ্য অর্ঘ্য দানে?

শবরী। যারে পূজি সেই পূজা লবে চিন্তামণি,
কি জানি তাহারে আমি প্রভু!
জানিবারে পারিতাম যদি—
তাহ'লে কি কাটিত এ ভাবে দিন রাম!

রাম। তপস্বিনি! বৃদ্ধা তুমি—
তোমার পূজায় হবে মোর অমঙ্গল!
একদিন গৌতম রমণী অহল্যা পাষাণী,
পূজেছিল পা দুখানি মোর,
তার ফলে এই সব ঘটেছে কুফল!
তাই কহি নাহি কর' অমঙ্গল।

শবরী। মঙ্গলনিদান!
যাঁর নামে হয় অশুভ বিনাশ,
সত্য অবিনাশ বিপদবারণ যিনি রঘুমণি,
হবে তাঁর অমঙ্গল?
ভাল কথা শুনালে মুরারি;
ভাল কথা শুনিলাম হরি;
হাসি আসে প্রাণে, ভাল খেলা জান খেলাযুড়!

রাম। মাগো! কারে তুমি ভাব চিন্তামণি,
যদি চিন্তামণি হ'ব, তবে কেন অরণ্যে ভ্রমিব,

হ'য়ে হায় রাজার সন্তান, রাজ্যে কেন নাহি হ'ল স্থান,
রাজ-ভূষণের বিনিময়ে মাগো -
পরি কেন এ চীর বল্কল?
ভাব দেখি মাগো. রাম কিসে হয় চিন্তামণি?

শবরী। তা না হ'লে হায়, লীলাময় কে বলিত তোমা,
সহজে রহস্য যদি বুঝে নিত জীবে,
তাহ'লে হে রাম, জীবে ব্রহ্মে পার্থক্য কি হ'ত?
লীলাময় রাম, কে তোমা ভাবিত?
সকলি যে গুপ্ত ভাব তব ভাবময়!
কোন্ ভাব ক'রেছ প্রকাশ,
আদি মধ্য অন্ত সব ভাব তব যে হে রহে লুক্কায়িত!
পদ্ম-আঁখি! আর কেন করহ ছলনা,
বৃদ্ধা আমি, যে হও সে হও তুমি,
রাম, মনস্কাম মোর কর হে পূরণ!

রাম। মাগো তপস্বিনি, কিছুই না জানি আমি,
রাম তোর অনাথ কাঙাল,
কাঙালের হ'তে কোন্ মনোবাঞ্ছা হবে মা পূরণ?

শবরী। রামধন! এ সারা জীবন—
ভোগ্য বস্তু যত পেয়েছি উত্তম,
সব রাম, রেখেছি তোমার তরে—দি'তে তব চন্দ্রমুখে।
দেখ রাম, সেই সব মোর এই অঞ্চলেতে বাঁধা।

(অঞ্চল হইতে ফল মূল উন্মোচন.)

রাম। রে লক্ষ্মণ! এ বৃদ্ধা শবরী যে রে মাতৃস্নেহ করাল উদয়।
মা—মা—কে মা তুই?
কৌশল্যা মায়ের কথা পড়ে যে মা মনে,
মা জননী এই মত উপাদেয় খাদ্য যত পাইতেন তিনি
রাখিতেন সযতনে অভাগা কারণে।
মা—মা—কোথা তুমি! (রোদন)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা লীলাময়! কত লীলা জান দেব!
আর কেন হরি—এই দীনা শবরীরে ছলা?
খেলা শেষ ক'রে ল'ও, চল সুগ্রীব সমীপে!

রাম। মা—মা—দে মা তুই,
কর মা ভোজন কৌশল্যারূপিণী।

শবরী। কি কহিলে রামরঘুমণি,
এত দয়া তব দয়াময়!
মা—ব'লে ডাকিলে মোরে?
ধন্য ধন্য রে শবরী, ধন্য তুই আজ!
জগতের পিতা রামমণি কমললোচন,
মাতা ব'লে এ নারী জনম করিল সার্থক আজ!
এস রাম—এস পিতা, এস পুত্রধন,
ব'সে মার কাছে, মাতৃদত্ত ফল কিছু ধর চাঁদমুখে।
(রামচন্দ্রের ফল ভক্ষণ)

লক্ষ্মণ। দেখ্ রে জগৎ—নয়ন মিলে—
খুলে গেলে ভক্তির দুয়ার,

কি ভাবে সে ভক্তাধীন আপনি কেশব—
ভক্তের বাসনা সব পূরাণ স্নেহেতে!
ভাল লীলাময়—ভাল লীলা দেখালে মুরারি!
পিতা হ'য়ে আজ—পুত্রভাবে ভুলালে শবরী!
নমামি হে রামরূপ—ত্রেতা-অবতার,
কে তুমি কে আমি রাম, বুঝে উঠা ভার।
নমঃ দয়াময়! (প্রণাম)

রাম। মাগো, মা বলা সার্থক মোর আজ!
মারে আমি বড় ভালবাসি।
(স্বগত) যুগে যুগে তাই মা বলিতে আসি, ধরাধামে

শবরী। জানি রামশশী—রাথ ছলা—
সার্থক হইল মোর আশ্রম-বসতি,
দেহ অনুমতি, এ জরা শরীর ত্যজি—
যাই স্বর্গলোকে এবে গুরু সন্দর্শনে?
আর যাও রাম, এই পথে সুগ্রীব মিলনে।
এরই নাম ঋষ্যমূক গিরি। হে মুরারি,
যে উদ্দেশ্যে তব আগমন,
নারায়ণ, নিজ নামে পূর্ণ কর তাহা
কর লাভ লক্ষ্মীরূপা সীতা।
কোথা গুরু! আজ্ঞা তব দেব, ক'রেছি পালন,
এস সনাতন,
স্বর্গ হ'তে লহ আত্মা মোর।

অদূরে মতঙ্গের প্রবেশ।

মতঙ্গ। আয় মা শবরি! তোর তরে আছি মোরা—
স্বর্গে ক্ষুণ্ণ মনে। পারাপারের ছিল বড় ভয়,
রাম দয়াময়—পদতরী দানে—
তরিল মা সে সিন্ধু জীবনে। এবে হৃষ্ট মনে,
জরা দেহ অর্পি হুতাশনে,
আয় ওমা, আয় চ'লে আয়!

অগ্নিকুণ্ড লইয়া জনৈক ঋষি ও মতঙ্গের প্রবেশ।

মতঙ্গ ও জনৈক ঋষি। এই মা মোদের তপস্যার যজ্ঞ অগ্নি!
এখনও নির্ব্বাপিত হয় না জননি!
আয় ওমা, আয় চ'লে আয়!

শবরী। জয় গুরু—জয় গুরু, নিত্য ব্রহ্মময়!
দয়াময় রাম, দাও হে বিদায়।

রাম। যাও, যাও তপস্বিনি, নিত্য নিকেতনে।

মতঙ্গ ও জনৈক ঋষি। জ্বল—জ্বল বৈশ্বানর!
পবন হে, পূত কর পাতকিনী নারী।
শেষ কর ঐহিকের খেলা,

শবরী। গুরু—গুরু! দাও পদাশ্রয়।

(অগ্নিকুণ্ডে পতন)

পুণ্য। এস সাধ্বি! এস পুণ্যবতি!
আমি পুণ্য আছি তব সাথে।

অনল বালাগণের প্রবেশ।

অনল-বালাগণ। গীত।

লক্ লক্ লক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ হু হু হু দাউ দাউ দাউ—
আবার উঠিল জ্বলে যাজ্ঞিক অগ্নি, কর খেলা অনল-বালা।
পাপ তাপ সব ক্ষয় হ'য়ে যাক্ এস পুণ্য থাক তুমি শুধু—
পিতা কৃশানুর সাথে ঘুচাতে জগৎ জ্বালা
রন্ রন্ রন্, ঝন্ ঝন্ ঝন্, থাঁ থাঁ থাঁ উঠ রে শিখা-সহচরী,
সূর্য্য সোম মরুৎ ব্যোম দাপটে রে কাঁপুক রে থরথরি,
সাধু যে উল্লাসে ভাসুক সে, পাপী যে মরুক সে ভয়ে মরি,
পরশি আকাশ, হউক প্রকাশ অক্ষত আত্মার জ্যোতির্ম্মালা।
আয় লো আয় উল্লাসে করি ক্রীড়া, ত্যজিয়ে মান-সম্ভ্রম-ভয়-ব্রীড়া,
থেই, থেই, থেই, থেই, থেই থেই, মোরা নহি ত কভু স্থিরা,
কণা ধরে চল্ কণা ধরে যাই, হোক কিরণ মুখে মোদের মেলা।

[রাম, লক্ষ্মণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। হের আর্য্য! শবরী সদ্গতি!
গুরু অগ্রে, পুণ্য তার পাছে, তার পাছে
সেবাফল অগ্নিবালাগণ,
চলে পুণ্যবতী সতী সাক্ষাৎ বিদ্যুতসমা।

রাম। ভাই! এ সংসারে এই গুরু-সেবা-ফল—
সাকারে শবরীরূপা।
ধন্য গুরু আর ধন্য ভক্তি-বল!
যার ফল স্বর্গবাসে গতি!

চল প্রাণাধিক; যাই এবে সুগ্রীব মিলনে।
যদি রামভাগ্যে ফলে কিছু শুভ ফল,
পাই যদি সীতার সন্ধান।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। সীতার সন্ধান? সীতার সন্ধান?
কেঁদেছিল সীতা—এই ব'লে—
দুরাত্মা-রাবণ যবে হরিল তাহারে, "বলিস্ রে তরুলতা,
রামে—দুরাত্মা রাবণ হরণ করিল মোরে!
দাসীরে উদ্ধার করো গুণধাম!" ওগো এই ব'লে—
কত যে কাঁদিল—প্রতিধ্বনি আমি মোরেও কাঁদাল,
দেখ রাম—দেখ বক্ষ মোর—
সীতাবাক্য হায় আছে কি ভাবেতে লেখা।

[বেগে প্রস্থান।

রাম। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কে বামা অনলরূপিণী,
সৌদামিনী সমা চকিতে মিশাল—
রে লক্ষ্মণ! নির্ব্বাপিত অগ্নি আবার জ্বলিল,
চল্ ভাই, চল্ ভাই, কে বামা পালায়?

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। প্রতিধ্বনি নাম, প্রতিধ্বনি নাম,
তবে কি রে সীতা মা'র বাক্য-প্রতিধ্বনি!
এই ব'লে জনকনন্দিনী কি রে—রাবণ-হরণ কালে,
কেঁদেছিল হায়—কৈ, কৈ, তুমি কোথা প্রতিধ্বনি!

শুনি শুনি—আর একবার,
মা আমার কেঁদেছিল কোন্ কথা ব'লে,
মা আমার কেঁদেছিল কোন কথা ব'লে!

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(কিষ্কিন্ধ্যার অন্তঃপুর)

দ্রুতপদে পাপের প্রবেশ।

পাপ। হিঃ হিঃ হিঃ—রামচন্দ্র এবার সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা ক'র্‌তে চ'ল্‌লেন। যাও বাবা, এবার সীতা উদ্ধারে আদা জল খেয়ে লেগে যাও। হিঃ হিঃ হিঃ—এত জমাট করতে চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিছুতেই আর কিছু হ'চ্চে না। ভেয়ে ভেয়ে পর কর্‌লুম, লাথি মেরে রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিলুম, সে পালিয়ে গেল, পথে তাকে আট্‌কালুম, আবার যুদ্ধ হ'ল, তবু পাপ আমি চারিপাদে বালীর দেহ অধিকার ক'র্‌তে পার্‌ছি না। পার্‌ছি না কেন, তারও একটা বিশেষ কারণ বুঝ্‌ছি। দেখ, সকল কাজে একটা বাহবা নিতে হয়, বাহবাটাই আমাদের একটা বাতিক। কাজেই আমি যে পাপ, একথা আমি বল্‌তে চাই না কেন? একটা বাহবা নিতে। পাপের কাজ কে না জানে? তবু আমি বল্‌ছি—দেখ আমি পাপ, আমাতে এই ঘটে, তুমি তবু আমাতে মুগ্ধ হও কেন? আমি বল্‌ছি, আমার কিছু দোষ নাই, তোমরাই আপনাদের দোষে

মজচ। আমি সেইটেই তোমাদিগে দেখাব যে, দেখ, দোষ কার? এখন বালী,ভাই সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি একা কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হয়েছে। সুগ্রীব গিয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রাণরক্ষা করছে। মধ্যে তাই জমাট হ'চ্চে না। কিন্তু আমি বল্‌ছি, মধ্যে জমাট না হ'লে আমি বাহবা নিতে পার্‌ব কেন? তাই আমি বিশেষ চেষ্টা করছি যে, একটা কিছু জমাট করা চাই! বলি, এক হাতে কি তালি বাজে? এই যে বালী সে দিন ব'ল্লে—পাপিষ্ঠ সুগ্রীব যেমন আমার পত্নী তারাকে বামে বসালে, আমিও তেমনি সুগ্রীবের স্ত্রী উমাকে প্রাণপ্রেয়সী ক'র্‌ব। কিন্তু সে ত আর মুখে কিছু ব'ল্লে হবে না! উমারও ত মত চাই! তা হ'লেই হ'ল, বাজাতে হ'লে দুহাত চাই। আমিও তাই দুহাত খুঁজছি। কিন্তু মন ত আমার নয়, উমার আর বালীর। তাই উকনো ঝুক্‌নো দুটোকে উমার পাছে লাগিয়েছি। এতে বালী উমা দুজনের যে প্রেমের ভাব চাই, তাহ'লেই জমাট হবে। নৈলে যে সব ফাঁকা ফাঁকা। এই যে উক্‌নো-ঝুক্‌নো আস্‌ছে। বলি, রমণী-কুলের গর্ব্বখর্ব্বকারিণী মালদহজঙ্গলের মালসামুখী শাখা হরিণী—বলি ভাল ত? ব'লি, জমাট ত? বলি—কাজ গোছাল ত?

উক্‌নো ও ঝুক্‌নোর প্রবেশ।

উক্‌নো। বলি আকাশভরা মেঘ তোর মাথায় পড়ুক রে মুখপোড়া!

ঝুক্‌নো। জোনাক পোকাগুলো দধীচি মুনির হাড় হয়ে তোর মুণ্ডে পড়ুক রে অনামুখো!

পাপ। বলি, এমন যে সচন্দন পুষ্প বৃষ্টি ক'র্‌চ, চন্দ্রবদনীদ্বয়া হিঃ হিঃ হিঃ—বলি, তাহ'লে পাপেতেও আজ পুণ্যি ঢুকেছে বল?

উক্‌নো। আবার, ফের?

ঝুক্‌নো। দেখ্‌ বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

পাপ। বলি, অপরাধটা কি আমার বল?

উক্‌নো। নয়?

ঝুক্‌নো। দূর মিন্‌সে, তোর একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই।

উক্‌নো। এতেই আমি তোর তারিপ দিই।

পাপ। তা দিবে বৈকি—নৈলে আমি বাহবা পাব কিসে?

ঝুক্‌নো। চোপ্‌।

পাপ। আমর্, মাগীর আওয়াজ যেন কামানের তোপ।

উক্‌নো। মার্‌ব মুখে এক লাথি।

পাপ। তা হ'লেই লাগ্‌বে জমাট, একটু ক'র্‌লেই তুমি বজ্জাতি। যাক্‌ এখন সময় যায় ধন, এদিককার কি ক'র্‌ছ বল?

গীত।

উক্‌নো। তোর মনের মত সব ক'য়েছি—
গাঙে তার বাণ ডেকেছে, ও প্রাণনাথ!

ঝুক্‌নো। এখন সামাল মাঝি—সামাল সামাল ব'লে
চারিদিকেতে তার গোল উঠেছে, শুন প্রাণনাথ!

উক্‌নো। যেমন তেমন বাণ নয় প্রাণ, প্রেম-কোটালের ষাঁড়া ষাঁড়ী বাণ,

ঝুক্‌নো। একটা কুটো সাত কুটো হয়, ও প্রাণ এমনি তার তুফান,

উভয়ে। তরী হ'চ্চে হায়রাণ, তরী হ'চ্চে হায়রাণ,

উক্‌নো। এখন যারে হতচ্ছাড়া,

ঝুক্নো। ডিংরে মুখপোড়া,—
উভয়ে। ডুব মেরে ধ'র্‌গে তরী, মরি মরি—
মোদের সোনার তরী ডুব্‌তে ব'সেছে।

পাপ। বাস্, তা হ'লেই কর্ম্ম চুকেছে। এখন তোমাদের মধ্যে কে আমার সো রাণী আর কে আমার দো রাণী হবে বল? বজোর্‌সে রাজ্য চালাই। অপ্রতিহত প্রভাব, অদম্য শক্তি—বুঝ্‌লে ত?

উক্‌নো। আমি তোর সো রাণী হ'ব।

ঝুক্‌নো। কেন লো, আমি তাহ'লে দো রাণী হ'তে যাবো? মরণ আমার!

পাপ। দেখ, আমি ত ব'ল্‌ছি, আমি পাপ, আমার কাছে সব বিপরীত। আমার কাছে যে দো রাণী হবে, তারই বড় মজা!

ঝুক্‌নো। কি মজা?

পাপ। তিনিই আমার বিলাস-রঙ্গিনী হবেন, অর্থাৎ কিনা—তিনি আমার তৃষ্ণার জল, গরমের গাছের ছায়া, বুঝতে পার্‌চ ত?

উক্‌নো। আর যে সো রাণী হবে?

পাপ। তার উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা।

উক্‌নো। মার্‌ব মুখপোড়ার মুখে পাঁচ ঝাঁটা। না, আমি তোর দো রাণী হ'ব।

ঝুক্‌নো। তা হবে না, আমি দো রাণী হ'য়েছি।

উক্‌নো। ঐ লো ঝুক্‌নো—ছোটরাণী আস্‌ছেন।

পাপ। তবে সট্‌কে পড়, সট্‌কে পড়, ভেজাল বাড়িও না।

গোলমালে সব কাজ গুলিয়ে যাবে। একে টলা তরী, মধ্যে ফেলে সাম্‌লান যাবে না। চট্‌ ক'রে কিনারায় গিয়ে লাগ্‌তে পারে। এস সরে পড়ি, বাইরে থেকেই চাল চলনের ঢং বুঝি। সব জমাট হ'য়ে যাক্‌। (সকলের অন্তরালে দণ্ডায়মান)

উমার প্রবেশ।

উমা। আমরা জেতে বানরী, আমাদের আবার সতীত্ব কি? বড় দিদির এক ঢং—সতীত্ব! আরে আমার সতীত্ব গো! রাখ্‌ তোর সতীত্ব! প্রাণ যাকে চায়, তাতেই আমার সতীত্ব, যাতে রূপ-যৌবনের তৃপ্তি হবে, তাই আমার সতীত্ব! তাতেই আমার পরকাল! ম'লে কি হবে—তা কে জানে? তখন পরকাল আবার কি?

"ফুল ফুটেছি বাগানে, দেখ্‌ছে আমায় পাঁচ জনে,
পাঁচ জনে ক'র্‌বে যতন, তাই ত ফুল মনের মতন!"

তা না হ'লে একজনের জন্যে হা হা ক'রে ম'র্‌ব কেন? হাঁ, ম'র্‌তে পারি, সে যদি আমার জন্য মরে। বেশ মর্‌বে! এক বছর পরে ঘরে এলেন, আমি কোথায় স্বামি-সেবা ক'র্‌ব, স্বামীর মনে আনন্দ দোব; তা না হ'য়ে স্বামী নিলেন কিনা সো রাণীকে। তাকে নিয়ে তিনি রাজা হ'লেন, নিজে রাজমুকুট প'র্‌লেন, রাণীকে রাজমুকুট দিলেন, আমি যে অভাগিনী, সেই অভাগিনীই রৈলাম! এই খানেই কাজের শেষ হ'ল আর কি! আমি সেই সতীত্ব নিয়ে ধুয়ে খাব; কেন, স্বামী যদি বড় ভেয়ের স্ত্রীকে রাণী সাজিয়ে বামে নিয়ে ব'স্‌তে পারে, তা হ'লে ছোট ভেয়ের স্ত্রী কেন তার বড় ভাইকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌তে পার্‌বে না?

আরে আমার সতীত্ব গো! এ সংসারে রূপ কে না চায়? রূপে কে না মজে? তুমি পুরুষ-রূপে মজ্‌তে পার, আর আমি মেয়ে মানুষ, রূপে বুঝি ডুব্‌তে পারি না? আরে আমার সতীত্ব গো! আমার ত আশা জেগেছে! আজ জেগেছে—যে দিন মহারাজ বালী আমার সেই অনামুখো স্বামীকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজসভায় আমাকে ব'ল্লেন—কেন উমা, তুমি কেন যাবে? মরি প্রতি কথায় তখন যেন শত ভ্রমর ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল! কথা শুনেই মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম কি—যেন কোটী চাঁদের আলো, কোটী ফুলের আলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেল! অমনি অভাগিনী আমি, আত্মহারা হ'য়ে গেলাম! চারিদিক শূন্য দেখ্‌তে লাগ্‌লাম! ভাব্‌লাম, এত রূপ যার, সে আমার পূজনীয় গুরু হ'ন্ না, যাক্, যাক্, আবার কেন সে চিন্তা! উপায় চিন্তাইত আমায় খেয়েছে! প্রাণ যাকে দিলুম, সেই আমার প্রাণের প্রাণ,সে গুরু পূজনীয়ই ত বটে। তবে তার জন্য চিন্তা কি? আচ্ছা, যোগীরা ধ্যানে ব'সে ভগবানের রূপ চিন্তা করে, অবশ্যই একটা আনন্দ পায়, আমিও কেন তার রূপ ধ্যানে চিন্তা করি না, তা হ'তে কি একটুকু আনন্দ পাব না? দেখিই না কেন! (ধ্যানোপবেশন)

পাপ। (বাহির হইয়া) দেখ্‌ উকনো, এখন তোরা যা, আমি তোদের জন্য জড়োয়া জড়োয়া গয়না নিয়ে তোদের শ্রীমন্দিরে যাচ্চি। দেখিস্, খুব সাবধান!

উক্‌নো ও ঝুক্‌নো। যাবি ত?

পাপ। মাইরি।

ঝুক্‌নো ও উক্‌নো। মাইরি?

পাপ। মাইরি।

ঝুক্‌নো ও উক্‌নো। না যাস্ ত, তোর মা তোর মাথা খাবে মুখপোড়া!

[প্রস্থান।

পাপ। হিঃ হিঃ হিঃ, আহা, মেয়ে মানুষের গাল যেন মিছরির সরবৎ রে—মিছরির সরবৎ। কি গো জমাট বাঁধ্‌ছে ত? আর দেখ, সকলেই বলে যে পাপের হাসিটা বড় নীরস। বটে কি না? তা ব'লে আমি কি ক'র্‌ব; আমি না হাস্‌লে ত তোমরা আর চুপ ক'র্‌বে না? আমার হাসি নীরস হ'লেও আমি আমার কাটকাপাসে প্রাণের হাসিই হাসি। আবার হাসি! হিঃ হিঃ হিঃ। এখন দেখ, আমি আগে ব'লেছিলুম, সকলেরই কাছে বাহবা চাই। এখন একটা বাহবা নিতে হবে। দেখি এখন তোমরা আমায় বাহবা দাও কি না? এই ত সুগ্রীব-সহধর্ম্মিণী উমা গোল্লার তলে যেতে ব'সেছেন। তোমরা মনে ক'র্‌তে পার, তুমি পাপ তোমার কুহকময়ী—ছলনায়। বেশ স্বীকার ক'র্‌লাম, কিন্তু এখন দেখ, বালীও ত আস্‌ছেন, শুধু প্রতিহিংসায় নয়, রূপ-লাবণ্যের লালসাও আছে। আমি পাপ, আমার কুহকময়ী ছলনা থাক্‌লেও আমি তাকে বাধা দিচ্চি দেখ! এতে তোমরা আমায় বাহবা দাও কি না দাও; এইটে আমি কেবল দেখ্‌তে চাই। আমি তাকে বাধা দিবার জন্য উমার কক্ষের দ্বারে শয়ন ক'র্‌ছি। বালীর রূপ-যৌবনলালসিত চিত্ত এসেই এখানে বিষম বাধা পাবে।

দেখ, তাতে সে ক্ষান্ত হয় কিনা? আর সে কাজে পাপ ছুটো বাহবা পেতে পারে কি না? এই আমি শয়ন ক'র্‌লাম। (শয়ন)

বালীর প্রবেশ।

বালী। ফুলের প্রজাপতি সকলেই হ'তে চায়, তাতে প্রতিহিংসাও থাকতে পারে, আর রূপলালসাও থাকতে পারে। তেমনি সুগ্রীবের পত্নী উমা—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী উমা—সংসার-উদ্যানে সোনার চাঁপা। তাতে আমি প্রজাপতি হ'য়ে সুগ্রীবের প্রতিহিংসাও মিটাতে পারি, আর তার রূপে অন্ধ হ'য়ে আমার লালসাকেও চরিতার্থ ক'র্‌তে পারি। তখন পাপ পুণ্য বিচার ক'র্‌ব কেন? যখন ভুবনমোহিনী সুগ্রীবের অনুগামিনী হ'ল না, তখন সত্যই সে মোহপাশবদ্ধা হরিণী হ'য়েছে। আহা হা কি রূপ। সে লাবণ্য-প্রভা যথার্থই আমায় পাগল ক'রেছে। নিন্দা, পরিবাদ, তিরস্কার, গঞ্জনা সে যেন সব সহ্য ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছে! সুতরাং আমি কে? আমি ত তুচ্ছ—তার রূপ অনলের পতঙ্গ। তাই আজ আমি সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ ক'র্‌তে এসেছি। কিন্তু উমা কিছু মনে ক'র্‌বে না ত? না, না, তার যে রূপ আমাকে কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত আনয়ন ক'র্‌তে পেরেছে, সে কি কিছু আবার মনে ক'র্‌তে পারে? যদি কিছু মনে করে, তা হ'লে আমি বানরেন্দ্র বালী তার পাদপদ্মে তখনি প্রাণ বিসর্জ্জন দোব। এখন যাই—ফুল্লারবিন্দ চারুহাসিনী উমা কি ক'র্‌ছেন, তাই একবার দেখি গে। (পাপ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওন) একি উমার কক্ষদ্বারে পদার্পণ মাত্রেই কে আমার অগ্রগমনে প্রতিবাধা

প্রদান করে? নখাগ্র হ'তে শিরস্থ কেশাগ্র পর্য্যন্ত থর থর ভাবে বিকম্পিত হ'তে লাগল যে? কেন এরূপ হ'ল? অহো, তার রূপ যে আমায় পাগল ক'রেছে। যাই, একবার তাকে দেখি। (গমনোদ্যত ও পাপ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত) কে আমার গমনে প্রতিবাধা দেয়?

পাপ। হাঁ হাঁ—কর কি, কর কি? কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া যে মাতৃরূপা। অহো, এ যে অতি ভয়ানক পাপ!

বালী। তুমি কে হে! এরূপ সময় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কও?

পাপ। আমি পাপ।

বালী। তুমি পাপ! না কখনই নয়। পাপ ত আমার বন্ধু. তোমাকে ত আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

পাপ। দেখ্‌তে পাবে কেমন ক'রে, পাপে যে তোমায় অন্ধ ক'রেছি।

বালী। বেশ ক'রেছ, এরূপ অন্ধই যেন হ'য়ে থাকি। আমি আর দৃষ্টিশক্তি চাই না। তবু আমার উমাকে চাই। (গমন)

পাপ। (স্বগত) কেমন, এখন আমি দুটো বাহবা পেতে পারি কি না? তোমার চক্ষু আছে, তবু তুমি নিজে অন্ধ হবায় প্রয়াসী, আমার অপরাধ? আমি পাপ, ব'লে ব'ল্লেম, তাকি শুন্‌লে? ঐ দেখ অন্ধ আজ রূপের আলোকে দিশেহারা।

বালী। এই না উমা সুন্দরী! একান্ত মনে কার চিন্তা ক'র্‌ছেন! আমরি মরি, স্বর্গের নন্দনের দেবীকে যেন কিষ্কিন্ধ্যার

অন্তঃপুরে কে এসে ফেলে দিয়ে গেছে! যত দেখি, তত যেন দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।

গীত।

আ মরি মরি আশা আর মিটে না।
একি রে পিপাসা তৃষ্ণা আর ঘোচে না॥
দেখেছি আকাশে বাসন্তী চাঁদ পরশ ক'রেছি মলয় বায়,
শুনেছি শ্রবণে কোকিল-ঝঙ্কার, মেতেছি আবেশে আমোদে তায়,
এত তা ত নয়, এ যে বাসনার পর বাসনা॥
রূপের পরাগে সোহাগের ফুল, ঢাকিয়ে রেখেছে ঘটাইতে ভুল,
কেবা নিরমিল, ভুবনে আনিল, উপমারহিত শোভা অতুল,
যত দেখি ততই দেখা আর হয় না॥

পাপ। আবার দেখ, আমি আরও ছুটো বাহবা পেতে পারি কিনা? বালী উমার কক্ষদ্বারে আস্‌তেই তাকে বাধা দিলাম, আবার আমি তাদের পুণ্যক্ষয়ের সময় এর চেয়েও ভীষণ ভাবে বাধা দোব, দেখনা গো, আমার অপরাধটা কি? একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি আস্‌চি।

[বেগে প্রস্থান।

বালী। আমরি, উমার ভালবাসা যেন জাগ্রত! ধ্যানের সাগরে অর ভালবাসা যেন তরঙ্গাকারে খেল্‌ছে! বলি, উমা—

উমা। আহা হা, ধ্যানের মূর্ত্তি কি সুন্দর। ঠিক যেন জাগ্রত হ'য়ে আমার সঙ্গে কথা কচ্চে! কি আদর সম্ভাষণ! সুন্দর! আমি কি ব'লে সম্ভাষণ ক'র্‌ব? মহারাজ, না, না, এ সম্ভাষণ যে অতি

নীরস! প্রাণাধিক! বলে দাও, কোন্ সম্ভাষণের কোমলতা অধিক?

বালী। উমা, উমা, প্রিয়তমে—

উমা। কে আপনি? আসুন? অ্যাঁ, যারে আমি চাই;
সেই তুমি মনোচোর এসেছ আমার?

বালী। অ্যাঁ, যারে আমি চাই, সেই তুমি মোর—
প্রাণ-প্রিয়তমে রহিয়াছ নির্জ্জনে একাকী?

উমা। হেন ভাগ্য করেছে কি দাসী?
এ অধিনী পদসেবা করিতে পাইবে তব?

বালী। অধিনী কি প্রিয়ে! রাজরাজেশ্বরী করিব তোমায়,
এ বালীর হৃদয়-রাজত্বে—
হবে তুমি একমাত্র প্রভাময়ী দেবী।
দাস হ'য়ে আমি চির দিন বাঁধা রব পায়ে।
এস প্রাণময়ি! প্রাণ দান কর লো আমায়।

(গাত্রে হস্ত প্রদানোদ্যত;

সর্পমালাবিভূষিত পাপের বেগে প্রবেশ।

পাপ। আরে মূঢ়, আরে মূঢ়!
কামান্ধ—বর্ব্বর; করিস্ কি—
কার গাত্রে করিস্ রে কর নিক্ষেপণ!
প্রায়শ্চিত্ত কর্ গে সাধন—
এ যে ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতৃজায়া—মাতৃরূপা ভ্রাতৃজায়া তোর!

বালী। ওহো এ কি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,

চারি পার্শ্বে ফণি বিষধর,
দংশিবারে গরজে গভীর —
তুলে ফণা, উম'-দেহে এত ফণি ঘেরা?
আহা, তবু রূপ—তবু রূপ কতই সুন্দর!
কামান্ধ পামর হই আমি—তবু রূপ ভুলিতে নারিব,
নরকে ডুবিতে হয় তাহাও ডুবিব,
উমা তরে প্রাণ বিসর্জ্জিব, তবু উমা তুই প্রাণময়ী,
আয় উমা, প্রাণময়ী চল যাই বিলাস-আগারে!

উমা। চল প্রাণধন! তুমি আজ হ'তে আমার সর্ব্বস্ব

[হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বালা সহ প্রস্থান।

পাপ। কেমন দেখ্‌লে ত? রকম বুঝ্‌লে ত? কৈ—পাপের কথা কি শুন্‌লে? রূপে এত অন্ধ! মাতৃরূপা ভ্রাতৃজায়া—হরণেও একটুকু মাত্র হিতাহিত বিবেচনা ক'র্‌লে না। তা নাই করুক, আমার কাজ ত আমি ক'র্‌লেম, তখন তোমারা দুটো বাহবা না দিবে কেন? হিঃ হিঃ হিঃ, যাই—এখন—উমাবালার রঙ্গরসটা দেখিগে।

[বেগে প্রস্থান।

———:*:———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(ঋষ্যমূক পর্ব্বত)

সীতার উত্তরীয় বস্ত্র হস্তে সুগ্রীব, তার, নল, জাম্বুবান, হনুমান ও প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

সুগ্রীব। যুগপৎ বিস্ময় ব্যাপার, অতি চমৎকার—
উত্তরীয় বস্ত্র এক পড়িল বিমান হ'তে—
কেহ কিছু না পেনু দেখিতে,
সঙ্গে তার করুণ রোদন —
কহে কথা মর্ম্ম বিদারণ "ওহে রাম গুণধাম—
মোরে নিল চোরে চুরি করি।

প্রতিধ্বনি। ওহে রাম—গুণধাম মোরে নিল চোরে চুরি করি,
বৈকুণ্ঠবিহারি! করহে উদ্ধার দুঃখিনী সীতায়।

বানরগণ। ঐ ঐ—পুনঃ সেই মর্ম্মভেদী বাণী!

হনুমান। রমণীর স্বর, করুণ কাতর—

না বুঝিতে পারি, দিবস শর্ব্বরী করে বামা দুঃখ গান—
এই উত্তরীয়মাঝে।

তার। আশ্চর্য্য ত এই, অথচ সে নিরাকার বামা।
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, অপ্রত্যক্ষ সর্ব্বকালে।

প্রতিধ্বনি। কালে একদিন হবো প্রত্যক্ষরূপিণী, যেই দিন রাম-
রঘুমণি—আসিবেন হেথা মিত্রতা বন্ধনে। (অন্তর্দ্ধান)

সুগ্রীব। হেন দিন হবে কি আমার,
সর্ব্বগুণধাম রাম—এই দীন হীনে—
বাঁধিবেন মিত্রতা-বন্ধনে—
করিবেন বিমোচন ভ্রাতৃ-অরি-ভয়,
মনে হয় নিশার স্বপন—আকাশ-কুসুম সব।
পুনঃ এ আসে অন্তরে, হ'লেও হইতে পারে!
দেখি ভগবান—কত দিনে পাই পরিত্রাণ প্রভু!
রাখ নল, পরম যতনে এই উত্তরীয়।
(নলকে উত্তরীয় প্রদান ও নলের গ্রহণ)

তার। হে বীরেন্দ্র! সন্ধ্যা সমাগত প্রায়—
আসে ধীরে তিমিরবসনা নিশি—
উপহাসি প্রাচীন মিহিরে।
সন্ধ্যাবন্দনার কাল এবে উপস্থিত।

সুগ্রীব। প্রিয় তার, দুশ্চিন্তায় সব বিপরীত;
হিতাহিত জ্ঞানহীন হইয়াছি আমি;
ঈশ্বরেও নাই প্রীতি;

সে চিন্তাও নাহি আসে মনে,
প্রতিক্ষণে জ্বলে শুধু প্রতিহিংসানল !
বুঝিতেছি নাহি হবে তাহে প্রতিকার,
তবুও বিকার নাহি ঘুচে,
কি যেন মর্ম্মের অগ্নি উঠিছে জ্বলিয়া !

হনুমান। জ্বলে অগ্নি—জ্বলে অগ্নি—পূর্ব্বস্মৃতি করিলে স্মরণ,
আপাদ হইতে যেন মস্তকের কেশ—
জ্বলে উঠে, জ্বলে উঠে প্রতিহিংসা করিতে সাধন !
মতিমন্! নহে উহা চিত্তের বিকার,
জীবের স্বভাবসিদ্ধ মানসিক রীতি—
ঘাত হ'লে হয় প্রতিঘাত।
তবু বীর! স্থির বুদ্ধি চাই,
গুণ নাই ধৈর্য্য চেয়ে কিছু।

তার। ধৈর্য্য ? হনুমন্ত—ধৈর্য্য-সীমা গিয়াছে ফুরায়ে,
যেই দিন পাপমতি বানর অধম বালী—
বিনা দোষে সভামাঝে কৈল পদাঘাত !
সেই অপমান এখন কি গিয়াছ ভুলিয়ে ?

নল। ভুলে যাব! ভুলে যাব যেই দিন—
পঞ্চপ্রাণ পঞ্চভূতে যাইবে মিশিয়া,
মিশে যাবে জড় দেহ তনুর সহিত,
জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সব যাইবে চলিয়া,
সেই দিন—যদি সেই দিন ভুলি কথঞ্চিৎ,

নতুবা হে আর ভুলিবার নাহি অবসর।
কীলক প্রহারে যে হে দেহজ্যোতি র'য়েছে নীলিম!
এতেও কি কেহ পারে ভুলিবারে?

জাম্বুবান। পশু বলি এখন ও মোরা গর্জ্জি নিজবাসে—
থাকিতে আপন প্রাণ প্রতিবিধিৎসিতে।

সুগ্রীব। সব সত্য. সব সত্য জানি ওহে বানরমণ্ডলি!
কিন্তু ভাব একবার বালীর সে গভীর গর্জ্জন!
ভাব সে বিক্রম—ভাব সেই দন্তের ঘর্ষণ—
কড় মড়ি রব মনে হ'লে, সেই ভাব ভয়ঙ্কর,
অন্তরাত্মা আপনি শুকায় বিষম কম্পনে!

তার। হের হের বানরমণ্ডলি—
কেবা তুই ধনুর্দ্ধারী—! (সতৃষ্ণে দৃষ্টিপাত)

নল। আসে এই পথে যেন।

হনুমান। মরি মরি, মূর্ত্তি কি সুন্দর!

জাম্বুবান। দেখ দেখ, ভাল ক'রে চাহ, সৌন্দর্য্যে কি হবে?
অন্তরে থাকিতে পারে কালান্ত গরল!

সুগ্রীব। মনে হয় যেন ছদ্মবেশী।

তার। আমারও অনুমান তাই।

নল। তবে কি হে বালীর প্রেরিত দূত হবে?

জাম্বুবান। (ভয়ে) অাঁা, কহ কি হে—দেখ না হে ভাল ক'রে।

সুগ্রীব। দেখিতে হবে না আর,
নিশ্চয়ই বালীর প্রেরিত!

নতুবা হে তপস্বীর হাতে কেন রহে ধনুর্ব্বাণ ?
হনুমান, জাম্বুবান, প্রিয় তার নল,
হ'লো বুঝি জীবন সংশয় !
তবে কি উপায় ? (কম্পন)
এখনি ত বালী পুনঃ এসে—
সেইরূপ পদাঘাত করিবে আমায় !
এ নিশ্চয়, আর প্রাণরক্ষা হলো না আমার !

তার। পালাও, পালাও।

নল। পলায়ন ব্যতিরেকে নাহিক উপায় !

হনুমান। পলায়ন কেন, ঋষ্যমূকে আসিবে না বালী,
পদার্পণে হবে ভস্মসাৎ।

[হনুমান ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান।

বানরগণের পুনঃ প্রবেশ।

নল। ক্রমে অগ্রসর হয় ধনুর্দ্ধারী,
দেখ ভাল করি, এই দিকে আসে কি না ?

বানরগণ। হাঁ হাঁ, এই পথে আসে।

নল। হনুমন্ত, কি দেখিছ আর, রক্ষা কর মহারাজে !

জাম্বুবান। রক্ষা যদি করিবে রাজায়,
তবে চারিদিকে তাঁর করহ বেষ্টন।
আক্রমণ নিবারণ করহ শত্রুর।

হনুমান। বৃদ্ধের এ মঙ্গল বচন, মানি শিরে ধরি,

থাক থাক বীরগণ, করি প্রাণপণ—
বেষ্টন করিয়া মহারাজে, চঞ্চল হও না কেহ,
চঞ্চল বানর জাতি তাই সবে দোষে!
জেনে আসি কেবা ওরা—
ছদ্মবেশী দেবতা কি নর, বালী-অনুচর,
কি মানসে এসেছে এখানে।

বানরগণ। উত্তম, উত্তম, আমরা রহিনু মহারাজে করিয়া বেষ্টন।
(সুগ্রীবকে বেষ্টন)

হনুমান। মহারাজ! কোন চিন্তা নাই,
যতক্ষণ প্রাণ রবে দেহেতে আমার,
ততক্ষণ তব প্রাণ রহিবে অটুট।
সন্ন্যাসীর বেশে দেখা করি ছদ্মবেশী সাথে। (গমন)

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম। ঋষ্যমূক গিরিশৃঙ্গ এই!
লক্ষ্মণ। এথান হইতে আর্য্য, শোভে পম্পা সরোবর!
রাম। মনোহর নির্ঝরিণী মিশিতেছে তাহে—
লক্ষ্মণ। স্ফটীকে মিলিত যথা মুকুতার শ্রেণী!
রাম। নিম্ন শৃঙ্গে কালমেঘ বেগে করে খেলা,
লক্ষ্মণ। কৃষ্ণা মাতৃক্রোড়ে যথা কৃষ্ণাঙ্গী তনয়া।
রাম। চলে পুচ্ছে তুলি মহোল্লাসে ময়ূর ময়ূরী,
লক্ষ্মণ। বৃষ্টি সমাগত ভাবি ধাইছে কুটিরে পার্ব্বতীয় নারী।

রাম। কে আসে লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। লক্ষণে সন্ন্যাসী বুঝি দেব।

রাম। ক্ষণেক দাঁড়াও ভাই, সন্ন্যাসীর বুঝি অভিপ্রায়।

সন্ন্যাসিবেশে হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। কেবা আপনারা—আজানুলম্বিত বাহু করিকরসম,
বলবীর্য্যবান মহাপরাক্রমশালী—
সুবিশাল বক্ষঃদেশ, নর বটে কিন্তু নরোত্তম,
অবশ্যই কোন নৃপের নন্দন,
পুনঃ হয় ভ্রম সুচীর বসন কেন পরিধান—
রাজপুত্র যদি! মতিমন্, কেবা আপনারা ?
ইচ্ছায় ত অনায়াসে পার—
ত্রিভুবন করিতে শাসন,
তবে কেন নগ্ন পদে ভ্রম বনে বনে ?
স্বর্ণ-বজ্রবিভূষিত ইন্দ্র-ধনুতুল—
অতুল ধনুক করে, হেরে প্রাণ অমনি শুকায়!
দেহ পরিচয় কেবা আপনারা ?

গীত।

কে তুমি হে ভুবনমোহন দাও পরিচয়।
ভাবে ভাবি যাহা হবে তুমি,
তাহা না হইলে ভাবের সাগর কেন উথলয়।
সবি অসম্ভব তোমাতে হে হেরি, সন্ন্যাসীর বেশে হও ধনুকধারী,
রাজচিহ্ন ধর কিন্তু বাকল পরি, নররূপে যেন নরহরির উদয়।

দূর্ব্বাদল জিনি নবদূর্ব্বাশ্যাম, সৌন্দর্য্যে আপনি লজ্জা পায় কাম,
দর্পণে হে যেন পূর্ণ মনস্কাম, নাম কিবা তব কহ দয়াময়॥

মৌন কেন নররূপী অমর দেবতা,
প্রশ্নের উত্তর কেন না করেন দান ?
মতিমন ! ঘুচাও সংশয়—
পরিচয় দানে আগে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে ধাম বালী নামে বীর—
তাঁর ভ্রাতা সুগ্রীব সুধীর—সম্প্রতি ভ্রাতার করে—
হইয়ে লাঞ্ছিত ভ্রমেন দুঃখিতপ্রাণে জগৎ-প্রান্তরে।
আমি তাঁর হই অনুগত অনুচর,
পবন-কোঙর নাম হনুমান—
কামরূপ, ইচ্ছা অনুরূপ বেশ পারি করিতে ধারণ।
তাই আসিয়াছি সন্ন্যাসীর বেশে,
সুগ্রীব আদেশে এই ঠাঁই,
বাঞ্ছা তাঁর—করেন মিত্রতা প্রভুদের সাথে।

রাম। (জনান্তিকে) লক্ষ্মণ রে! গ্রহদেব প্রসন্ন হইল,
বুঝিলাম এতক্ষণে হারানিধি—
পাইলেও পাইবারে পারি।

প্রাণাধিক ! আমি যার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় কত দুরারোহ গিরিশেখর, কঙ্করকণ্টকপূর্ণ কাননভূমি অতিক্রমণ ও কত নদ-নদী সন্তরণ ক'রে এলাম, সেই বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্রীবের অমাত্যই এই কপিবর হনুমান। তুমি এই সুগ্রীবের মন্ত্রী ঋক-যজুসামবেদজ্ঞ

পণ্ডিতবর বাগ্মীশ্রেষ্ঠকে স্নেহসহকারে মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর দান কর ভাই!

লক্ষ্মণ। বিদ্বন্! আমরা মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের সমুদয় গুণই অবগত আছি এবং তাঁকেই আমরা অন্বেষণ করছি।

হনুমান। (স্বগতঃ) তবে কি মহারাজ সুগ্রীবেরও আজ এত দিনের পর সুপ্রভাত হ'ল! ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র? অহো বানর হনুমান! এত দিনের পর তোর আজ জীবন ধন্য হ'ল! তোর জপ তপ সাধনা সব সার্থক হ'ল। নে—নে—দেখে নে—বানর-নয়নে একবার ভাল ক'রে দেখে নে—অনন্তময়ের অনন্ত রূপ। তাই নব দূর্ব্বাদলে আজ ভুবন ভুলিয়েছে রে, তাই নব দূর্ব্বাদলে আজ ভুবন ভুলিয়েছে!

রাম। পণ্ডিত হনুমন্ত! তুমি কি ব'লছ?

হনুমান। যা বলবার নয়, তাই বলছি আর ভাবছি—আর ভাব-সাগরে ডুবছি। কে তুমি—তাই চিনছি।

রাম। লক্ষ্মণ! ভাবগ্রাহী ভক্তকে আমাদের পরিচয় দাও ভাই!

লক্ষ্মণ। প্রিয় হনুমন্ত! আমাদের নিবাস অযোধ্যা নগরে।

হনুমান। ছিঃ লক্ষ্মণ! তুমি প্রভুর পরম ভক্ত হ'য়ে আজ প্রভুর নিকট আমায় মিথ্যা কথা ব'লছ?

লক্ষ্মণ। দেখুন আর্য্য! বানরজাতির স্বভাব। আপনি বিদ্বান্ ব'লে যাকে যত্ন ক'রছিলেন, তার বাক্য শুনুন?

হনুমান। ক্রোধ ক'র না ঠাকুর লক্ষ্মণ! সত্য ক'রে বল

দেখি—তোমাদের—নিবাস কোথায়? বানর পেয়ে ভুলিও না, যিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বর, সর্ব্বঘটে আত্মারাম, সর্ব্বস্থলে যিনি মূর্ত্তিমান তাঁর নিবাস—শুধু অযোধ্যায় ব'ল্‌লে কি আমরা বানরজাতি হ'লেও আমাদের ক্রোধ হয় না ঠাকুর!

লক্ষ্মণ। হনুমন্ত! এখন বুঝ্‌লাম, তুমি শুধু বিদ্বান্ নও, তোমাতে পরাভক্তিও বিদ্যমান্, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। হনুমন্ত! আমি রামভক্তের প্রতি ক্রোধ ক'রে অতি অন্যায় কার্য্য ক'রেছি।

হনুমান। না ঠাকুর, আমরা তুচ্ছ বানর, আমরা আপনাদের ন্যায়-অন্যায় কিরূপে অবধারণ ক'র্‌ব? তার পর কি ব'ল্‌বার বলুন?

লক্ষ্মণ। আমাদের পিতার নাম—রঘুকুলতিলক মহাত্মা দশরথ।

হনুমান। কি বল্লেন—জগতের পিতা যিনি, ইচ্ছায় যাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার হ'চ্চে, তিনি আজ মানব দশরথকে পিতা ব'লে সম্বৰ্দ্ধনা ক'র্‌ছেন। এ পরিচয় গ্রহণে আমার প্রয়োজন কি? দেখুন—ঠাকুর! বানর ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বেন না।

রাম। হনুমন্ত! জগতে রামের বা লক্ষ্মণের ঘৃণার বস্তু কিছুই নাই। আমরা অতি ক্ষুদ্র, যৌবরাজ্যাভিষেকের কালে পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত হ'য়ে এই বনবাস-ব্রত অবলম্বন ক'রেছি। লক্ষ্মণ আমার কনিষ্ঠ।

লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ দাসানুদাস, তাই হনুমন্ত, আর্য্যের রাজ্যনাশের

ও বনগমনের সময় আমি আর শ্রীরামবনিতা লক্ষ্মীরূপিণী সীতা-দেবী ছায়ার ন্যায় আর্য্যের অনুগমন ক'রেছিলাম।

রাম। আমরা দণ্ডকারণ্যে আশ্রম প্রস্তুত ক'রেই অবস্থান কর্‌তাম।

লক্ষ্মণ। কালসহকারে কোন কামরূপী বিধর্ম্মী রাক্ষস আমার ও প্রভুর অজ্ঞাতসারে আমাদের সেই লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে গোপনে অপহরণ ক'রে ল'য়ে গেছে।

রাম। পরে কোন মহাপুরুষের মুখে শুন্‌লাম যে, বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীব সেই রাক্ষসের সংবাদ বিশেষভাবে ব'ল্‌তে পার্‌বেন।

লক্ষ্মণ। হনুমন্ত! তুমি যখন আর্য্যের প্রিয় ভক্ত, তখন আর তোমায় ব'ল্‌তে আপত্তি কি—সেই জন্যই যিনি সর্ব্বশরণ্য, সর্ব্ব-বরেণ্য, রাজ্যবাসী প্রজা হ'তে বনের ঋষি তপস্বী কীট পতঙ্গাদিও যাঁর অপার কৃপার কণিকামাত্র প্রয়াসী, তিনি আজ সুগ্রীবের শরণাগত হ'য়েছেন। যাঁর প্রসন্নতা লাভের জন্য জগতের জীব আকাঙ্ক্ষিত, তিনি আজ বানররাজ সুগ্রীবের তুচ্ছ প্রসাদ ভিক্ষার জন্য এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অতিথি হ'য়েছেন। হায় হনুমন্ত, আর ব'ল্‌বো কি—ব'ল্‌তেও যে পাষাণ ফেটে যায়, বক্ষ বিদীর্ণ হয়, চক্ষু অশ্রুনীরে আপ্লুত হয়। যিনি সম্রাট মহাত্মা দশরথের জ্যেষ্ঠ তনয়, এই ভুবনবিখ্যাত রাম আজ কপিরাজ সুগ্রীবের শরণাপন্ন—আশ্রয়প্রার্থী হচ্চেন। (রোদন)

হনুমান। ঠাকুর লক্ষ্মণ! রোদন সম্বরণ করুন। যখন ইচ্ছা-

ময়ের ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্যই সম্পন্ন হবে, তখন এ বানরের নিকট আর ছলনার প্রয়োজন কি? আমি ত জানি অনন্তদেব! আপনারা বিনা কারণে অবতার স্বীকার করেন নাই। এক শরে যে আপনাদের অনের শিকার আছে। এক বীজে যখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ক'রেছেন, তখন আপনারা যে এক কারণে অনেক উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'র্‌বেন, তা আমি বিশেষরূপে জানি। এখন প্রভু আপনারই ন্যায় রাজ্যপত্নীহৃত সুগ্রীবের নিকট গমন ক'রে অপবিত্র বানর-কুলকে শীঘ্র পবিত্র ক'র্‌বেন চলুন।

রাম। চল বায়ুপুত্র! আমাদেরও মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ কর্‌বে চল। (সকলের অগ্রসর হওন)

সুগ্রীব। হের সবে—অই হনু আসে ল'য়ে ছদ্মবেশী!

তার। হের মহারাজ! যেন ভূতলে উদয় আজ সূর্য্য আর শশী!

সুগ্রীব। এস হনুমন্ত! এস হনুমন্ত! মূর্ত্তিমন্ত জ্বলন্ত পাবক-রূপী কোন্ মাহাত্মা ওঁরা! আহা, দর্শনেও যে জীবনের সার্থকতা বিবেচনা ক'র্‌ছি হনুমন্ত!

হনুমান। মহারাজ! যিনি রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগা-নুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বভুক বৈশ্বানরকে সম্যকরূপ তৃপ্তি প্রদান ক'রে জগতে অদ্বিতীয় মহাগ্রগণ্য হ'য়েছেন, সেই ধরণীর একচ্ছত্রাধিপতি তপস্যাসিদ্ধ সম্রাট মহারাজ দশরথের ইনি জিতেন্দ্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। আর ইনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণ। মহাত্মা রাম পিতার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌বার জন্য অনুজ লক্ষ্মণ এবং আপন পত্নী

লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবী সহ এই ব'নে আগমন করেন, বনবাস কালে দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করায়, তার প্রতী-কারারের জন্য এঁরা আপনার শরণাগত এবং আপনার সহিত মিত্রতা কর্‌বার জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। ইঁহারা উভয়েই পূজ্যতম, সাক্ষাৎ ভগবান, স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীরামলক্ষণরূপে ভূভারতে অবতীর্ণ! মহারাজ! আমাদের দুঃখ-নিশার অবসান হ'য়েছে, এক্ষণে আপনি এঁদের সম্যক অর্চ্চনা ক'রে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন।

সুগ্রীব। হনুমন্ত! আমি কি শুনছি, আমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে, নিদ্রিত না জাগ্রতে! সত্য বল—দয়ার জলধি, গুণের গুণনিধি ভগবান রামচন্দ্র দুর্ভাগ্য বানর সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা! এ সম্মানে আমি যে আত্মহারা হ'য়ে যাচ্চি রাম! আমার আদর অভ্যর্থনার আর কি আছে রাম! দাও—দাও—হরি, যে হস্তে বরাভয় ধারণ ক'রে ধরার জীবের অভয়দাতা হ'য়ে দয়াময় নাম ধারণ ক'রেছ, দাও সেই হস্তখানি দাও। ভবকর্ণধার হে! যে হস্তে কর্ণ ধারণ ক'রে জীবকে ভীমা বৈতরিণী পার ক'রে থাক, সেই হস্তখানি দাও। যখন এত অনুগ্রহ, এত দয়া, তখন এস রাম—এস করুণাধার গুণনিধি গুণধাম, আর বিলম্ব সয় না, তোমার হস্ত দ্বারা—আমার হস্ত ধারণ ক'রে অগ্রে অক্ষয় প্রীতিবন্ধন কর।

গীত।

এস এস হে ভববন্ধনহারি, বন্ধন করি প্রেমবন্ধনে।
ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী রাম, যখন বন্ধু হ'লে হে নিদানে।
কি সৌভাগ্য আমার ওহে চিন্তামণি, সাধনের ধন সাথে করিতে মেলানি

সত্য কি রাম সত্যসন্ধ্য ছলা বা কি জানি,
এ যে আনন্দ ধরে না প্রাণে গোবিন্দ তোমায় দরশনে॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে যোগে নিত্য জপে;
সিদ্ধি দাও হে সিদ্ধিদাতা যারা সিদ্ধি তপে,
কি তপে তোমায় রাম লভিনু স্বরূপে,
এযে দীন দেখে হে দীননাথ এলে দয়া বিতরণে॥

রাম। (হস্তপ্রদান পূর্ব্বক) এস মহাত্মা পরম ধার্ম্মিক সুগ্রীব, বনবাসী রাম তোমার সরলতাময়ী ভক্তি-বন্ধনে চিরদিনের জন্য তোমার নিকট আজ আবদ্ধ হ'ল।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! শাস্ত্রীয় বিধানে সর্ব্বপূজ্য অগ্নিদেবকে সাক্ষী রেখে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই প্রশস্ত।

হনুমান। ঠাকুর! তবু ছলনা ছাড়্‌লে না? পূর্ণব্রহ্ম রামাপেক্ষা জগতে আর সর্ব্বপূজ্য কে লক্ষ্মণ! ভাল তাই হোক্! মহারাজ! (অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া) এই দেব বৈশ্বানর সম্মুখে আপনারা শাস্ত্রীয় বিধানে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন।

সুগ্রীব। উত্তম, হনুমন্ত! আসুন প্রভো! আজ অনল সাক্ষী রেখে আমরা মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হই।

রাম। উত্তম ভাই সুগ্রীব! হে দেব বৈশ্বানর! আমাদের উভয়ের মিত্রতাবন্ধন অক্ষয় হ'ক্!

সুগ্রীব। হে দেব বৈশ্বানর! আমাদের উভয়ের মিত্রতাবন্ধন অক্ষয় হোক। (উভয়ের তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করণ)

বানরগণ ও লক্ষ্মণ। জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

রাম। প্রিয় সুগ্রীব! আজ হ'তে তুমি সংসারে আমার প্রিয় সুহৃদ্ হ'লে। তোমার এবং আমার সুখ-দুঃখ আজ হ'তে এক হ'ল। এখন পরস্পর উপকার সাধন ক'রে আমাদের মিত্রতার সার্থকতা সম্পাদন করি এস।

লক্ষ্মণ। হে বানররাজ! শাস্ত্রে কথিত আছে, পরস্পর উপকার করাই মিত্রতাবন্ধনের অমৃতময় ফল।

সুগ্রীব। তাহ'লে বলি সখে! আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কর্তৃক নিগৃহীত ও হৃতদার হ'য়ে রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত হয়েছি এবং এই অবস্থায় কাল যাপন করছি। এমন কি তার ভয়ে আমি আর এক মুহূর্ত্ত স্থির নই। এর কি কোন প্রতীকার আছে সখে!

রাম। অবশ্য আছে, এই মুহূর্ত্তেই আজ অনল সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী-অপহারী পাপাচারী সেই অবশ্যবধ্য বানররাজ বালীকে আমি নিশ্চয় সংহার করব। হে রাজ্যচ্যুত গিরিবাসী সখে! আবার আমি এও প্রতিজ্ঞা করছি— সেই মূঢ় বানররাজ বালীকে বধ ক'রে তোমায় নিশ্চয়ই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা করব।

সুগ্রীব। তাহ'লে আমিও বলছি, এই দেবদেব অগ্নি সাক্ষী রেখে আমিও বলছি সখে! বিষ্ণু যেরূপ অসুরাপহৃতা ব্রহ্মামুখ-বিনিঃসৃতা শ্রুতিকে উদ্ধার করেছিলেন, আমিও সেইরূপ দুর্বৃত্ত রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃত লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে আপনার সকাশে আনয়ন করবার জন্য প্রাণপণ করলাম। প্রিয় নল! আমরা

ইতিপূর্ব্বে যে শূন্যপতিত উত্তরীয় ও অলঙ্কার প্রাপ্ত হ'য়েছিলেম, এখন বোধ হচ্চে, সেই উত্তরীয় ও অলঙ্কার মিত্রপত্নী সীতাদেবীরই হবে। শীঘ্র আনয়ন কর, তাহ'লেই মিত্র বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

(নলের উত্তরীয় আনয়ন)

রাম। কৈ দেখি সখে! সেই সতীর আভরণ আমি দর্শন মাত্রেই উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌ব।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। গীত।

বলিস্ রে সে দয়াল রঘুবরে।
ওরে পাখি বনলতা, দুঃখিনী সীতার কথা,
দুরাচার চোরে আসি লয়ে যায় হ'রে

রাম। (ব্যস্তভাবে) লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! এ যে আমার প্রাণাধিকা প্রাণপ্রতিমা সীতার কণ্ঠধ্বনি! নয় ভাই? নয় ভাই?

লক্ষ্মণ। রঘুমণি! স্থির হোন! আমি দেখ্‌ছি, দেবি, দেবি! কোথায় আপনি?

সুগ্রীব। না সখে! এ লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠধ্বনি নয়। আমরা এই উত্তরীয় আর অলঙ্কারের মধ্য হ'তেই কণ্ঠস্বর শুন্‌ছি।

রাম। আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য, শুন্‌তে দাও শুন্‌তে দাও। অবিকল মধুবর্ষিণী কণ্ঠস্বর! আহা কি মধুর!

প্রতিধ্বনি। গীত।

বলিস্ রে রাম রঘুবরে—ঘোর আকুল সাগরে,
নিজ দোষে ডুবিল সেবিকা সীতা,

তুমি পারের কাণ্ডারী, শুধু এ ভরসা তারি,
পার যদি কর, উদ্ধার তারে ॥

রাম। হা সীতা—হা সীতা—হা সীতা—(মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। (ধারণ পূর্ব্বক) কি হ'লো, কি হ'লো—
সীতানাথ সীতাশোকে হ'ল সংজ্ঞাহীন!
দাদা—দাদা—হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল!

বানরগণ। হায় হায়! কি হ'ল কি হ'ল!
মধ্যাহ্নের ভানু যায় অস্তাচলে।

(রামচন্দ্রের শুশ্রূষাকরণ)

লক্ষ্মণ। যায় ভানু যাক্ অস্তাচলে,
ঢেকে যাক্ ধরা তমিস্রার জালে,
কিন্তু সখে, পাল অনুরোধ,
রামনিধি রক্ষা ক'র তুমি—
দেখি আমি—মায়াবিনী কোন নারী—
বধে আজি ধনুর্দ্ধারী রামে—
সীতা-কণ্ঠে গাহি করুণ-সঙ্গীত।
এই ধনুর্জ্যা করিনু যোজন, (ধনুর্ব্বাণ যোজন)
এই কালানল শর করিনু স্থাপন,
দেখি কোন্ জন আজি রক্ষা করে তারে!
অই—অই যায় দেখা,
সর্ব্ব অঙ্গে বিষাদের রেখা, মলিন মলিন মুখখানি,
বল্ বল্ মায়াবিনি, বল্ কুহকিনি,

কেবা তুই জীবনঘাতিনীরূপা—
লক্ষ্মণের যতক্ষণ শর নাহি হয় নিক্ষেপণ।

প্রতিধ্বনি। বিনা দোষে মোরে বধো না লক্ষ্মণ!
হে অনন্তদেব! আমি প্রতিধ্বনি,
জনক-নন্দিনী সীতাধনে রাবণ হরণ কালে—
যে যে কথা ব'লে কেঁদেছিল হায়,
আমি প্রতিধ্বনি তার করিয়ে বহন—
মা'র দূতী-কার্য্য করেছি সাধন।
উঠ রাম কমললোচন—
বিনা দোষে লক্ষ্মণ বধিছে মোরে!

রাম। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) ভাই রে লক্ষ্মণ! সম্বর ভীষণ শর,
প্রতিধ্বনি নহে অপরাধী,
আমার মঙ্গলময় এনে দিল সীতার সংবাদ।

লক্ষ্মণ। তবে আর্য্য! কি হবে উপায়,
অব্যর্থ লক্ষ্মণ-শর ব্যর্থ হবে কিসে?

রাম। তবে ভাই—এ ধ্বনির কণ্ঠ বিদ্ধ কর,
আজ হ'তে হউক অস্ফুট বাণী তার।

লক্ষ্মণ। তবে প্রতিধ্বনি, শোন রাম-বাণী,
এই কণ্ঠ ভেদিনু তোমার,
আজ হ'তে হউক অস্ফুট বাণী তব।

প্রতিধ্বনি। যথা আজ্ঞা দেব, রাম, দয়াময়, ইচ্ছাময়—
তাঁর ইচ্ছা হউক পূরণ!

বিদায় চরণে দেব! মিশে যাই—
অনন্ত শূন্যেতে।

[প্রস্থান।

সুগ্রীব। সখে! সখে! আশ্চর্য্য ঘটনা।

রাম। কই সখে দেখি—দেখি, উত্তরীয় আর অলঙ্কার?

নল। এই প্রভু! (প্রদর্শন)

রাম। লক্ষ্মণ! এই ত, এই ত ভাই, প্রিয়ার আমার বিবিধ রত্নমণি খচিত উত্তরীয় আর সেই চরণরক্ষিত বিবিধ বাদ্যসমন্বিত মণিময় নূপুর।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! মায়ের আমার সেই পাদপদ্মশোভিত এই মণিময় নূপুরই বটে। কিন্তু প্রভু, উত্তরীয়ের বিষয় অবগত নই, কারণ আমি মায়ের পাদপদ্ম ব্যতীত এ জীবনে তাঁর অন্য অবয়বের প্রতি কখন দৃষ্টিপাত করি নাই।

রাম। লক্ষ্মণ! তুই অযোধ্যায় ফিরে যা ভাই, আমি সীতার এই উত্তরীয় আর অলঙ্কার নিয়েই জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন ক'রব। লক্ষ্মণ রে, সীতা যে আমার এই উত্তরীয় লয়ে—হা সীতা—

(রোদন)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না আর্য্যকে আর কার্য্যহীন রাখা উচিত নয়। কোন কার্য্যে নিযুক্ত করাতে না পারলে ক্রমেই তাঁর সীতা-শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে। (জনান্তিকে) সখে সুগ্রীব, আর্য্যকে তোমার কার্য্য সম্পাদনে অনুজ্ঞা কর, নতুবা সীতা-শোক প্রবল হ'লে প্রভু উন্মাদের ন্যায় হ'য়ে উঠবেন।

সুগ্রীব। সখে! পত্নীশোকে কি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হ'চ্ছেন? আমার অন্তরাত্মা সর্ব্বদাই যে বালী ভয়েকম্পিত হ'চ্ছে সখে!

রাম। না, না বিস্মৃত হব কেন? চল সখে, এক্ষণেই চল, পাপিষ্ঠ বালী কোথায় অবস্থান ক'র্‌চে, তথায় আমাদিগে শীঘ্র নিয়ে চল, কিছুতেই রামের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে না সখে!

সুগ্রীব। সবি সত্য, তথাপি সখে, আমার যেন কিছুতেই বোধ হয় না, সে ভ্রাতৃদ্রোহী দুর্বৃত্ত বালীর এ জগতে কেউ মৃত্যু-পতি আছে?

রাম। সখে! কি ক'র্‌লে তোমার বিশ্বাস হয় বল?

সুগ্রীব। সখে! আমার শুনা আছে, সপ্ততালভেদী শর নৈলে কেউ বালী বধে সমর্থ হবে না।

রাম। এই কথা, সখে! এখনি আমি তোমার সেই সন্দেহ ভঞ্জন ক'র্‌ছি।

তবে আজ রামের বিক্রম দেখুক ত্রিলোক,
দেখুক রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর!
দেখুক মানব, ঋক্ষ, স্বর্গের দেবতা,
নররূপী শ্রীরামের ভুজবীর্য্য তেজঃ।
এই দীপ্ত হুতাশন সম ভীষণ শায়ক—
যোজিনু কার্ম্মুকমাঝে—
অব্যর্থসন্ধান, নিক্ষেপিব আজি
অই সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ সপ্ততালো ার,
দেখি—বিদ্ধ হয় কিনা রামের সন্ধানে!

যাও যাও সত্বরে ভুবনধ্বংসী বাণ। (নিক্ষেপ)

সকলে। ঐ ঐ সপ্ততাল হ'ল খান খান,
ধন্য রাম, ধন্য তুমি—চল—চল দেখি গিয়া সবে,
চল চল কিষ্কিন্ধ্যার সিংহদ্বারে করিগে গর্জ্জন,
চল চল মহোল্লাসে ত্বরা করি বালীরে সংহার।
জয় রাম জয় রাম জয় রাম,
জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!
আরে বালী দুরাচার, সুগ্রীব করিছে আজ—
যুদ্ধের আহ্বান।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর)

বালী, বানরীগণ, উমা, পাপ, উক্‌নো ও ঝুক্‌নোর প্রবেশ।

উমা। শোন নাথ! গর্জ্জে সিংহদ্বারে—
গুরুতর ভীষণ গর্জ্জন।

বালী। ছেড়ে দাও সুবদনি বৃথা বাক্য ব্যয়,
থাকিতে এ বালী, সিংহদ্বারে কেবা করিবে গর্জ্জন?
কেবা আপনার মৃত্যু আহ্বানিছে?

পাপ। তা বৈকি বন্ধু, কোন্ কাণার পা খানায় পড়্বে বল? নাও, নাও, ফূর্ত্তি কর, মজেছ না মজ্‌তে আছ, খুব ক'রে মজা উড়াও, খুব ক'রে মজা উড়াও!

বালী। তা বৈকি নাচ, গাও মনের আহ্লাদে।
দে উক্‌নো সুধারস দে, আর গান গা।
ব'স উমা—কাছে ব'স।

গীত

উক্‌নো ও ঝুক্‌নো। প্রেমের নাইক জাতি নাইক বিচার।
বানরীগণ। মনে প্রাণে মিলন হ'লে ঘুচে যায় সকল বিচার॥
উক্‌নো ও ঝুক্‌নো। সোহাগে তার আপনহারা হই,
কুলমান সকল ভুলে যাই,
বানরীগণ। আদরে ঢলি গলি যদি তারে মনের মত পাই,
মন দিয়ে সই প্রা[illegible] তায়, দাসী হয়ে রই তার॥

নেপথ্যে—পক্ষ বানরগণ। আয় বালি দুরাচার, সুগ্রীব করিছে তোরে—যুদ্ধের আহ্বান।

উমা। ঐ শোন, ঐ [illegible] সেই গভীর গর্জ্জন!

পাপ। মেঘচন্দ্র! মেঘচন্দ্র! কিছু নয়, কিছু নয়, লাগাও গান। গাও, মজার গানে রঙ্গ ভঙ্গ হ'য়ে গেল বাবা! মধুবর্ষিণীরা, একটু উচু সুরে লাগাও বাবা! কাজের খতম হ'য়ে যাক্।

গীত।

উক্‌নো ও ঝুক্‌নো। কি জানি কি মধুর টানে, মনের মা[illegible] ভুলায় [illegible]
বানরীগণ। সে কইতে নারি সইতে নারি—মিশেয়ে যা[illegible] তার প্রাণে
পোড়া লোকে তাই না দেখে মুখটা করে ভার [illegible]॥

নেপথ্যে—বানরগণ। আয় বালি দুরাচার, সুগ্রীব করিছে
তোরে—যুদ্ধের আহ্বান!

উমা। বধির বধির সবে, শুনিছ না কেউ,
পুনঃ পুনঃ যুদ্ধাহ্বান করিছে গরজি,
আমারে লইয়া মত্ত কামুক পামর,
দেখে না ক' নিকট শমন তার!
পুনঃ পুনঃ কয়, সুগ্রীব করিছে যুদ্ধের আহ্বান।
কে আমি, কে সুগ্রীব মোর? আমি নারী তার,
স্বামী মোর সেই! পাতকিনী,
স্বামী মোর স্বর্গের দেবতা! অন্ধ আমি পাপ-বুদ্ধি দোষে।
সত্য কি মজেছি আমি বালীর প্রণয়ে?
না—দুরাত্মা বালী মোরে করিয়াছে—
নষ্টা দুষ্টা বেশ্যার সমান?
বালী কেবা? সে ত মোর পূজনীয়!
তার সহ কদাচারে রত আমি?
কে তুমি চৈতন্য? এতদিন পরে হইলে উদয় হৃদয়-উপর?
এতদিন কোথা ছিলে দেব!
স্বর্গ হ'তে ফেলে দিয়ে মোরে নরকের কূপে,—
এত দিনে হ'ল দয়া পিশাচীর প্রতি?
পিশাচী—পিশাচী আমি—চারি দিকে নাচে মোর—
পিশাচীর দল—তার মাঝে করে রঙ্গ ভূত প্রেত দানা—
রঙ্গরসে আমি মত্ত পিশাচ-নায়িকা!

ধিক্ ধিক্ মোরে ; দূর হ'রে দূর হ'রে—
পিশাচীর দল, নয় পদাঘাতে খেদাইব একে একে সবে।
দেখিবি রে পিশাচীর তেজঃ ; দূর হ, দূর হ সব !

উক্‌নো, ঝুক্‌নো ও বানরীগণ। পালাই চল, পালাই চল, ছোটরাণী ক্ষেপে গেছে।

নেপথ্যে—বানরগণ। সুগ্রীব করিছে আজ যুদ্ধের আহ্বান!

উক্‌নো, ঝুক্‌নো ও বানরীগণ। ও বাবা, আবার যে ছোট রাজা
আস্‌ছে। পালাই চল, পালাই চল।

[বেগে প্রস্থান।

উমা। ক্ষিপ্তা উন্মাদিনী আমি জগতের দ্বারে !
শুধু তাহা নয়, পতিপদচ্যুতা ভিখারিণী আমি,
নাহি স্থান আর ত্রিসংসারে মোর।
অসতী নারীরে কেবা দেয় স্থান ?
রূপ ও যৌবন লোভে পড়ে মূর্খ জীব—
দুদিনের তরে, সে লালসা হইলে সার্থক—
সেও ঘৃণে অসতী বলিয়া,
আমি সেই অসতী রমণী, আমি সেই পাতকিনী—
অধমা পিশাচী।
চৈতন্যের কৃপা-বলে আজ পেয়েছি চৈতন্য,
যৌবনের উদ্দাম গতিতে বুঝি নাই এত দিন কিছু,
আজ বুদ্ধি এসেছে আমার—ধিক্ পূজ্য পূজনীয় দেব !
কি কহিব আর—কহিবার কিছু নাহি মোর,

আমি নয় বোধহীনা নারী, তুমি ত পুরুষ—
জ্ঞান ধর নারীর অধিক, তবে কেন মজালে আমায়—
মজিলে আপনি, রাখিলে ত্রিলোকে এ কলঙ্ক কালি?
বালি! বালি! এতদিনে কাল পূর্ণ তোর,
ঐ সিংহদ্বারে নয় মোর স্বামীর গর্জ্জন,
কালের গর্জ্জন উহা, ধ্বংস হেতু তোর হ'য়েছে উদয়।

পাপ। বন্ধু! বন্ধু! নেশায় কি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? উমা যে তোমার ফস্‌কায়।

বালী। কেন উমা—বৃথা গঞ্জ বিধুমুখি!
এস—এস—বোস মোর কাছে।

উমা। সাবধান, সাবধান! এখনও কামান্ধ বর্ব্বর,
ঘুচে নাই মোহনেশা কালের হুঙ্কারে?
কবে আর ঘুচিবে রে তবে!

পাপ। বন্ধু! আর আমার সহ্য হয় না, একটা মেয়ে মানুষ কি ব'ল্‌ছে শুন্‌ছ?

বালী। দেখ্‌—উমা, আমি ব'লে সহ্য ক'র্‌ছি, তা না হ'লে তোর যে কি হ'ত, তা তুই এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছিস না?

উমা। এর চেয়ে—কি করিবি তুই রে পামর!
করিবার যাহা ক'রেছিস্ তুই,
রমণীর অমূল্য রতন সতীত্ব যে ধন,
তাই নিয়েছিস হ'রে, এর চেয়ে কি রে—
আর আছে করিবার?

বালী। কি, বার বার মোরে অপমান,
রে কুলটে! হ'স সাবধান!
না—না—কেন প্রাণ, হও রে বিরোধী!
(হস্ত ধারণোদ্যত)

উমা। (ছুরিকা বাহির পূর্ব্বক) হ'য়েছে, হ'য়েছে
কুলটা, কুলটা, কুলটার বৃত্তি দেখ্—
ওরে নীচ পশু!

বালী। উঃ, কি ভয়ঙ্কর! কি—কি বালীরে দেখাস্ ভয়?

প্রাণ। (ধারণ পূর্ব্বক) বন্ধু! নারী নয়, সাক্ষাৎ ডাকিনী,
অনুমানি ছদ্মবেশে ছিল এতদিন!
ত্যজ ওরে যথা ইচ্ছা চ'লে যাক্ কুলটা পিশাচী।

বালী। আচ্ছা, যা চ'লে ডাকিনি!
বন্ধু-অনুরোধে ক্ষমিলাম তোরে।

উমা। ক্ষমা কেন, ক্ষমা কেন, আয় না রে লম্পট-কামুক—
কিছু শিক্ষা দিয়ে যাই তোরে, তুই নয় ভাসুর আমার,
এস গুণের আধার, গুণবিদ্যা দেখে নিই কত?
না, না, না, হ'ল না. বড় তীব্র জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে,
আর কেন তুলি কলঙ্কের কালি?
তুলেছি ত বিষম গরল,
এবে সে গরল করি পান,
দেখি জ্বালা পারি কি না করিতে নির্ব্বাণ!
সরে যাও, সরে যাও, চক্ষু ঢেকে থাক সবে.

চলে কালভুজঙ্গিনী বানরের কুলে,
চলিছে ডাকিনী বংশে ছাই দিয়ে,
সরে যাও—সরে যাও, যারা কুলের গৌরব,
যেন কার' গায়ে লাগে না ক'—নাগিনী-বাতাস!

[বেগে প্রস্থান।

বালী। সত্য বন্ধু! কুলটা নাগিনী,
মোহ ঘুম এতদিনে ভেঙেছে আমার।
অ্যাঁ, কোথা আমি—শ্মশানে না—বিলাস উদ্যানে?

নেপথ্যে—বানরগণ। আরে বালি দুরাচার,
সুগ্রীব করিছে তোরে যুদ্ধে আহ্বান।

বালী। বন্ধু! কি শুনি, সত্যই কি সুগ্রীব-আহ্বান?

পাপ। তাই হয় অনুমান।

বালী। তাই বুঝি বিলাস-রঙ্গিণী সব—
ভয়ে ভীত হ'য়ে ত্যজিয়াছে মোরে?
রে সুগ্রীব! হেন মতিচ্ছন্ন কেন ঘটিল সহসা?
কে জাগাতে বলিল রে সুপ্ত ভুজঙ্গেরে?
মনে নাই রে পামর, এখনও বুঝি সেই পদাঘাত!
মনে নাই এখনও বুঝি, যেই দিন প্রাণভয়ে—
মতঙ্গ-আশ্রমে—লভিলি আশ্রয়!
ভাল—ভাল—ভ্রাতৃদ্রোহি!
আজ তোর সব আশা করিব নির্ব্বাণ!
সাজ সাজ বানরের মাঝে যারা বীরেন্দ্র-অগ্রণী,

সাজ তারা রণবেশে, আর আর পদাতিক দল,
মাত সবে রণরঙ্গে আজ—
পদাহত ফণি আজ হায় তুলিয়াছে ফণা,
বিমর্দ্দিত পুনরায় করিবারে চল।
এস বন্ধু—চল বন্ধু—যাও বন্ধু, সৈন্যগণে—
সাজাও সত্বরে!
আজ বালী রণসিন্ধু করিবে মন্থন!

[বেগে প্রস্থান।

পাপ। চারিপাদ হ'য়েছে পূরণ,
এবে রণসিন্ধু মাঝে উঠিবে গরল।
পাপ আমি আছি ত গরল,
এবে গরলে গরল মিশে হইবে গরল-ক্ষয়।

[প্রস্থান।

মানসী ও তারার প্রবেশ।

তারা। যা ভেবেছি, তাই হ'য়েছে মা! বিলাস-উদ্যানে কেউ নাই।

মানসী। তারা, তুই মা এত চঞ্চলা হ'চ্চিস কেন?

তারা। আমি ত চঞ্চল হই না মা, আমি ত স্বামীর সুখের স্ত্রী হবো না ব'লেই তাঁর বিলাসউদ্যানে কখন আসি না মা! তবে শুনলাম, উমা নাকি তাঁর প্রাণনাশের জন্য ছুরিকা ধারণ ক'রেছিল, কি জানি মা, আসন্ন বিপদ ভেবে কিছুতেই আর স্থির হ'য়ে থাকতে পারলাম না। তাই পোড়া মন মানলে না, তাই এসেছি।

উমার বেগে প্রবেশ।

উমা। দিদি, দিদি, স্বর্গের দেবী দিদি তুমি! অনেক যত্নে শিক্ষা দিয়েছিলে, কনিষ্ঠা ভগিনী ভেবে অনেক উপদেশ দিয়েছিলে। বুঝি না দিদি, যৌবনের গর্ব্বে কিছুই বুঝি না দিদি! যেমন সত্যনিষ্ঠ স্বামীর মোহ ভুলে গিয়ে, আপন ইহকাল পরকাল ভুলে গিয়ে কালামুখী কলঙ্কিনী সেজে ছিলাম, তোমার ন্যায় দেবী প্রতিমা দিদির বুকে বিষম জ্বালা দিয়েছিলাম, স্বামী সত্ত্বে তোমাকে বিধবা ক'রেছিলাম, তেমনি আমার হ'য়েছে দিদি! তবু দিদি, তুমি একদিনও আমাকে কনিষ্ঠা ভগিনী স্থানে একটী কথা বলনি, যাও—দিদি যাও—তোমার স্বামীর স্কন্ধ হ'তে আমি ডাকিনী নেমে এসেছি, স্ব ইচ্ছায় এসেছি, অনুতাপে জ্বলে পুড়ে এসেছি, যাও স্বর্গের দেবি, তোমার স্বামী তুমি লও গে! পুণ্যবতী সতী—ও কে আসচে, অঙ্গদ নয়? বাবা নয়? ওমা—ওমা, কেমন ক'রে বাছার কাছে মুখ দেখাব! যাই, যাই, দিদি, পালাই, পোড়ার মুখ নিয়ে পালাই! দিদি, আশীর্ব্বাদ ক'বিস্।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ। মা, মা, শুনছি—কাকা মশায় না কি বাবার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বেন। বাবা তাই সৈন্য সামন্ত নিয়ে কাকার সঙ্গে যুদ্ধে বেরিয়েছেন।

তারা। (স্বগত) ওমা, কি শুনি মা! ভগবান তুমিই রক্ষা

কর। (প্রকাশ্যে) ভগবানকে জানাও বাবা, তাঁদের উভয়ের যেন মঙ্গল হয়।

অঙ্গদ। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) তবে চল মা, মন্দিরে ভগবানের কাছে জানাবি চল, যেন কাকা আর বাবার দু'জনের মঙ্গল হয়। আমার বড় ভয় পেয়েছে মা!

মানসী। মা! মা, শুধু বালকের কথা নয়, মানসীরও কথা, দেবতাগৃহে মানসব্রত পূর্ণ কর্‌গে যা! বড় কঠিন ব্রত তারা, বড় কঠিন ব্রত। এতে চিত্ত বড় স্থির চাই। উভয়েই তোর পতি।

তারা। জননি! তুমি মাত্র আমার ভরসা।

অঙ্গদ। ঐ মা, রণবাদ্য বেজেছে, শীঘ্র চল্‌ মা, শীঘ্র চল্‌।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(যুদ্ধস্থল)

রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান,
তার ও নলের প্রবেশ।

রাম ও সুগ্রীব ব্যতীত সকলে। জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়! জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়! জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

নেপথ্যে—বালীপক্ষীয় বানরগণ। জয় মহারাজ বালীর জয়!

রাম। সখে! শোন, দুর্ব্বৃত্ত বালীও গম্ভীরগর্জ্জন ক'র্‌ছে। আর অপেক্ষা ক'র্‌ছ কেন, তোমরা অগ্রসর হ'য়ে যাও। যুদ্ধ ক'রতে ক'র্‌তে পাপিষ্ঠকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করগে যাও।

লক্ষ্মণ। আমরা এই স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান কর্‌লাম। পাপিষ্ঠ সম্মুখবর্ত্তী হ'লেই আর্য্যের কার্ম্মুকনিঃসৃত প্রচণ্ড শর তার বক্ষঃস্থল ভেদ করবে! সখে! আর্য্যপ্রক্ষিপ্ত শরে পাপিষ্ঠের আজ কিছুতেই নিস্তার নাই।

সুগ্রীব। তবে দেখ, সখে! তোমাদের আজ্ঞায় আজ আমি অকূল মহাসিন্ধুতে ঝম্প প্রদান ক'র্‌লাম, নতুবা এ দুরশা সুগ্রীবের কোন দিন উদয় হয় নাই।

রাম। না সখা, কোন ভয় নাই। তোমরা পাপিষ্ঠকে আমার সম্মুখে আন্‌তে পার্‌লেই আমার প্রচণ্ড কালানল-শরে—নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠ ভূপতিত হবে। কেউ আমার বাক্যের অন্যথাচরণ ক'র্‌তে পার্‌বে না। ব্রহ্মা বিষ্ণু গঙ্গাধর এলেও দুরাত্মা বানর আজ কিছুতেই অব্যাহতি পাবে না।

সুগ্রীব। সখে! তবে চল্লেম। ঐ পদ মাত্র ভরসা। আপনার পদ তরণী আশ্রয় পেয়েছি ব'লেই—আজ আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ বালী-সংগ্রামে অগ্রবর্ত্তী হ'চ্চি। আর কেন প্রিয় বানরগণ! এখন সখা রামচন্দ্রের আজ্ঞায় তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করিগে চল।

হনুমান। তাতে আর অপেক্ষা কি। এস বানরগণ! এখন রামনামের জয় দিয়ে শমনরূপী বালীরণে জয় লাভ করিগে চল। জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

সকলে। জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

[রাম লক্ষ্মণ ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে—বালীপক্ষীয় বানরগণ। জয় মহারাজ বালীর জয়।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ! থাক ভাই সাবধানে।
শুনেছি বানররাজ— দুর্দ্ধর্ষ সে বালী— মহাপরাক্রমী।

লক্ষ্মণ। আবার আবার আর্য্য দাসেরে ছলনা ?
কেন দাদা, বারম্বার ভুলাও দাসেরে ?
ভুলালেও ভুলাতে নারিবে—যোগে ব'সে এ লক্ষ্মণ,
দেখেছে তোমার রূপ ! বিশ্বরূপ, তুমি অনন্ত বিরাট !
দেখ দাদা—লক্ষ্মণের হৃদি —দেখ গুণনিধি,
কোন্ রূপে তুমি লক্ষ্মণের হৃদয়েরে ক'রেছ আসন !

গীত।

আর ভুলাও কেন নয়নরঞ্জন তুমি, তোমায় ভুলাতে কে পারে।
কমলআঁখি, যে দিকে ফিরাই আঁখি সেদিকে দেখি যে তোমারে॥
তুমি জলে স্থলে অনিল অনলে শূন্যে,
তুমি ধরমে করমে মরমে পাপ পুণ্যে,
তুমি চন্দ্রে সূর্য্যে গ্রহে তারকানিকরে হে,
সর্ব্বে তব নাম লেখা জলদ-অক্ষরে॥
তুমি আঁধারে তুমি আলোকে তুমি পুলকে তুমি নিরানন্দে,
তুমি ঐহিকে, তুমি পরলোকে তুমি ভালতে তুমি মন্দে,
তুমি সুখে দুখে হাস্যে বিষাদে রোদনে হে,
তুমি যোগীর মূর্দ্ধে জীবের মধ্যে আত্মার আকারে॥

নেপথ্যে—বালীপক্ষীয় বানরগণ। জয় মহারাজ বালীর জয়।

লক্ষ্মণ। ঐ আসে আর্য্য! বানরবাহিনী,
মহামারি হ'তেছে ঘটনা!

রাম। এস ভাই, থাকি আরও অন্তরালে। (লুক্কায়িত হওন)

বানরগণ, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ
করিতে করিতে প্রবেশ।

বালী। কে তোর দুর্ব্বুদ্ধিদাতা ওরে রে সুগ্রীব,
ডাক্ তারে আন তারে রাখুক এখন।
ক্ষমেছিনু এত দিন মনে করি ভাই,
তাই স্পর্দ্ধা বাড়িল পামর, হিতাহিতশূন্য হ'য়ে গেলি,
না ভাবিলি মরণ আপন,
জেনে শুনে প্রসারণ ক'রিলি রে হুতাশনে কর।

সুগ্রীব। সখে! সখে! যায় প্রাণ, রক্ষা কর মোরে। (যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর্য্য! সখা বড় হ'য়েছে কাতর।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ, উপায় কি করি,
দ্বিভ্রাতার একমূর্ত্তি হেরি।
কে বালী, কে সুগ্রীব না পারি বুঝিতে।
কার প্রতি করি শর নিক্ষেপণ।
হইল বিষম, হায় হায় বুঝি সখা রক্ষা নাহি হ'ল!

বালী। এইবার, এইবার দিব যমালয়।

সুগ্রীব। যাই সখা, কিন্তু রাম,

পণ রক্ষা হ'ল না তোমার।
এই খেদ রহিল আমার।

বানরগণ। জয় মহারাজ বালীর জয়! জয় মহারাজ বালীর জয়।
জয় মহারাজ বালীর জয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। হায় আর্য্য, দৈববিড়ম্বনা,
বুঝি সখা—হইল সংহার!
সত্যসন্ধ্য রাম, সত্য রক্ষা হ'ল না তোমার!
যাও ধর্ম্ম, যাও অধঃপাতে,
যাও—গিরি চন্দ্র সূর্য্য ভস্ম হ'য়ে যাও—
আজ যদি শ্রীরামের হয় প্রতিজ্ঞা বিফল!

রাম। চল ভাই, চল যাই দেখি চল—
মিত্রের অবস্থা, কি করি এখন,
চাও দেব—ত্রিলোচন, মুখ তুলে চাও দেব রামে!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে—বালীপক্ষীয় বানরগণ। জয় বালীর জয়।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(ঋষ্যমূক পর্ব্বত)

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ঐ শোন, ঐ শোন আর্য্য, বালীর বিজয়-ধ্বনি
হায় হায়, রাম-বাক্য হইল বিফল,
ডুবিল অরুণ ভানু পশ্চিম অচলে,
নিশ্চয় প্রলয় হবে—পলক-সময়ে!
রক্ষা নাহি—কিছুতেই রক্ষা নাহি আর,
প্রত্যক্ষে হেরিনু যাহা হইল স্বপন,
বাস্তব ঘটনা হ'ল কল্পনার রেখা,
এর চেয়ে কি আছে বিস্ময়, দয়াময়!
কহ অকপটে ত্যজি ছলনা চাতুরী,
হে মুরারি! বল বল কি হ'ল ঘটনা,
অন্তস্থল মাঝে এর কি রহস্য মাখা,
কেন ঢাকা দাও প্রভু বহির্দৃশ্যে তার?

রাম। লক্ষ্মণ রে! কেন ভাই দোষিছ আমারে?
সত্য পণ যাহা, সেই সত্য পণ,
নাহি অন্য মন--দৈব তায় সাধিল বিবাদ।
হায় হায় কেমনে সুগ্রীবে দেখাব এ মুখ!
কি ব'লে তাহারে প্রবোধিব আর?

কি সান্ত্বনা তার আছে রে ভাষায়,
না যুয়ায় কিছু ভাই প্রাণে।
তাই ভাবি মনে—এ নির্লজ্জ রামে—
কেন স্থজিলেন বিধি!
হেন বিধি নিতান্ত অন্যায়।
অব্যয় রামের বাক্য হ'ল ব্যর্থ আজ!
আহা সখা কি কবে আমায়,
ব'লেছিল সখা—রাম, ভরসা তোমার,
পার হ'ব রণ-সিন্ধু তোমার আশ্রয়ে।
অহো দিব্য রাম—হ'ল আজ তাহার সহায়!

দ্রুতপদে সুগ্রীব, তার, নল, হনুমান ও
জাম্বুবানের প্রবেশ।

সুগ্রীব। চাই নাই আর রাম, রাজসিংহাসন,
চাই নাই উদ্ধারিতে প্রিয়তমা নারী,
চাই নাই আর প্রভু মিত্রতা-বন্ধন,
বুঝিলাম ভুল সব, ভাগ্য মাত্র মূল,
তা না হ'লে তুমি রাম অখিলের পতি—
তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল রাঘব!
হনুমান। বিশাল বারিধি আজ হইল গোস্পদ,
চন্দ্র সূর্য্য প্রবেশিল ক্ষুদ্র কুম্ভমাঝে।
তার। হায় রাম, যদি তুমি করিবে না বালীকে সংহার,

নল। তবে বৃথায় সুগ্রীবে কেন কৈলে অপমান ?

জাম্বুবান। বৃথায় মোদের কেন করিলে লাঞ্ছনা ?

সুগ্রীব। শুধু অপমান নয় শুধুই লাঞ্ছনা,
আবার হয়েছি ক্ষত বালীর প্রহারে।
পূর্ব্বের বেদনা সখে, না সারিতে হায়,
আবার আহত হৈনু তোমার কথায়।
তুমি যদি সত্যসন্ধ্য অনুজ্ঞা না দিতে,
তা'হলে কি ভ্রমে মোরা যেতাম সংগ্রামে ?
ধিক্ ভাগ্য, ধিক্ মোরে গুণনিধি রাম,
ভাগ্য দোষে দোষী আমি দোষ কিবা তব! (রোদন)

গীত।

কে দোষে তোমায় শ্রীরাম দোষী আমি ভাগ্য-দোষে।
(নৈলে) রাজপুত্র হ'য়ে কেন রহি বল গিরিবাসে॥
গ্রহ মন্দ হ'লে হায়, কোথা সুখ তার হয়,
সাগর শুকায়ে যায়, অভাগার কর্ম্মের বশে॥
তুমি রাম তার সাক্ষী, হারা হ'লে গৃহ-লক্ষ্মী,
হইয়ে জগতরক্ষী, রয়েছ দুঃখের পাশে॥

রাম। স্নেহাস্পদ সুগ্রীব! আর না, আর আমায় লাঞ্ছনা দিও না সখে! আমি অনুতাপে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলছি। কিন্তু ভাই, আমি যে জন্য বালীকে সংহার করি নাই, তার বৃত্তান্ত বলি শোন, তার পর ইচ্ছা হয় তোমরা নিরপরাধ রামকে দোষী সাব্যস্ত কর'। ক্রোধ ত্যাগ কর দাদা! কপিশ্রেষ্ঠ বালীর এবং তোমার আকার,

অলঙ্কার, বেশ ও গমন একই প্রকার, আমি দেহ, লাবণ্য, কটাক্ষ-বিক্ষেপ, স্বর, বিক্রম বা কথা দ্বারা তোমাদের কিছু মাত্র পার্থক্য স্থির ক'র্‌তে পারি না। তজ্জন্যই পাছে আমি আমাদের উপকারের মূল বিনষ্ট করি, এই বিবেচনা ক'রেই তখন শর নিক্ষেপে নিরস্ত হ'য়েছিলাম। সখে! অগ্র বালী সংহার না করার এই একমাত্র মৌলিক কারণ, নতুবা আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই ভাই!

লক্ষ্মণ। আরও সখে! যদি আর্য্য এরূপ সঙ্কটস্থলে নিজ চিত্ত বিকার ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তোমাকে নিহত কর্‌তেন, তাহ'লে ইহকালে লোকমধ্যে আর্য্যের অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হ'ত এবং আশ্রয়দাতা হ'য়ে তোমার বধজন্য তাঁকে মহাপাতকগ্রস্ত হ'তে হ'ত।

হনুমান। (স্বগত) ছোট ঠাকুরের কথা শুনেছ? যিনি পুণ্যের অবতার, স্বয়ং পরব্রহ্ম, তিনি আবার মহাপাতকী হ'তেন? অহো ধন্য ঠাকুর! তোমাদের অবতারের সকল কাণ্ডই ছলাপূর্ণ ও অচিন্তনীয়!

রাম। আরও সখে! তুমি যেমন আমাদের আশ্রয়প্রার্থী, তেমনি আমি, লক্ষ্মণ এবং সেই বরবর্ণিনী সীতাও তোমার আশ্রয় ভিক্ষুক। এ বনবাস কালে তুমিই আমাদের আশ্রয়।

হনুমান। আবার—আবার ছলনা? না, অসহ্য হ'ল। এ কথা ব্রহ্মার মুখে শুন্‌লেও আমি তাঁকে এতক্ষণ ক্ষমা ক'র্‌তাম না। হাঁ রাম, কে কাকে আজ আশ্রয় দিতে এসেছে? বার বার সেই এক মর্ম্মভেদি—একই কথা? অসহ্য, নিতান্তই অসহ্য।

আমরা নয় জাতিতে বানর, তা ব'লে রাম, মনে করো না, আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিবঞ্চিত। জগতের আশ্রয়দাতা যে, সে কেন বার বার— "বানর আমাদের আশ্রয়" এ কথা বলে? আধারে আধেয় যে— সে কেন—এ আধার, এ আধেয় এ কথায় উল্লেখ করে? এখন কি করতে হবে, তাই বলুন?

লক্ষ্মণ। আর্য্য, ক্ষমা করুন, সত্যই বানরগণ অতি সরলপ্রাণ, আপনার প্রিয় ভক্ত।

রাম। না প্রিয় হনুমন্ত! আমি আর কোন কথা ব'লব না। এখন আবার নূতন জীবন ধারণ কর। সখা, আমার প্রতি অন্যায় আশঙ্কা ক'র না ভাই! পুনর্ব্বার দুরাত্মা বালীর সমরে প্রবৃত্ত হবে চল। দেখ্‌বে, এই মুহূর্ত্তে তোমাদের সংগ্রামে আমার এক বাণে দুরাত্মাকে নিহত ও ভূতলে পাতিত করব। তুমি বানররাজ বালীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে, যাতে আমি তোমায় চিন্‌তে পারি, এখন তুমি সেইরূপ কোন অভিজ্ঞান ধারণ কর ভাই! লক্ষ্মণ তুমি এই ক্ষণে গজপুষ্পি নামক পুষ্পিত সুন্দর লতা উৎপাটন ক'রে সখার কণ্ঠদেশে বেঁধে দাও।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা আর্য্য! (লতা আনয়ন পূর্ব্বক সুগ্রীবের গলে বন্ধন)

রাম। সখে! আমি আজ ঘটনাচক্রে তোমার নিকট বিশেষ-ভাবে লজ্জিত হ'য়েছি, কিন্তু সেই লজ্জাই ক্রোধসহযোগে আজ দুরাত্মা বালীর মৃত্যুরূপী রুদ্র রূপে পরিণত হবে। চল সখে! আর ক্ষণ মুহূর্ত্ত বিলম্বের আবশ্যক নাই! আবার—আবার নূতন ভাবে

নূতন উদ্যমে, নূতন দেহে কিষ্কিন্ধ্যার সম্মুখবর্ত্তী হই গে চল। বানরগণ! আর কোন ভয় নাই। এবার স্থির নিশ্চয় জেন, দুর্ভাগা বালীর কালসন্ধ্যা উপস্থিত। হস্তে এই সপ্ততালভেদী শর ধারণ ক'র্‌লাম, এই ধনুকে জ্যারোপণ ক'রেই চ'ল্লেম—আয় রে ভ্রাতৃ-পত্নাপহারী ঘোর অত্যাচারী বালি, দেখি—আজ তুই কিরূপে রামের মর্ম্মভেদী শরে রক্ষা পাস্‌?

বানরগণ। অহো, কি ভীষণ মূর্ত্তি!

লক্ষ্মণ। এই সেই প্রলয়কালীন মহারুদ্র মূর্ত্তি! কুসুমে আজ বজ্রের সমুৎপত্তি হ'য়েছে, নব দূর্ব্বাদলে আজ প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটেছে! আর রক্ষা নাই, বানরগণ, প্রভুকে অগ্রবর্ত্তী ক'রে বালী-নিধনে শীঘ্র যাত্রা করি চল। সখে! এখান হ'তেই দুরাত্মা বালীকে আনয়ন জন্য সিংহ গর্জ্জন কর। চল, চল, শীঘ্র চল।

বানরগণ। প্রভু রামচন্দ্রের জয়! মহারাজ সুগ্রীবের জয়। এইবার দুরাচার বালি, কালনিশা তোর হইল প্রভাত। জয় রাম, জয় রাম!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর)

নেপথ্যে—বানরগণ। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় সুগ্রীবের জয়!

বালীর প্রবেশ।

বালী। (স্বগত) যেন ঘন ঘোর গাঢ় তমিস্রাময়ী রজনী প্রভাত হ'য়ে আস্ছে। অনন্ত দীপ্তিশালিনী কনক-কিরণময়ী উষা যেন কি এক নবরাগে অনুরঞ্জিত হ'য়ে সেই প্রভাতের চিহ্ন জ্ঞাপন ক'র্ছে। "রাম জয় রাম জয়" স্বরে জগতের জীবপক্ষী কাল-তরুর উচ্চ শাখায় ব'সে "জাগ জাগ" ব'লে যেন সুপ্ত জগতকে জাগ্রত করাচ্চে। সেই সঙ্গে যেন আমারও মোহ ঘুম—ভেঙ্গে গেল। কে আমি? বিশাল বিপুল কর্ম্মময় জগতে কে আমি? বিষম বিপর্য্যস্ত উদ্দামগতিচঞ্চল শব্দময়তরঙ্গউল্লম্ফিত মহাসমুদ্রে কে আমি? কর্ম্ম-ময় জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে কেবলই চলেছি। বুঝি না, জানি না, বুঝ্‌তে বা জান্‌তে একমুহূর্ত্ত চেষ্টাও করি না। এখন যেন সেই অন্ধকারাবৃত কর্ম্মময় জীবনে এক মহারশ্মি এসে আলোকিত ক'র্লে? অমনি যেন আমার কর্ম্মময় জীবনেরও গতি রুদ্ধ হ'য়ে এল। এখন বুঝ্‌তে হবে, জান্‌তে হবে, ভাব্‌তে হবে, কে আমি? কেন আমি এসেছি. কি জন্য এসেছি, এ আসার উদ্দেশ্য কি? কৈ এক দিনও ত এরূপ চিন্তা আমার হৃদয়ে উদয় হয় নি? সত্যই যেন বোধ হ'চ্চে, আমি নাগপাশে বদ্ধ! আগে যন্ত্রণা অনুভব হ'ত না এখন যন্ত্রণা অনুভব হ'চ্চে। দেখ্‌তে পাচ্চি, আগে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম না, এখন বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্চি;—আমার চারিদিকে ধর্ম্মরূপ সর্ব্বভুক প্রলয়াগ্নি ধূ ধূ দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। কেবল মাত্র তাতে পুণ্যের মধুর স্নিগ্ধময়ী জ্যোতি প্রশান্তভাবে নিঃসৃত হ'য়ে নভোমার্গ স্পর্শ ক'র্ছে। মরি মরি, তার সৌম্যমূর্ত্তি

কি মনোহর! ঐ চ'লেছে, এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি জীব সেই প্রশান্ত রূপে প্রমুগ্ধ হ'য়ে আত্মহারাবৎ ছুটে ছুটে মিশ্‌তে চ'লেছে! আর আমার মত উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্ত কর্ম্মী—নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে—মায়া-নাগিনীর তীব্র দংশন-যাতনা ভোগ ক'র্‌ছে মাত্র!

পুণ্যের প্রবেশ।

গীত।

ডুরি কেটে ফেল, ছুটে চল, আর কেন রে দিন গিয়েছে।
মোহ-ঘুমে খুব ঘুমালি, কাজের বশে কাজ হারালি,
আমার রামের পদ না ধেয়ালি, কি করিলি বল্‌ রে মিছে।

[প্রস্থান।

বালী। কে তুমি সুন্দর চারু কিশোর মূর্ত্তি মনোহর বালক কে তুমি? "আমি মোহের ঘুমে ঘুমিয়েছি, কর্ম্মে প্রকৃত কর্ম্ম হারিয়েছি—রামচরণ ধ্যান করি নাই, আমার দিন ফুরায়েছে" এই কয়েকটী সারগর্ভ কথা ব'লেই অন্তর্হিত হ'লে? সত্য, সত্য সত্যই তুমি ব'লেছ, তোমার বাক্যের একটি বর্ণও ভ্রান্তিসঙ্কুল নয়, সত্যই আমি এত দিন ঘুমিয়ে ছিলাম, সত্যই আমি আমার বাসনা ক্ষয়ের জন্যই প্রকৃত কর্ম্ম—ভগবানের চিন্তা ত্যাগ ক'রে বৃথা কর্ম্মেই কাল ক্ষয় করেছি!

উন্মাদিনী উমার প্রবেশ।

গীত।

উমা। কূলের কালি কূলের বালি, বালী আমার কূল খেয়েছে।
দেবতার ফুল তুলে নিয়ে উচ্ছিষ্ট ক'রে দিয়েছে।

হাঃ হাঃ হাঃ।

তাই বলি রে পাগল প্রাণে, কেউ চাস্ না আমার পানে,

এখন বিষের লতা হ'য়ে আছি পোড়া মানুষ আর দেখিস্‌নে,

মোর আতসে মরবি শেষে কূল পাবি না কারু কাছে॥

হাঃ হাঃ হাঃ॥

[প্রস্থান।

বালী। কে উন্মাদিনী উমা? আমি তোর কুল খেয়েছি, না নিজের কুল নিজে হারিয়ে এ কর্ম্মময় বিশাল মহাসিন্ধুতে আকুল ভাবে কাঁদ্‌ছিস্? উমা, কর্ম্ম-স্রোতে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে নিজের পথে নিজেই কণ্টকারোপ ক'রেছি। এখন কারেও কিছু ব'ল্‌বার নাই। যখন তোর কক্ষে যেতে বাধা পেলাম, তোর অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌তে, তোর রূপ-যৌবনে শত শত ফণা-বিশিষ্ট বিষধর ভুজঙ্গকে দর্শন ক'র্‌লাম, তখন ত সে কর্ম্মের ভবিষ্যফল একবারও চিন্তা করি নাই! কিন্তু আজ একি? আমার যেন এক নূতন প্রাণ এসেছে, শুধু নূতন প্রাণ নয়, সেই নূতন প্রাণে এক নূতন জগতে এসেছি। কে যেন রামনামের নূতন গানে আমায় নূতন প্রাণ দিয়ে নূতন জগতে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতিটুকু ঘুচিয়ে দিলে না! সে টুকু বেশ—জাগিয়ে রেখেছে। অহো, সেই পূর্ব্বস্মৃতিটুকু কি ভয়ঙ্কর! স্মরণ হ'চ্চে, আর সর্ব্বশরীর যেন থর থর ভাবে কেঁপে উঠ্‌চে! মস্তকের কেশ যেন শিউরে উঠ্‌ছে! অন্তরাত্মা যেন পালাই পালাই ডাক ছেড়েছে! ওমা—ওমা—কি ক'রেছি? আজীবন—আজীবন ভয়ঙ্কর পাপের শিলা মাথায় ক'রে ঘুরে

বেড়িয়েছি, একদিনও ত তার কথা ভাবি নাই, এখন নিতান্ত দুর্ভার হ'য়ে উঠেছে! ওমা—ওমা—কি ক'রেছি? কত জীবহত্যা, ভ্রূণহত্যা—কত সতীত্ব-নাশ—সেই সব বীভৎস মূর্ত্তি—আজ যেন সময় পেয়ে সাক্ষাৎ রুদ্র কঙ্কাল মূর্ত্তিতে আমার জীবন-কাব্যের উপসংহার কালে দর্শন দিচ্চে! না—না—অসহ্য যন্ত্রণা, এ যন্ত্রণা জীবে কখন সহ্য ক'র্‌তে পারে না! কি—ভীষণ—কাণ্ড! সহস্র সহস্র বৃশ্চিক, সহস্র সহস্র বিষধর সর্প এককালে আমায় দংশন ক'রছে! পার্‌লেম না, নূতন প্রাণ পেয়েও নূতন জগৎ দেখ্‌লেও পূর্ব্বস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে এত অব্যক্ত যন্ত্রণা আমি কিছুতেই সহ্য ক'র্‌তে পার্‌লেম না! ওকি—কি ভয়ঙ্কর! ভূত—প্রেত দানার দীঘল দীঘল দ্রংষ্টা! আমাকে যেন তারা তাদের সেই করাল কবলে কবলিত ক'র্‌বার জন্য ভীষণভাবে আকর্ষণ ক'রছে! হাঃ হাঃ হাঃ—নৃত্য দেখ? তাথৈ তাথৈ নৃত্য! সব উলঙ্গ—ছিঃ ছিঃ! ঐ নয়—আমার বন্ধু পাপ? বন্ধু! তুমিও আজ ওদের সঙ্গে যোগদান ক'রেছ? কিন্তু—এস, একবার আমায় ধর, বড় ভয় পেয়েছি সখা! বালীর নিত্য সর্ব্বস্ব প্রাণাধিক! একবার এস।

বেগে পাপের প্রবেশ।

পাপ। হিঃ হিঃ হিঃ—এই এসেছি! এই এসেছি! কেন সখে! তুমি—এতক্ষণ আমায় অনাদর ক'র্‌ছিলে?

বালী। কৈ, কৈ, না, না, কখন্ তোমায় অনাদর ক'র্‌লাম

ভাই! তুমি যে আমার জীবন হ'তে প্রিয়, তোমায় কি আমি অনাদর ক'রতে পারি বন্ধু!

নেপথ্যে—পঞ্চ বানর। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় সুগ্রীবের জয়।

পাপ। কি—কি—কি - আবার তোমার রাজ্যের চারিদিকে আমায় হতাদরের ধ্বনি উঠেছে! চ'ল্লেম বালি, এবার আমি চ'ল্লেম। (গমনোদ্যত)

বালী। সে কি, কোথায় যাবে? আমায় এই অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে আজ তুমি কোথায় যাবে ভাই!

পাপ। কেন, শুনতে পাচ্চ না? কিসের ধ্বনি হ'চ্চে?

বালী! রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে বন্ধু, তাই জগতের জীব আজ "রাম জয় রাম জয়" ব'লে উষার বার্ত্তা জ্ঞাপন ক'রছে।

পাপ। না, না, আর না, আর কিছুতেই থাকতে পারি না। কি ভীষণ উত্তাপ! জ্বলে পুড়ে ম'রছি! ছিঃ ছিঃ, আমায় এত হতাদর? বন্ধু ব'লে হৃদয়ে স্থান দিয়ে অতিথির এত অপমান!

নেপথ্যে—পঞ্চ বানর। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় সুগ্রীবের জয়!

পাপ। বাপ, বাপ, পালাই, চারিদিকে বেড়া আগুনে আমায় পুড়িয়ে মারবার যোগাড়ে আছে। না না, আর না, আর এ স্থানে কখন আসব না, এই নাকে খত, আর কাণে খত।

(গমনোদ্যত)

বালী। (ধারণ পূর্ব্বক) বলি যাবে কোথা? হ'য়েছে কি? শুনছ না? কালের কি ভীষণ হুঙ্কার! ভাবছ না? তোমার অকৃত্রিম বন্ধুর এখন কি সঙ্কটের দিন উপস্থিত! দেখছ না? আজ তোমার বন্ধুর সাক্ষাৎ কৃতান্ত, অনুচর সঙ্গে ক'রে রাজ্যের তোরণদ্বারে এসে আলিঙ্গন প্রার্থনা ক'রছে।

পাপ। সেই জন্যই ত আগে থেকে পালাচ্ছি বন্ধু!

বালী। কি, কি বল্লে পাপ, এই কি বন্ধুর বাক্য?

পাপ। অন্যায় কথা কি ব'লেছি বল? বাপ্—যে গায়ে উত্তাপ ছাড়, ছাড়, প্রাণে মারা যাই বন্ধু! এখন খোলসা ক'রে বল দেখি, কি ক'রতে হবে?

বালী। কি ক'রতে হবে বুঝ্‌ছ না? আমার সেই পত্ন্যাপহারী দুরাচার ভাই পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রকে সঙ্গে ল'য়ে আমার নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা ক'রছে।

পাপ। উত্তম, তুমি চ'লে যাও।

বালী। আর তুমি?

পাপ। আমি আমার আস্তানায় পালাই।

বালী। কেন তুমি যাবে না?

পাপ। কোথা?

বালী। যুদ্ধে।

পাপ। কেন, ম'রতে?

বালী। আমি যাচ্ছি।

পাপ। তুমি যাচ্ছ, তোমার কাল পূর্ণ হ'য়েছে।

বালী। বন্ধুর যদি কাল পূর্ণ হয়, তা হ'লে সেই সঙ্গে জীবন-বন্ধু, তোমারও ত কাল পূর্ণ হওয়া উচিত।

পাপ। ইস্, দাও, ছেড়ে দাও ব'ল্‌ছি। আর মিছরির সরবতের মত আলাপ ক'রে কাজ নি। সেখানে আমি যেতে পার্‌ব না; কিছুতেই না, ভস্ম হ'য়ে যাব। সে রণে কালের কাল মহাকাল এসেছে! নাম শুনেই পাপের সর্ব্ব গাত্র জ্বলে পুড়ে যাচ্চে। দাও, ছেড়ে দাও ব'ল্‌ছি, সম্বন্ধ ফুরিয়েছে! বন্ধুত্বনামা খারিজ ক'রে নাও।

নেপথ্যে—পক্ষ বানর। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় সুগ্রীবের জয়।

পাপ। বাপ্ বাপ্, এ যে চারিদিকের আগুন একেবারে ঝেঁকে আস্‌ছে রে বাবা! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! দুরাচার, এখনও ব'ল্‌ছি, আমায় ছেড়ে দে। (বলপূর্ব্বক গমনোদ্যত)

বালী। না, তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে দোব না, দোব কেন? যাকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস ক'রেছি, যার জন্য প্রাণের প্রাণ ভাইকে পর ক'রেছি, শুধু পর নয়, দুটি অন্নও না দিয়ে রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছি, যার জন্য মাতৃরূপা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে বিলাস অগ্নিতে আহুতি দিয়েছি, সংসারে সাক্ষাৎ নরক মূর্ত্তিতে বিচরণ ক'র্‌ছি, আজ তাকে ছেড়ে দোব? ছেড়ে দোব কেন? এক সঙ্গে যাব, এক সঙ্গে পুড়্‌বো, এক সঙ্গে জ্বল্‌বো, এক সঙ্গে ভস্ম হব'। আজ তুমি ছাড়্‌তে চাইলে, আমি তোমায় ছাড়্‌ব কেন? যদি ছেড়েই যাবে, তাহ'লে আমার বন্ধু হ'য়েছিলে কেন? না বন্ধু, তা

হবে না, মুর্খ বালী তোমার জন্য জগতের সব ছেড়েছে ব'লে, তোমাকে সে কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌বে না।

পাপ। কি—কি—কি—আমায় তুই ছাড়্‌বি না? তবে দেখ্‌ দেখ্‌ ব্রহ্ম-অভিশপ্ত বালি, তবে এখন ভাল ক'রে দিব্য নয়ন বিস্তার পূর্ব্বক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে পুর্ব্বস্মৃতি স্মরণ কর্, আমি কে? (পাপের রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ) স্মরণ হয় কি? চিন্‌তে পারিস্‌ কি! সেই মতঙ্গাশ্রম!

বালী। অ্যাঃ অ্যাঃ—কি লোকভয়াল ভীম ভয়ঙ্করমূর্ত্তি! কে কে—কে—কে তুমি? (কম্পন)

পাপ। ব্রহ্মশাপ। ব্রহ্মশাপ! ব্রহ্মশাপ!

বালী। বালীর নিকট কেন? (কম্পন)

পাপ। স্মরণ নাই দুর্বৃত্ত, যে দিন দুন্দভি দৈত্যের রক্তবসা মহাসাধু মতঙ্গমুনির গাত্রে নিক্ষেপ ক'রেছিলি?

বালী। তাতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আমার গমন নিষেধ হ'য়েছিল।

পাপ। হা মূর্খ বানর! তাতে ব্রাহ্মণক্রোধসৃষ্ট যে অভিশাপ, তার ধ্বংস হ'ল কোথায়? আমি সেই ব্রাহ্মণ ক্রোধসৃষ্ট অভিশাপ সেই দিন হ'তেই তোকে ধ্বংস কর্‌বার জন্যে পাপের মূর্ত্তিতে বিচরণ করছি। তখনই তোকে আমি সংহার কর্‌তাম, কিন্তু তখন তুই ভীম কর্ম্মী, সে কর্ম্মের স্রোতে আমি ব্রহ্ম-অভিশাপও তোকে আশ্রয় কর্‌তে পার্‌লেম না। তা ব'লে অব্যর্থ ব্রহ্ম-অভিশাপ ধ্বংস হবার নয়, অনেক স্থান পর্য্যটন ক'রে কোথাও আর আশ্রয় স্থান

না পেয়ে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌লাম। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের নিকট চিরঋণী। ব্রাহ্মণ দধীচির—আত্মোৎসর্গতার কথা তাঁর হৃদয়ে চিরদিনের জন্য বিদ্যুতাক্ষরে লিখিত ছিল, সেই জন্য তখনই তিনি আদর ক'রে নিজ অঙ্গে স্থান দিলেন। আমি ব্রহ্ম-অভিশাপ তাঁর দেহে বহুদিন যাবৎ অবস্থান করেছিলাম। পরে দুরাত্মা বালি, যেদিন হ'তে তোর মায়াবীর মায়ায় কর্ম্মস্রোত হীনগতি হ'তে আরম্ভ হ'ল এবং তুই যখন গুহামধ্যে অবস্থান কর্‌ছিলি সেই সময়ই দেবরাজ ইন্দ্র আমায় নিজ দেহ হ'তে বাহির ক'রে তোর ধ্বংসের জন্য প্রেরণ কর্‌লেন। আমি সেই ব্রহ্মশাপ তোকে ধ্বংস কর্‌তে পাপ মূর্ত্তিতে তোর হৃদয়ে আসন গ্রহণ কর্‌লাম! এখন তোর কাল পূর্ণ হ'য়েছে। চল্লেম—এখন তুই সেই কালানলে আপন পাপ জীবন আহুতি প্রদান কর্‌গে যা ।(গমনোদ্যত)

বালী। ব্রহ্মশাপ, তোমার কাজ তুমি করেছ, আর আমার বল্‌বার কিছুই নাই। তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি ব্রহ্মশাপই হ'লে, আর আমাকে যদি ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হ'তে হয়, তা'হ'লে পূর্ণব্রহ্ম রাম দর্শনে—আমার মৃত্যু হবে কেন? ব্রহ্মশাপ! এ মৃত্যুতে ত আমার—শাসন হবে না, বরং পুরস্কার প্রাপ্ত হব। গরলে যে আজ অমৃত উঠ্‌বে।

পাপ। হা মূঢ়! তার কারণ তুই বুঝ্‌লি না? ব্রাহ্মণ মতঙ্গ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ প্রদানের পর জ্ঞানরূপী সুগ্রীব তোর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণকে অনুনয় বিনয় করে শেষে ক্ষমা ভিক্ষা

ক'র্‌ছিল না? সেই ক্ষমার পুরস্কার বালি, সেই ক্ষমার পুরস্কার মৃত্যু কালে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র দর্শন!

[বেগে প্রস্থান।

বালী। ধন্য ব্রাহ্মণ! ধন্য নররূপী নারায়ণ! তোমাদের অনন্ত শক্তিকে কোটী কোটী বার আমার নমস্কার! বেশ, তাহ'লে এখন প্রস্তুত হ'তে হ'য়েছে! না দর্প ক'র্‌ব না, কি জানি দর্প-হারী হয় ত আমার এ দর্প রাখ্‌বেন না। সুতরাং আমার যেমন পাপময় জীবন, সেই জীবনেই আমি প্রস্তুত হ'য়ে থাকি। পরে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। একি—সাবিত্রীরূপিণী তারা নয়? এস লক্ষ্মি! এস সাধ্বি! এস পতিব্রতে!

তারার প্রবেশ।

নেপথ্যে—পঞ্চ বানর। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় সুগ্রীবের জয়!

বালী। তারা, শুন্‌ছ?

তারা। শুন্‌ছি।

বালী। আবার সেই পদলেহী পরাজিত পলায়িত কুক্কুর—মৃত্যুর জন্য আমাকে আহ্বান কর্‌ছে।

তারা। তাই আমার প্রাণে বড়ই আশঙ্কা আস্‌ছে নাথ!

বালী। আশঙ্কা? তারা, কিশের আশঙ্কা? কুক্কুরের যুদ্ধে সিংহের জন্য আশঙ্কা?

তারা। নাথ! শুনেছি মহাগিরির আশ্রয়ে ক্ষুদ্র তরুগুল্ম নিরাপদে অবস্থান করে।

বালী। এ স্থলে মহাগিরি কে তারা!

তারা। শুন্‌ছি—স্বয়ং দাশরথী রাম নাকি—মহাত্মা সুগ্রীবের আশ্রয়দাতা হয়েছেন?

বালী। অসম্ভব।

তারা। অসম্ভব কিসের নাথ!

বালী। সত্যসন্ধ্য ন্যায়বান রাম, পরমধার্ম্মিক দাশরথী রাম আমার বিনা অপরাধে সুগ্রীব-যুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌বেন কেন প্রিয়ে!

তারা। শুনেছি, তিনি না কি রাবণ-অপহৃত সীতা দেবীর উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সহায়তা লাভের আশায় এ কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন!

বালী। ভুল, ভুল, তা কি কখন সম্ভব তারা! যাঁর আজ্ঞায় ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ হ'তে এই বীরেন্দ্রাকিশোরী বালীও সহায়তা ক'র্‌তে প্রস্তুত, সেই পুরুষর্ষভ মহাপুরুষ কি না—তুচ্ছ ক্ষুদ্র সুগ্রীবের সহায়তা লাভের জন্য এরূপ অন্যায় কার্য্যে সাহায্যভূত প্রকাশ ক'র্‌বেন?

তারা। যদি তা না হয় প্রভু, তাহ'লে আপনার বিপক্ষীয় বানরগণ রামনামের জয় ঘোষণা ক'র্‌ছে কেন?

বালী। সে হয় ত আমাকে ভয় দেখাবার জন্যও হ'তে পারে, আর না হয় ত আমার দুঃখ-নিশার অবসান হ'য়েছে, তাই বিনায়াসে আমাকে গৃহে ব'সে রাম নাম শ্রবণ করাচ্ছে।

তারা। না প্রভু, কখনই তা নয়, যদি তাই না হবে, তা হ'লে—আপনার যে শত্রু কাল আপনার নিকট পরাজিত লাঞ্ছিত হ'য়ে পলায়ন ক'রেছিল, সে কেন আজ আবার দ্বিগুণ উৎসাহে, দ্বিগুণ বিক্রমে—রণসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে আপনার দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েছে? সত্যই ব'লছি নাথ, আজকার যুদ্ধ কখনই শুভজনক হবে না।

বালী। শুভজনক হবে না কার পক্ষে সতি! আমার পক্ষে জয় পরাজয় উভয়ই শুভজনক। যদি সুগ্রীবকে পরাজিত ক'রতে পারি, তা হ'লে প্রতিহিংসা সাধন হ'ল, আর যদি সুগ্রীব-রণে পরাজিত হ'য়ে মৃত্যুকালে প্রভু রামচন্দ্রকে দর্শন ক'রতে পাই, তা হ'লে ত এত অত্যাচারী মহাপাপী বানর আমি, অনায়াসেই হাস্‌তে হাস্‌তে চতুর্ভুজ ধারণ ক'রে নিত্য বৈকুণ্ঠে চ'লে যাব। যাও সতি! দেবারাধনা কর গে যাও, আমার পক্ষে কোনটীও অশুভজনক নয়! তখন আর চিন্তা কি?

তারা। প্রভু, এ জীবনে কখন আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করি নাই। কিন্তু আজ যেন বার বার প্রতিবাদ ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্চে। মনে হ'চ্চে, যেন—আজ আমি কি মহামূল্য রত্ন হারাতে ব'সেছি। আমার কণ্ঠের হারকে কে যেন আজ বলপূর্ব্বক হরণ ক'রতে এসেছে। পায়ে ধরি নাথ, তারা কোন দিন কোন বিষয়ের জন্য আপনার নিকট কোন কিছু যাচ্ঞা করে না, কিন্তু আজ সেই তারার একটী প্রার্থনা, একটী ভিক্ষা, দয়াময় প্রভু—সেই বাসনাটী পূর্ণ করুন। সুগ্রীব আপনার কনিষ্ঠ ভাই, তাঁকে

আপনার সম্যক্‌রূপে পালন করাই ধর্ম্ম; তিনি দূরেই থাকুন বা নিকটেই থাকুন, সর্ব্বতোভাবে তিনিই আপনার প্রকৃত পরম বন্ধু। ভেয়ের সমান বন্ধু সংসারে আর কেউ নাই। তখন তাঁর সহিত বিরোধ না ক'রে, পরন্তু তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন এবং সেই সঙ্গে প্রভু রামচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন। নাথ, যদি আপনি আমাকে আপনার হিতকারিণী মনে করেন এবং আমার প্রিয় কার্য্য ক'রতে প্রস্তুত হন, তাহ'লে এ সময় আমার কথা রাখুন প্রভু! কখন ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী কোশল-রাজ-কুমার রামের সহিত বিরোধ ক'র্‌বেন না। আর নাথ! আপনার ন্যায় মহাপুরুষের ক্রোধের বশে কোন কার্য্য করাও উচিত নয়।

গীত।

হৃদয়কান্ত, কর ক্রোধ শান্ত। নাথ হে বিনয়ে চরণে ধরি।
সে রাম পতিতপাবন শমনদমন হে বল্লভ॥
সেই রাম আজি বাম তোমায় হে সমরে,
তখন জিনিবে কেমনে তুমি সীতাকান্ত রামে,
যে রাম বধে তাড়কার প্রাণে.
সে যে অসম্ভব, তারে জেনা সে যে অসম্ভব,
ভুবন তার ভাবে ভুলে,
তারে জেনা সে যে অসম্ভব, বলি তাই, কাজ নাই হে বিরোধে,
সুগ্রীবে আনিয়া প্রভু বসাও সিংহাসনে,
সন্ধি কর হে নাথ শ্রীরামের সনে,
(তাহে কূল পাবে হে, এ অকূলে —
কূল তাহে পাবে হে, সে যে কূলের কর্ত্তা,
এ অকূলে তাহে কূল পাবে হে)।

নেপথ্যে—সুগ্রীব। আরে মূঢ় অচৈতন্য অজ্ঞানান্ধ বালি,

এসেছে শিয়রে তোর সাক্ষাৎ শমন,

সুপ্ত কেন শীঘ্র উঠ্. বিলাসের লীলা—

ত্যজ মূঢ়! আয় রণাঙ্গনে।

বালী। শোন তারা, সুগ্রীবের গর্ব্বিত আহ্বান শোন। তুমি এখনও আমাকে পাপাত্মা সুগ্রীবের ক্রোধপরিপূর্ণ ঔদ্ধত্য সহ্য ক'র্‌তে বল? যে জীবনে শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত বা যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই, সেই চির অধর্ষণীয় পরাক্রমী বালী, আজ ক্ষুদ্র ভীরু জম্বুকের নীচ বাক্য শ্রবণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৃহে ব'সে থাক্‌বে? না সতি, পার্‌লেম না, তোমার বাক্য রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না। তোমাকে আমি প্রাণের দিব্য দিচ্চি তারা, তুমি এই মুহূর্ত্তে এস্থান ত্যাগ কর। আমি অবিলম্বেই সেই ক্ষীণদর্শী দুর্ব্বৃত্ত সুগ্রীবের মহাদর্প—আমার সুদৃঢ় মুষ্টি প্রহারে বিচূর্ণ ক'রে আন্‌ব। যাও তারা, আবার ব'ল্‌ছি যাও, কিম্বা থাক, আমিই যাচ্চি। আরে আরে, ভ্রাতৃদ্রোহী অল্পপ্রাণ সুগ্রীব, দাঁড়া, দাঁড়া, আমার এই সুদৃঢ় বদ্ধ সংযত অঙ্গুলিমুষ্টি বেগ সহকারে তোর উপর পতিত হ'য়ে তোর জীবন হরণ পূর্ব্বক এই মুহূর্ত্তেই প্রতিনিবৃত্ত হবে। এই - এই যাচ্চি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

বেগে প্রস্থান।

তারা। অ্যাঁ, চ'লে গেলে?

নয়নের আলো চলে গেলে নয়ন হইতে!

উভয় সঙ্কট! উভয়ে স্বামী যে মোর।

একের যদ্যপি ঘটে অশুভ ঘটন,
তারার সমান দুই। অহো, মরে নাই কেন দুর্ভাগিনী?
কেন তারা জন্মিল জগতে?
এত দুঃখ—এত জ্বালা যার,
তার কেন ভবে সুখভোগ আশা?
আয় আয় সপ্তসিন্ধু, আয় আলোড়িয়া,
আয় আয় প্রলয়ের মহাবহ্নি, আয় রে জ্বলিয়া,
আয় আয় দ্বাদশ ভাস্কর, আয় রে ছুটিয়া,
তারায় লইয়ে চল, তোদের অগম্য পথে,
মুক্ত কর বন্দিনী পক্ষিণী।
মাগো হররাণি নন্দিনী গো—
আর যে মা পারি না সহিতে জ্বালা!

মানসীর প্রবেশ।

মানসী। সতি! কঠোর পরীক্ষা তোর এবে,
বাঁধ বাঁধ ত্বরা কঠিন নিগড় দিয়ে—
মত্ত মন-করী! চল্ মা গো, চিত্ত স্থির করিবি পূজায়।
দেখিস না তারা—তোর জীবনের পথে কি কর্ত্তব্য বেড়া
ঘেরিয়া রেখেছে তোরে?
দেখ্ চেয়ে—সুখ দুঃখ দুই তোর এক!
দেখ্ চেয়ে—মিলন বিরহ দুই তোর এক—

দেখ্ চেয়ে—ভাল মন্দ দুই তোর এক,
দেখ্ চেয়ে—এক তোর সংসার শ্মশান!

[তারার হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

ফুল-চন্দন পাত্র হস্তে অঙ্গদের বেগে প্রবেশ।

অঙ্গদ। বাজিতেছে রণবাদ্য,
হবে না কি পিতাসহ খুল্লতাত রণ?
এ কথা কেমন বুঝিতে না পারি,
রাম না কি তায় বৈরী শুনি!
যেই রাম অখিলের নাথ,
নামে যাঁর অহল্যা উদ্ধার,
শবরী যাইল স্বর্গলোকে,
সেই রাম পিতার বিনাশে—
আজ না কি ধ'রেছেন শর?
পুণ্য মোরে কহিল বিস্তারি,
গোলকের হরি রাম—
বাম আজি রে অঙ্গদ তোমার পিতায়।
কহিনু তাঁহায় সেই রামে জয় করা যায় কি না?
কহিলেন তিনি—ভক্তাধীন রাম রঘুমণি,
জ্ঞানের ধনুকে মনের জ্যা করি আকর্ষণ,
চন্দন-তুলসী ভক্তিবাণ কর নিক্ষেপণ,
বাছা, তাতেই পারিবে রামের জিনিতে।

তাই আমি আজ রামরণে সাজিলাম যুদ্ধের সজ্জায়,
পুণ্য নিবারিল তায়, কয়—রে অঙ্গদ,
এত নয় রাম রণ-সাজ,
নে রে নামাবলী, পর গৌরিক বসন,
দীন রাম—চায় দীন ভাব,
সেই দীন ভাবে যারে—দীননাথ দীন দেখে তোরে,
সহজে বিজয় দেবে। তাই রাম সাজিয়াছি আমি।
দেখি রাম, তুমি কত বলবান্?
এই চন্দন তুলসী ভক্তিবাণ, দেখি গুণধাম,
এই শরে দেখি ব্যথা পাও কি না পাও?
আয় সখাগণ, যাই আজ রামে জিনিবারে।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(যুদ্ধস্থল)

অঙ্গদ ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ।

গীত।

অঙ্গদ ও অনুচরগণ। এস রাম মদনমোহন ধনুকধারি।
দেখ, রণে জিন্‌তে তোমায় পারি কি হারি॥
এসেছি সাধন রণে, নিতে রাম মোক্ষধনে,
জ্ঞান-ধনুকে ভক্তি-বাণে, দেখ্‌ব তোমায় বনবিহারি॥

চন্দন তুলসী দিয়ে, ব্যথা দিব রাঙ্গা পায়ে,
তাই কি ভক্তের ভয়ে, লুকিয়ে আছ ব্যথাহারী॥

অঙ্গদ ও অনুচরগণ। এস রাম, এস রাম, দেখি তুমি কত বলবান্

বেগে বালীর প্রবেশ।

বালী। এ কি রে অঙ্গদ! একি সাজে সেজেছিস্ বাপ!

অঙ্গদ। পিতা, রাম না কি আজ খুল্লতাত সনে—
আসিবেন রণে তোমার বিনাশ হেতু,
তাই বাবা, সেজেছি এ বেশে—
রাম হৃষীকেশে জিনিতে সমরে।

বালী। এ নিশ্চয় বাপ, এই সাজে তোর হবে রামে জয়,
কিন্তু ভয় চাঁদ, পিতা তোর হবে না উদ্ধার।
ক্রোধানল তাঁর হইলে নির্ব্বাণ,
এ পাপীর আর না হইবে ত্রাণ!
সংসার নরকমাঝে আবার ডুবিব,
আবার তুলিব বিষ তাহে—
এক বিষে আছি জর জর,
মর মর তারে করিবি আবার?
রে অঙ্গদ! তার চেয়ে পুত্র হ'য়ে কর এক কাজ
যেই কালে রামে জয় আবশ্যক হবে,
সেই কালে আমি তোরে করিব আহ্বান,
সেই কালে রামে জয় করি বাঁধিয়া আনিবি রামে

প্রতিহিংসা আমি করিব সাধন।
দেখিস্ ভুলিস্ না চাঁদ, শেষ এই পিতৃ-বাক্য তোর।

[বেগে প্রস্থান।

অঙ্গদ। পিতা, শেষ আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর।
তখন জিনিয়ে কেন বাঁধিব রামেরে,
এখনি জিনিয়া আমি রামেরে বাঁধিব,
পিতার আহ্বানে শেষে রামে নিয়ে দিব।
দেখি রাম—তুমি কত বলবান্?
এস ভ্রাতৃগণ, ভক্তিবাণ জুড়ি, দেখি সে মুরারি—
হারে কি না আমাদের রণে!

সকলে। এস রাম—এস রাম!

গীত

ভক্তির চণ্ড বিক্রমে তোমায় দণ্ড দিব হে দণ্ডধারী রাম।
পূজ্য পিতৃ আদেশে তোমায় বন্ধন করিব ওহে বন্ধনহারী রাম॥
অশ্রুনীরে হ'ব অন্ধ রাম রাম ব'লে, দেখি কত হও বাম,
তোমার দয়াল নাম টুটাব সংসারে, যদি নাহি পুরে মনস্কাম॥
লও রাম সচন্দন তুলসীর দাম নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
নমঃ নমঃ সত্যসন্ধ রাম[illegible] লোকবন্দ্য লোকাভিরাম।

সকলে। এস রাম, এস রাম, দেখি তুমি কত বলবান?

রাম ও লক্ষ্মণের বেগে প্রবেশ।

রাম। ভক্ত রে, ভক্ত রে, ভক্তির নিকট আমি—
অতি তুচ্ছ কীট, নগণ্য অধম,

ভক্তধন! তোর কাছে আমি চিরদিন রয়েছি নিস্তেজ,
রণ তায় কেন মিছে যাদু!
সহজে বিজয় লভ প্রাণাধিক ধন!
আয় কোলে ভক্তশিরোমণি! (ক্রোড়ে গ্রহণ)
রাম রঘুমণি—
চায় না আর জনক-নন্দিনী সীতা,
লক্ষ্মণ রে, হেন শক্তি পাবো কোথা আর,
দুধের কুমার চায় রামে ভক্তিগুণে বাঁধিতে সমরে :
দেখ্ ভাই, কোন্ ভাবে সাজি—আজি রণ চায়,
দুধের কুমার সব!
চাই নারে আর বৈকুণ্ঠের সুখ,
এ রাম ভিক্ষুক থাকুক ভিখারী,
চাই নাই প্রতিজ্ঞা আপন,
চাই নাই মিত্রতা বন্ধন,
ভক্তির বন্ধনে আজি রাম বাঁধা।
যাব চলে অঙ্গদেরে লয়ে, দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,
রে লক্ষ্মণ! এতদিনে রাম হইল পরম সুখী,
যাও প্রাণপাখি! যাও দেশে ফিরে তুমি,
যাই আমি যেই দেশে হেন সরলতা,
যেই দেশে হেন শত্রু সহ পরম মিত্রতা,
যেই দেশে ভক্তি লাগি হেন বালকের হাসি,
যেই দেশে রাম সহ বালকের এত ভালবাসাবাসি।

আয় সব রামভক্ত শিশু, রাম ব'লে চল দেশে দেশে,
বল রাম পরাজিত আমাদের ভক্তি-বাণে আজ !

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) একি হেরি—ভক্তাধীন হরি—
বালকের ভক্তিগুণে হ'লেন আবদ্ধ—
এ যে বিচিত্র কাহিনী।
কি হবে উপায় ?
(জনান্তিকে) দয়াময়, সত্বর আপনি,
বালী সহ সুগ্রীবের হইতেছে রণ,
নিজ পণ করুন স্মরণ, নয় সত্যময় নামে—
কলঙ্ক রটিবে, অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক গাহিবে সবে।
তুমি নাহি হইলে সহায়,
জীবন সংশয় হবে সুগ্রীবের তব।
ভাব মনে দাশরথি ! ধরায় জনম
কিসের কারণ প্রভো !

রাম। রে লক্ষ্মণ ! বাক্‌পটুতায় চিরদিন ভাল জানি তোরে,
তাই বুঝাইতে চাস আজি রামে তুই !
ধরায় জনম কিসের কারণ আরে রে অবোধ,
কিসে তুই বোধ দিবি তার।
ভক্তই আমার সংসার-সম্বন্ধ !
শুধু ভক্তিতরে ভবে আসি আমি,
ভক্ত মোর প্রাণ, ভক্ত মোর দেহ,
ভক্ত মোর নয়নের মণি,

ভক্তি যথা পাই, থাকি সেই ঠাঁই,
চণ্ডাল হউক কিম্বা দেবতা সে জন,
সকলি উত্তম মোর।
নাই তার প্রতি কোনদিন ঘৃণা,
ভক্তি বিনা চাই না সম্পদ, ঐশ্বর্য্য বিভব,
ভক্তিযোগে ক্ষুদ্র কণা অমৃত সমান।

লক্ষ্মণ। ভক্তাধীন তুমি রাম, জানি চিরদিন,
ভক্তহেতু যুগে যুগে হও অবতার।
কিন্তু প্রভু—ভক্তও ত সুগ্রীব তোমার,
তবে কোন্ দোষে এত হে বিমুখ তারে ?
একের কারণে অন্যেরে করিলে দোষী,
পক্ষপাতী রাম বলি ঘোষিবে ত্রিলোকে।

রাম। কারও কথা না শুনি লক্ষ্মণ আমি—
ভক্তির ভিখারী আমি অনুদিন
অদিতি মা করিল কামনা—
বামন রূপেতে পূরাই কামনা তাঁর।
সৃষ্টির কারণে সৃষ্টিপতি তুষিলেন মোরে
মৎস কূর্ম্ম রূপে ধরিনু ধরণী পিঠে;
প্রহ্লাদের তরে নরসিংহ সাজিনু আপনি,
আজি নয় অঙ্গদের তরে
এক নবলীলা করিব প্রকাশ, যায় তাতে মিত্রতাবন্ধন,
হয় তাতে জানকী বর্জ্জন,

হয় হোক্—যায় যাক্,
বাঁধা রব তবু অঙ্গদের কাছে।
ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়াছে অঙ্গদ আমায়,
যাও ভাই—চলিলাম আমি অঙ্গদে লইয়ে। (গমনোদ্যত)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হের হের দেবকুল—মায়াময় পড়িল মায়ায়,
হ'ল না রাবণ বধ আর, নাহি হ'ল লক্ষ্মীর উদ্ধার।

দ্রুতপদে দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। (রামের কক্ষ হইতে অঙ্গদকে লইয়া)
হে অনন্ত দেব!
আছি আমি মহামায়া শ্রীরামের পিছে পিছে সদা।
মায়ার ডুরিতে বাঁধা এ বিশ্ব লক্ষ্মণ!
চিন্তা কি তখন যাদু!
এই রাম ক্রোড় হ'তে অঙ্গদে লইনু আমি,
চিন্তামণি পুনঃ ভুলিলেন পূর্ব্বস্মৃতি সব।
দেবকার্য্য রামকার্য্য সাধ অবহেলে।

[অনুচরগণ ও অঙ্গদের প্রস্থান।

নেপথ্যে—বানরগণ। জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম—জয় সুগ্রীবের জয়।

নেপথ্যে—বালী। রে সুগ্রীব, এ নিশ্চয় আজ মরিবি মরিবি তুই!

লক্ষ্মণ। শোন আর্য্য, বালীর গর্জ্জন!

রাম। তাই ত লক্ষ্মণ কোথায় আমি?
কে আনিল আমারে এখানে।

লক্ষ্মণ। দেখুন প্রভু! দুর্দ্ধর্ষ বালী—মিত্র সুগ্রীবকে কিরূপ-ভাবে আক্রমণ ক'রেছ।

রাম। তাই ত লক্ষ্মণ! ঐ যে মিত্র অতিশয় ক্লান্ত হ'য়েও পাপাত্মাকে আমার সম্মুখে আনয়ন ক'র্‌বার জন্য বিলক্ষণ রূপে চেষ্টা ক'রচে। চল, শীঘ্র চল ভাই, আমরা আরও একটু অন্তরালে থাকি গে। দেখিস্ লক্ষ্মণ! দেখিস্ ভাই, আজ যেন আবার দুরাত্মা বালী কোনও ক্রমে আমাদের হস্তচ্যুত না হয়। ঐ দেখ ভাই, গজ-সিংহ যেন মহাসংগ্রামে মত্ত হ'য়ে সমস্ত বনভূমি আলোড়ন ক'রছে। (বেগে উভয়ের গুপ্তস্থানে অবস্থান)

বালী, সুগ্রীব ও বানরগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

বানরগণ। আজ কিষ্কিন্ধ্যা লণ্ড ভণ্ড হ'য়ে যাক্, সমস্ত কিষ্কিন্ধ্যা লণ্ড ভণ্ড হ'য়ে যাক্।

বালী। ভ্রাতৃদ্রোহী দুরাচার সুগ্রীব! আজ তোর জীবনের আশা বিসর্জ্জন দে।

সুগ্রীব। আর না, আর সহ্য হয় না। মিত্র, মিত্র, তোমার কথিত বাক্য রক্ষা কর। ভীষণ প্রহারে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'চ্চে ভাই! (ভীষণ যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ। আর্য্য, শীঘ্র ধনুকে শর যোজনা করুন। মুহূর্ত্ত সময় অতিবাহিত করলে আর মিত্রের প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

রাম। না লক্ষ্মণ, এই সপ্ততাল ভেদী শর আমি নিক্ষেপ ক'র্‌ছি। এইক্ষণেই দুর্ব্বৃত্ত বালী বায়ুতাড়িত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিসাৎ হ'চ্চে দেখ। যাও—জ্বালামুখ শর, রামের কার্ম্মুক হ'তে বহির্গত হ'য়ে রামকার্য্য সাধন ক'রে এস গে। (বালীর বক্ষে শর নিক্ষেপ)

হনুমান, জাম্বুবান নল, তার। ঐ, ঐ প্রভু রামচন্দ্রের ভুবন-ধ্বংসী বাণ দুর্ব্বৃত্ত বালীর বক্ষে পতিত হ'ল। জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম!

অন্যান্য বানরগণ। বাপ্, বাপ্—বানররাজ ম'ল রে বানর রাজ ম'ল।

[বেগে সকলের প্রস্থান।

বালী। যাই, যাই—সুগ্রীব, যাই ভাই, এ অন্তিম অবস্থায় শত্রুভাব ভুলে আমায় ধর ভাই!

সুগ্রীব। (বালীকে ধারণ পূর্ব্বক) দাদা, দাদা, এই ধরেছি! অনেক দিন যে তোমার মুখে এমন "ভাই" কথা শুনি নাই দাদা। দাদা, দাদা, তুমি যে আমার সেই দাদা। তোমার সঙ্গে আমার কি শত্রুভাব ছিল দাদা! একি! যে বক্ষে বিজয় লক্ষ্মীরূপিণী ইন্দ্র-মালা শোভা পেত, সেই বক্ষে আজ এত শোণিত ধারা কেন? আমরা এখানে কেন! আমার দাদা এখানে কেন? আমি এখানে কেন? কে আন্‌লে? কে রে—কোন অদূরদর্শী আমার দাদার

বুকে গুপ্তভাবে এরূপ ভাবে শরাঘাত ক'র্লি? দাদা, দাদা, আমি যে স্বপ্ন দেখ্‌ছি দাদা!

বালী। ভাই সুগ্রীব, ব্যাকুল হ'ও না ভাই, পরস্পর কর্ম্ম ফলের এই পরিণতি! অতীত ঘটনা যা হবার হ'য়েছে, কিন্তু ভাই আমার ভাই, আর আমি তোর ভাই। এমন অকৃত্রিম সৌহৃদ্য, এমন স্বভাবসিদ্ধ মিত্রতা এ ধরণীধামে সুদুর্ল্লভ। তাই বলি ভাই রে! এই সময় একবার প্রাণপুত্র অঙ্গদকে ডাক। সে সেই গুপ্তঘাতী রামকে আমার নিকট বন্ধন ক'রে ল'য়ে আসুক। আমি ত জন্মের মত চল্লেম, কিন্তু যাবার সময় সেই কপট অধার্ম্মিক রামকে একবার আমার দেখা চাই। তুই তার সঙ্গে মিত্রতা করেছিস্, সুতরাং তাকে ত তুই আর কিছু ব'ল্‌তে পারবি না ভাই! ভাই, অঙ্গদকে ডেকে তুই আমাকে রামকে দেখা। অঙ্গদ, বাপ আমার, কোথায় তুই? পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত বাক্য প্রতিপালনের সুযোগমুহূর্ত্ত যে উপস্থিত হ'য়েছে বাপ!

অনুচরগণ সহ অঙ্গদের দ্রুতপদে প্রবেশ।

অঙ্গদ। এই ত এসেছি বাবা, এই ত এসেছি,
একি গো! কেন গো হৃদয়ে বয় শোণিতের ধারা?
কে করিল হেন কাজ কঠিন নিঠুর?
নাই কি হৃদয়ে তার দয়ামায়া স্নেহ,
যে পারিল হেন বুকে বসাইতে বাণ?

বালী। তোর সেই রাম ওরে তোর সেই রাম

যে রাম জিনিতে যাদু আছ আগুয়ান।
যুদ্ধে আসিবার কালে যে কথা আসিনু ব'লে,
সেই রামে ত্বরা আন্ করিয়া বন্ধন।

অঙ্গদ। নিশ্চয় জিনিব রামে ভক্তি-যুদ্ধে আজ,
এই ত জিনিয়াছিনু নিল কোলে মোরে,
কেঁদে কেঁদে হইল পাগল! পিতা—
নিষেধে তোমার তখন শ্রীরামে নাহি করিনু বন্ধন,
তা না হ'লে কৌশল্যা নন্দন রামে—
বাঁধিতে গো লাগে কতক্ষণ?

সুগ্রীব। কয় কি পাগল, শ্রীরামে বাঁধিতে চায় হাসিতে হাসিতে!
হাঁ অঙ্গদ! কেমনে বাঁধিবে রামে জগৎ-ঈশ্বরে?
সে বন্ধনের বল্ কোন্ উপাদান—
সে কিরে তোর লৌহের শৃঙ্খল?

অঙ্গদ। নয় কাকা, লৌহের শৃঙ্খল,
প্রেমের শৃঙ্খল তার নাম।
অলি যথা করে ভেদ কঠোর তরণী,
কোমল কমল নারে ভেদ করিবারে,
সেইরূপ রামের স্বভাব,
সেই ভাবে আমি আজ বাঁধিব রামেরে।
কোথা রাম—কোথা রাম তুমি—
অই যে হে গুপ্ত ভাবে অই কমললোচন;
এস রামধন, ক্ষণকাল আগে পরাজয় করেছ স্বীকার,

এবে তবে দাও বাঁধা ওহে চিন্তামণি!
পিতার বাসনা আমি করি হে পূরণ।
চল্ রামে বাঁধি আয়, প্রাণ সখাগণ।

গীত।

বালি ত বাঁধিল তোমায় ক'রে পাতাল-দ্বারী,
তবে কেন, বাঁধা আমায় দিবে না দয়াময়।
অজামিল বাঁধিল তোমায় ভক্তির শিকলে,
বৈকুণ্ঠে পাঠালে তারে দিহে হে অভয়।
প্রহ্লাদ বাঁধিল তোমায় হরি হরি ব'লে,
যশোদা বাঁধিল তোমায় ননীচোরা ব'লে,
রাখাল বাঁধিল তোমায় দিয়ে এঁটো ফলে,
তুমি যে হে ভালবাস তাই বাঁধা থাক রাধা পায়। (শ্রীরামকে বন্দন)

রাম। রে লক্ষ্মণ! এর চেয়ে স্বর্গ-সুখ অধিক কি ভাই!
কোন্ স্বর্গে ভক্তির এ সুধাফল মিলে রে মাণিক!
অঙ্গদ রে, চল ধন, কোন্ বাঞ্ছা তোর করিবি পূরণ—
তাই কর প্রাণাধিক!

অঙ্গদ। এস রাম, পিতার সমীপে।

(বালীর সম্মুখে শ্রীরামকে লইয়া দণ্ডায়মান)

হনুমান। (স্বগত) হায় মহারাজ,
শ্রীরামেরে বাঁধিল অঙ্গদ ?
এর চেয়ে আর কিবা পরিতাপ,
হেন দৃশ্য হনুমানে দেখিতে হইল হায়,

কি বলিব রাজভক্তি হেতু—

রয়েছি নীরবে আমি।

নতুবা রে—জীবের বন্ধন যিনি করেন মোচন,

হেন রামে বন্ধন করিতে পারে—বালক অঙ্গদ ?

অহো না—না অঙ্গদ যে ভক্তির আধার,

ভক্তাধীন রাম—

ভক্তি-রজ্জু পেয়ে—আপনি দেছেন বাঁধা।

বদ্ধ মূঢ় জীব আমি, তাই ভ্রমি সংশয়ে।

অঙ্গদ। এই পিতা, এনেছি শ্রীরামে।

সুগ্রীব। এস সখা, এস, দেখ, আমার ভ্রাতার কি অবস্থা হ'য়েছে দেখ! হা রাম, ক'রেছ কি ? আমি নয় বানর, পশু, আমার হিতাহিত জ্ঞান নাই। কিন্তু রাম, তুমি ত জ্ঞানময়, তুমি কেন আমার কথায় আমার পরমারাধ্য ভ্রাতায় বধ ক'র্‌লে ?

বালী। (স্বগত) আ মরি মরি, কি রূপ রে! রূপে যে ভুবন ভুলিয়ে দেয়। (প্রকাশ্যে) ব'লি, তুমিই কি রাম ?

লক্ষ্মণ। হাঁ, উনিই সেই যোগীর রাম, ভোগীর রাম, পাপীর আরাম, সংসারের শান্তিরাম!

বালী। আর তুমি ?

লক্ষ্মণ। আমি ঐ শ্রীরামের সেবক, অনুগত দাস, নাম লক্ষ্মণ।

বালী। বলি—তাহ'লে ইনিই কি সেই বিশুদ্ধ রঘুবংশীয় পুণ্যশ্লোক পবিত্রচেতা মহাত্মা দশরথাত্মজ রাম ?

লক্ষ্মণ। হাঁ, উনিই সেই দাশরথী রাম, পবিত্র রঘুবংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে রঘুকুলকে আরও উজ্জ্বল ক'রেছেন। উনিই সেই সত্যসন্ধ রাম। যে রাম—পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যাবতীয় বিলাস ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে দীনভাবে বনবাসী হ'য়েছেন, উনিই সেই সর্ব্ব গুণান্বিত বিপ্রপ্রিয় রাম, যে রাম—বাল্যকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘ্নকারী অত্যাচারী নিশাচরগণকে হত্যা ক'রে তাঁহাদের তপোবিঘ্নতা নিবারণ ক'রে-ছিলেন, ইনিই সেই রাম।

বালী। আর কেন লক্ষ্মণ! নিরস্ত হও। বুঝেছি, তাহ'লে ইনিই সেই—আমার গুপ্তভাবে প্রাণঘাতী পাপাচারী কপটী নিয়ত-পাপপরায়ণ রঘুকুলের পাংশুল স্বরূপ মহারাজ দশরথের ত্যজ্য পুত্র রাম? সুগ্রীব, তোমার মিত্রকে কোন উচ্চস্থান দান কর। কারণ আর আমি উচ্চ মুণ্ডে—অধিকক্ষণ স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না ভাই! (স্বগত) রামকে কোন উচ্চ স্থানে না রাখ্‌লে রামের চরণ দুখানি মৃত্যুকালে দর্শন ক'র্‌তে পাব কেন? (প্রকাশ্যে) অঙ্গদ! এবার রামের বন্ধন মোচন ক'রে দাও। (স্বগত) বন্ধনহারী রামকে বন্ধন ক'রে রাখ্‌লে আমার ভব-বন্ধন মোচন ক'র্‌বে কে? (প্রকাশ্যে) ব'স, রাম, ব'স।

রাম। (স্বগত) কঠোরতায় কোমলতা এরই নাম, হলাহলে অমৃত একেই বলে। বালীর—এখন দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হ'য়েছে। কিন্তু মুখে দুর্ব্বাক্য, অন্তরে পরম ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে। প্রিয় ভক্ত, তোমার বাসনাই পূর্ণ কর। (প্রকাশ্যে) বানররাজ

বালি, আচ্ছা উচ্চ স্থানে উপবেশন ক'র্লেম, এখন তোমার বক্তব্য কি, তাই ব্যক্ত কর।

বালী। আমার বক্তব্য কি রাম! আমরা দুই ভ্রাতায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হ'লে—তোমার আমায় গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ ক'রে হত্যা ক'র্বার কারণ—কি হ'ল রাম? আমি ত সসাগরা ধরার একচ্ছত্রাধিপতি রঘুবংশীয় রাজগণের একজন অধীন প্রজা; সুতরাং রাম, আমি তোমারও একজন অনুগত। অনুগত আশ্রিত জীবের প্রতি এইরূপ দণ্ড প্রদান—এই কি মহাত্মা দশরথের ঔরসজাত পুত্রের কর্ত্তব্য? হা রাম—আমার জ্ঞান ছিল, তুমি যখন পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, তখন নিশ্চয় তোমাতে দয়া-ধর্ম্মাদি বিবিধ সদ্‌গুণই বর্ত্তমান। এই বিশ্বাসে অন্ধ হ'য়েই আমি সাধ্বী পত্নী তারার কথা উপেক্ষা ক'রে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ ক'র্তে এসেছিলাম। আমি জান্‌তাম—আমরা উভয়ে সমরে প্রমত্ত হ'লে তুমি কদাচ আমার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্রাঘাত ক'র্বে না। কারণ আমি জ্ঞানকৃত কখনও তোমার কোনও অনিষ্টাচরণ বা কোনও অবমাননা, তোমার রাজ্যে কি নগরে কিছু মাত্র পাপাচরণ বা তোমার সহিত কখনও কোথাও যুদ্ধ করি নাই। এমন কি আমার মাংসও তোমার অভক্ষ্য। তখন তোমার সহিত আমার বিরোধ হবার সম্ভাবনা কি? আমরা ফলমূলভোজী বনের বানর, আর তুমি ধর্ম্মবান্ বেদবিদ্ রাজকুলশেখর রঘুকুলের বংশধর। তখন ত ভাবি না রাম, তুমি ধার্ম্মিকবেশধারী পাপাচারী ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় আত্মভাব গোপন ক'রে অহিতকারী

রাক্ষসের ন্যায় এই বনমধ্যে বিচরণ ক'র্‌চ? তখন ত ভাবি না রাম—তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে আস্থা-হীন, স্বার্থপর ক্রোধস্বভাব অনবস্থিত-চিত্ত, রাজব্যবহারের বিপরীতাচারী—কেবল ধনুর্ব্বাণ-ধারী?

লক্ষ্মণ। মুমূর্ষু বানর, এখনও অধরোষ্ঠ সংযত কর্‌, নতুবা রঘুকুলের অকলঙ্কশশী রামচন্দ্রের নিন্দাবাদের সঙ্গে সঙ্গে তোর অবশিষ্ট নির্ব্বাণোন্মুখ পরমায়ু-প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হবে।

রাম। লক্ষ্মণ! ক্রুদ্ধ হ'য়োনে ভাই। ব্যথায় ব্যথিত বানররাজ বালীকে—তার হৃদয়ের কথা ব'ল্‌তে দাও।

বালী। ব'ল্‌ব কি রাম, ব'ল্‌বার আর কি আছে? ব'ল্‌বার তুমি আর কি রেখেছ? তুমি—যে উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের সহায়তা লাভের জন্য আমায় বিনা দোষে এরূপ ভাবে—বধ ক'র্‌লে, যদি সেই কথা একবার আমায় ব'ল্‌তে, তাহ'লে একদিনেই যে আমি তোমার সীতাকে আনয়ন ক'রে দিতে পার্‌তাম। তুমি যদি আমায় আদেশ ক'র্‌তে রাম, যে আমার ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে যথোচিত শিক্ষা দান কর, তাহ'লে আমি যে পাপময় রাবণকে বিনা যুদ্ধে তার জীবিতাবস্থাতেই গলদেশে রজ্জু বন্ধন ক'রে পাদুকা প্রহার কর্‌তে কর্‌তে সীতা-দেবী সহ তোমার সমীপে আনয়ন কর্‌তে পারতাম। সেই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা সমুদ্রেই থাকুন বা পাতালেই থাকুন, সেই স্থান হ'তেই তাঁকে আমি উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তাম। কিম্বা রাম, যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ প্রার্থনা কর্‌তে, তাহ'লে দেখ্‌তে রাম, আজ এই বালী-হস্তে কি তোমার দুর্গতি ভোগ

ক'র্‌তে হ'ত! তা ত হ'ল না রাম, তা ত আর হ'ল না। কেবল হবার মধ্যে নিরপরাধ-বালী-হত্যাই হ'ল। আর তোমার বিশুদ্ধ অকলঙ্ক নামেই দুরপণেয় কলঙ্কের কালি পড়্‌ল। যাক, মৃত্যুর জন্য আর আমার দুঃখ নাই। কারণ দেহিগণ স্বাভাবিক নিয়ম বশতঃই কাল কর্ত্তৃক দেহ হ'তে বিয়োজিত হয়, তখন সেই দেহ বিয়োগে আর আমার দুঃখ কি রাম! তবে তুমি যদি মনে ক'রে থাক, যে আমি আমার উপযুক্ত কার্য্য ক'রেছি, তাহ'লে আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দান করে—এই সংসারে তোমার বালীবধের কলঙ্কের কালি দূর কর' রাম!

রাম। বানররাজ, তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দান ক'রব বৈ কি। তুমিই ত ব'লেছ যে, বর্ত্তমান কালে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাই ধরণীর একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট, সুতরাং তাঁদের অধিকারস্থ মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবের প্রতিই—তাঁরা নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন! বর্ত্তমানকালে সরলচিত্ত, সত্য-নিরত ভরত এই পৃথিবীর রাজা, দুষ্টের প্রতি দণ্ড ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক যথাবিহিতভাবে—তিনি রাজ্য শাসন ক'র্‌ছেন। সুতরাং তাঁর রাজ্যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। তুমি সেই রাজ্যে বহুবিধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ক'রে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজার নিকট অপরাধী হ'য়েছ, সেই অপরাধেই আমি এই উপযুক্ত দণ্ড প্রদান ক'রেছি বালি!

বালী। বুঝলেম। কিন্তু রাম তুমি ত এখন রাজ্যচ্যুত বনবাসী, সুতরাং তুমি সেই রাজদণ্ড দেবার কর্ত্তা কি?

রাম। আমি এবং অন্যান্য অনেক রাজাই সেই ধার্ম্মিক নরপতিশ্রেষ্ঠ ভরতের আদেশ ক্রমে ধর্ম্ম প্রচারে অভিলাষী হ'য়ে ভারত মধ্যে বিচরণ ক'রছি। আমরা মহারাজ ভরতের আদেশানুসারেই আপনারা স্বধর্ম্মে থেকে ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে যথাবিহিত দণ্ড প্রদান ক'রে থাকি। তুমি রাজার কর্ত্তব্য ধর্ম্মপথ হ'তে বহিস্কৃত ও কদাচারী হ'য়ে নিতান্ত নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রেছিলে। চপলচিত্ত বালি, তুমি চিরদিনেই অন্ধের ন্যায় কর্ম্মের পরিচালনায়—ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝ্‌বার চেষ্টা কর নাই। কেবলমাত্র অন্যায়রূপে আমায় দোষারোপ করছ। এখন শোন, যে কারণে আমি তোমায় সংহার ক'রেছি, তার প্রকৃত কারণ আমি তোমায় বলি শোন। তুমি সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে—কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে অভিগমন ক'রেছিলে। কপিবর! এই মহাত্মা সুগ্রীব—তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং এর পত্নী উমা পুত্রবধূতুল্যা। তুমি সেই উমাতে উপগত হ'য়ে—নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সনাতনধর্ম্মভ্রষ্ট পাপাচারী। সুতরাং আমি তোমায় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃভার্য্যাগমনের মহা অপরাধে এরূপ দণ্ড প্রদান ক'রেছি। কপিবর, তুমি লৌকিকাচারপরিত্যাগী, লোক-বিরোধী, সুতরাং আমি তোমার ন্যায় লোকের এরূপ প্রাণদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই এবং ইহা আমার নিজের ব্যবস্থা নয়; যে ব্যক্তি কামবশতঃ সহোদরা ভগিনী বা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়াতে গমন করে, বধই তার প্রকৃত দণ্ড, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের অভিমত। আমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, সুতরাং আমি—তোমার এ পাপে

ক্ষমা ত ক'রতে পারি না। ভরত পৃথিবীপতি, আমরা, তাঁর আদেশানুবর্ত্তী এবং তুমি পরম অধর্ম্মাচারী, সুতরাং আমি তোমাকে কিরূপে উপেক্ষা ক'রতে পারি? আর বানররাজ, এও তোমার জানা আবশ্যক যে পাপাচারী ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হোক বা মুক্ত হোক, তারা পাপ হ'তে মুক্ত হ'তে পারে, কিন্তু রাজা যদি প্রকৃত বধ্য অপরাধীকে উপেক্ষা করেন, তিনিও সেই পাপে জড়িত হন। ইহাও প্রজাপতি মনুর উক্তি।

বালী। বেশ রাম, বুঝ্‌তে পার্‌লেম, আমার ন্যায় মহাপাপীর বধ হওয়া আবশ্যক, তাই তুমি আমায় বধ ক'রেছ। "তুমি যে বিনা দোষে আমায় বধ ক'রেছ" এ কথা আর আমি বিন্দুবিসর্গও ব'ল্‌তে চাই না, তবে— একটী কথা ব'ল্‌ব বৈ কি, হৃদয়ে যে সকল কথা পাষাণ রেখার মত আঁকা রয়েছে, সেই সকল কথা এখনও তোমায় ব'ল্‌ব বৈ কি। বলি রাম, আমি নয় বধের যোগ্য, তাই তুমি আমায় বধ ক'র্‌লে, কিন্তু গুপ্তভাবে বধ করায় নির্দ্দোষ রামচরিত্রে কি কলঙ্ক স্পর্শ ক'র্‌বে না রাম!

রাম। না বালি, তাতেও রাম নিরপরাধ। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমরা রাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী, স্বাধীন নই। ধর্ম্মজ্ঞ রাজগণ ও মাংসপ্রিয় মানবগণ গুপ্তভাবে হ'ক আর প্রকাশ্যভাবেই হ'ক, বিবিধ উপায় দ্বারা মৃগ শিকার ক'রে থাকেন। তাতে তাঁদের কোনরূপ অন্যায় বা অধর্ম্ম নাই। বালি, তুমি এ স্থলে মৃগ না হ'লেও শাখামৃগ, সুতরাং তোমাকে এরূপে হত্যা করায় রামের কিছুমাত্র গ্লানি বা নিন্দা হওয়া উচিত নয়।

তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমায় অপরাধী ক'র্‌লেও সাধুগণ কখনই তোমার বধের জন্য রামচরিত্রে কলঙ্কারোপ ক'র্‌বেন না, এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস আছে।

বালী। ক্ষমা কর রাম, ক্ষমা কর! নারায়ণ, হৃদয় দেখ, হৃদয় দেখ। আমার ন্যায় জড়বুদ্ধি জীব এইরূপে তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে ভবিষ্যতে দোষারোপ ক'র্‌তে পারে ব'লেই সেই কলঙ্ক দূর ক'র্‌বার জন্য আমি এইরূপ তর্ক বিতর্ক ক'র্‌ছিলাম। ক্ষমা কর রাম, ক্ষমা কর। জগৎবাসী রে আর তোরা কেউ দুরাত্মা বালীবধে নির্ম্মল রামচরিত্রে বৃথা দোষারোপ ক'রে পুণ্যক্ষয় ক'রিস্ নে। বালী আজ অন্তিমকালে তার নিজ দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজ মুখে সে "রামের অবশ্য বধ্য।" এ কথা স্বীকার ক'রে যাচ্চে! আমার সমান মহাপাপীর মৃত্যু ভিন্ন যে আর দ্বিতীয় শাস্তি নাই, তা আমি নিজ মুখেই ব'ল্‌ছি, রাম—পূর্ণব্রহ্ম! তোমাতে কি কখন কলঙ্ক থাক্‌তে পারে? ভূতভবিষ্যতদর্শী প্রভু! এতদিনের পর দয়া হ'ল? তবে এই দয়া রেখ' রাম, এখন আমার ভার তোমায় দিয়ে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তোমার নিত্য স্থান অধিকার ক'র্‌তে চ'ল্লেম।

গীত।

এখন হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে,
চলিনু হে রাম তোমার শান্তিময় নিকেতনে।
ত্বরায় ভার ধর হে ভারহারি, নৈলে দুর্ভার জীবনভার সৈতে নারিব জীবনে।
দয়ার তরণী তুমি হে শ্রীরাম হ'য়েছ হে কর্ণধার,
পার কর পার কর রাম, নৈলে সন্তরণে হ'ব পার,

যখন তোমায় পেয়েছি সম্মুখে তখন কি ভাবনা আর,
তুমি হে ঐহিকের হ'লে দণ্ডদাতা, পারত্রিকে দিতে স্থান চরণে।

বালী। ভাই সুগ্রীব, আর কেন, প্রভু রামের পাদপদ্মের নিকট আমায় শয়ন করাও। বাবা অঙ্গদ! আর কেন, তোমার ভক্তিবাণে পরাজিত রামকে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে বল। সকলে জয় রাম জয় রাম বল! সুগ্রীব আর কেন ভাই! এইবার সময় হ'য়ে আসছে না? কে রোদন করে শোন! (সুগ্রীব সাহায্যে বালীর শয়ন)

সকলে। জয় রাম—জয় রাম।

সুগ্রীব। আর্য্য! এত জ্ঞান তোমার, এত ধর্ম্মবুদ্ধি তোমার তবে তুমি কেন এতদিন দাদা, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সংসারে কালহরণ ক'রছিলে! মিত্র! মিত্র! কি হ'ল! আমি যে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখছি! অঙ্গদ! বাপ রে! কি হ'ল! আর্য্য যে কেমন হ'য়ে পড়লেন? কে—অই? কার রোদন? সতী তারার নয়? দেবী তারার নয়? মেঘনির্ম্মুক্তা সৌদামিনীর নয়?

রাম। মিত্র! এ যে—সাক্ষাৎ পাবকরূপিণী মহাদেবী!

লক্ষ্মণ। আর্য্য! পবিত্রতাময়ী জাহ্নবী যেন গোমুখীবিনিঃসৃতা হ'য়ে ভূতলে পতিতা হ'চ্চেন!

বানরগণ। উঃ, মায়ের কি অদ্ভুত দীপ্তি! চোখ যেন ঝল্‌সে যাচ্চে!

বেগে তারার প্রবেশ।

তারা। কৈ—কৈ—অনন্তরূপ কৈ! আমার ধ্যানের অনন্ত সৌন্দর্য্য কৈ কোথায় তুমি বিকসিত র'য়েছ? একি ধূলায়

কেন? পতিদেবতা নারীর হৃদয়-শয্যা থাকতে ধূলায় পতিত কেন? মহাবাহো? কোথায় চ'লেছ? এমন রমণীয় পুরী কিষ্কিন্ধ্যানগরী থাকতে আবার কোন্ রমণীয় পুরী অধিকার করতে আশা নাথ! দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ! সেখানে তা আছে কি? সেখানে তোমার স্নেহের অঙ্গদ আছে কি? তবে কোন্ সুখ-আশায় যাবে নাথ! তারা তোমার নিকট কোন অপরাধে অপরাধিনী হ'ল প্রভু, যে—তাই তুমি তাকে ত্যাগ ক'রে সুখী হ'তে যাচ্চ? আমার অঙ্গদ যে এখনও বালক, সে বালককে তুমি কি প্রবোধ দিয়ে যাচ্চ? কিষ্কিন্ধ্যার তোমাগতপ্রাণ প্রজাদিগে কি ব'লে গেলে? হায় প্রভো, কত মহা মহা রথীকে তুমি যে যুদ্ধে পরাজিত করেছ! দিক্ বিজয়ে কত দেশ যে জয় ক'রেছ! তখন একি! রামের একটী বাণে তুমি অচেতন! হায় হায়- হায় রে—কে আমার এমন সর্ব্বনাশ করলি রে! কে আমার পূর্ণচন্দ্রের অঙ্গহানি ক'রলি রে? (স্বগত) বুঝি পারলেম না, অসন্তুরূপকে বুঝি একক'রে ধ'রে রাখ্‌তে পারলেম না। কে মা মানসি!

মানসীর প্রবেশ।

মানসী। আমি আছি মা, অস্থির হচ্চিস্ কেন? ভক্তিরূপিণি, শীঘ্র কর্ম্ম হ'তে মুক্ত হ'য়ে পড়। এত ক'রে বুঝাই মা, তবু বুঝ্‌তে পারিস্ না।

[প্রস্থান।

তারা। বুঝেছি মা, যাও আমি ঠিক আছি। কে কোথায়, সেই রাম—আমার স্বামিহন্তা কোথায় দেখাও?

রাম। দেবি, দেবি, এই আমি। সতি! অনুতপ্তা হও না, তোমার স্বামী পাপমুক্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠে চলেছেন।

তারা। বৈকুণ্ঠনাথ! এত যদি তোমার দয়া, তাহ'লে যাকে তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাচ্ছ, তার অর্দ্ধকায়া তারাকে কেন আর ইহ জগতে রেখেছ? ধর, ধর, ধনুকধারী রাম, তোমার ধনুর্ব্বাণ ধারণ কর, তারাকে বিদ্ধ কর। কি পারবে না? মায়াময়! তোমার এ ত মায়া নয়, তোমার যে এ নিষ্ঠুরতা! তাই রাম, যার জন্য এক রমণীকে দুঃখের পাথারে ভাসালে, সেই রমণী সীতা হ'তে তুমি কখনই জগতে সুখী হবে না। আমি যদি সতী হই, তারা যদি সতী হয়, তাহ'লে জেন রাম, তুমি যেমন আমার স্বামীকে হত্যা করলে, তেমনি আমার কুমার অঙ্গদ তোমার পরজন্মে তোমায় এইভাবে হত্যা করবে!

বালী। কর কি, কর কি তারা! ক'রলে কি, ক'রলে কি? কাকে অভিশাপ দিচ্চ?

তারা। হায় নাথ! হায় নাথ! সীতাকে লঙ্কার রাবণে হরণ করলে, আর সেই অপরাধে তুমি কি না নিহত হ'লে? এর চেয়ে আবার আক্ষেপ কি?

বালী। প্রিয়ে! আর রামকে কোন কথা বল না! তুমি কি বলবে তারা, আমি প্রাণের জ্বালায় প্রাণের রামকে অনেক কথাই বলেছি, কিন্তু শেষে বড়ই অনুতপ্ত হ'য়েছি। তুমি স্ত্রীলোক বুঝবে না, আমিই ঘোর অপরাধী, মহাপাতকী! আমার মৃত্যু হওয়াই নিতান্ত প্রয়োজন! রাম হে, তারা সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি হীনা অবলা,

তার প্রতি ক্রোধ করবেন না। আর কেন তারা, আমার শেষ হ'য়ে এসেছে! সুগ্রীব, অভিমানিনী তারাকে তুই দেখিস্ ভাই! কুমার অঙ্গদকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন ক'রিস্ ভাই! প্রিয়ে তারা, অঙ্গদ, তোমরা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হ'য়ে কার্য্য কর'। চল্লেম, কণ্ঠশ্বাস! অঙ্গদ, রাম রাম বল! রাম হে, মুক্ত কর! রাম রাম রাম! (মৃত্যু)।

অঙ্গদ। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম! একি, জয় রাম, জয় রাম শুনতে শুনতে যে বাবার পদ্ম আঁখি মুদ্রিত হ'ল! বলি হাঁ রাম, এরই নাম কি তোমাকে জয়লাভ?

মানসীর বেগে প্রবেশ।

মানসী। দেখ্ মা তার সুগ্রীবের দিকে চেয়ে দেখ্, তোর সেই অনন্ত রূপ সেই অনন্ত ... ই সুগ্রীবের দেহে বিরাজ ক'র্‌ছে কি না দেখ্। এইবার তোর ব্রত পূর্ণের দিন উপস্থিত। তোর কর্ম্ম শেষ হ'ল! আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সকলে। হায়, হায় সব শেষ হ'ল!

সুগ্রীব। সখা, সখা, সব শেষ হ'ল! সেই ছার প্রতিহিংসা—এই ভ্রাতৃপ্রাণের বিনিময়ে সব শেষ হয়ে গেল!

রাম। সখে! স্থির হও। যাও মা সতি, এবার বালীর জড়-দেহের সৎকার ক'রে তোমার ব্রত তুমি পূর্ণ করগে যাও। প্রিয় হনুমান! এবার তোমার কার্য্য! শীঘ্র বানররাজ বালীর দেহ ল'য়ে

সৎকার করগে। নৈলে শোকোচ্ছ্বাস-স্রোত আরও প্রবলভাবে প্রবাহিত হ'তে থাক্‌বে!

হনুমান। তাই দেখ্‌ছি প্রভো! নল যাও, যাও, শীঘ্র চন্দন কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করগে! আসুন মহারাজ, আসুন মহারাণি, এস অঙ্গদ, এখন আমরা নদী-পুলিনে বানররাজের পবিত্র দেহ লয়ে অগ্রসর হই। আর কেন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে। জয় রাম, জয় রাম!

সকলে। জয় রাম, জয় রাম।

[রাম লক্ষ্মণ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

রাম। লক্ষ্মণ! চল, আমরা এখন অন্যান্য বানরগণকে ল'য়ে মিত্র সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের সমুদায় আয়োজন করিগে।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা আর্য্য!

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড়অঙ্ক।

(রাজ-সভা)

লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, তার, অঙ্গদ, হনুমান, নল, জাম্বুবান, তারা, অন্যান্য বানরগণ ও বানরীগণের প্রবেশ।

সুগ্রীব। সুহৃদ লক্ষ্মণ! কোথা রাম কমললোচন,
লয়ে চল মোরে! কহি গিয়া তাঁরে,
রাজ-সিংহাসনে নাহি প্রয়োজন আর।
অঙ্গদ আমার, হউক এ কিষ্কিন্ধ্যার রাজা,
আমি প্রজা হ'য়ে থাকিব এ রাজ্যে তার।
দাদা বিনে রাজ্য-সুখ আর নাহি চায় প্রাণ।

লক্ষ্মণ। সখে! এ নহে আর্য্যের আদেশ।
তোমায় করিতে রাজা আসিয়াছি আমি;
প্রতিজ্ঞায় বাধা তিনি বিমাতার কাছে —

রাজপুরী মাঝে প্রবেশ না করিবেন—
তাঁর বনবাস কাল।
তাই এই রাজসভামাঝে নাহি আসি—
রঘুমণি পাঠান আমারে,
তোমারে করিতে রাজা!
কর মিত্র, তাঁর আদেশ পালন।
শ্রীরামের পণ রক্ষা হউক জগতে।

বানরগণ। শ্রীরামের আজ্ঞা অন্যথা না কর মহারাজ!

লক্ষ্মণ। ব'স সখে। সিংহাসন'পর। বামে তারা সতী—
আর ধর্ম্মপত্নী উমা তব সিংহাসন করুক উজ্জ্বল!

বানরগণ। উমা দেবী কোথা?

তার। দেখ্ রে বানরীগণ! উমা দেবী কোথা?

বানরগণ। কে আসে ও উন্মাদিনী?

সুগ্রীব। ঐ নয় উমা, একি উমা কেন উন্মাদিনী?

পাগলিনী ভাবে উমার প্রবেশ।

গীত।

ছুঁও না ছুঁও না, আমায় ফোটা ফুল শুকিয়ে গেছি দেখ না। শুক্‌নো ফুলে দেবের পূজা হয় কি কভু জান না। ছিঃ ছিঃ আমায় ছুঁও না। ছিঃ ছিঃ কি ছুঁতে আছে, এ ফুলের সুবাস গেছে, তাই যাই না কার কাছে, আপন মনে সই যাতনা। ছিঃ ছিঃ আমায় ছুঁও না।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) দুরাত্মা বালীকর্ত্তৃক মিত্রপত্নী উমা ধর্ম্মভ্রষ্টা হ'য়েছিলেন ব'লে উন্মাদিনী হ'য়েছেন। এখন ধর্ম্মভ্রষ্ট উমার অনুতাপেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। সুতরাং উমাকে সান্ত্বনা দিয়ে মিত্রের আদর ভালবাসার অধিকারিণী করা আমার আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) মিত্রপত্নী উমে! শুষ্ক ফুলে দেবারাধনা হয় না সত্য, কিন্তু পদ্ম বক প্রভৃতি পুষ্প বিশুষ্ক হ'লেও সে ফুলে দেবারাধনা করা যায়! তখন তুমি সঙ্কুচিত হ'চ্চ কেন? এস সতি! আমার আদেশে তুমি তোমার পতি সুগ্রীবের বামে উপবেশন ক'রে, পূর্ব্বের মত সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় সুগন্ধে স্বামীর চিত্ত আকর্ষণ ক'র্‌বে এস। সখে! তুমি আমার আদেশে তোমার ধর্ম্মভ্রষ্টা ধর্ম্মপত্নীকে পুনঃ গ্রহণ কর।

সুগ্রীব। এস উমা, যাঁদের আজ্ঞায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, সেই আজ্ঞায় তুমি আমার সেই আদরিণীভাবে আমার বামে উপবেশন ক'র্‌বে এস। (করগ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে গ্রহণ)।

সকলে। জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

গীত

লক্ষ্মণ। গাও রে জগত—গাও রে গাও রে—

কাঁপায়ে ধরণী কাঁপায়ে মেদিনী গাও রে রাম জয় রাম জয়

সকলে। রাম জয়—রাম জয়—রাম জয়,

যাঁর আদেশে আকাশে সূর্য-চন্দ্র গ্রহ তারা উদয়॥

লক্ষ্মণ। জয় জয় রাম যুগ অবতার—যোগিজনমনোহারী,

সকলে। ত্রিলোক-পুলক গোলক আলোক পুলকদাতা হরি।

লক্ষ্মণ। জয় জয় রামরূপ মদনমোহনকারী,

সকলে। হরি হে—হরি হে—তুমি সর্ব্বরূপ—তুমি সৃষ্টি স্থিতি মোক্ষ লয়,

জয় রাম জয়, রাম জয়, রাম জয়, রাম জয়॥

যবনিকাপতন।